CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-98 ■ 7 January, 2026 ■ আগরতলা ৭ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২২ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

রাজনীতিতে বড় ভাইয়ের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা জানা উচিত ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। রাজনীতিতে বড় ভাইয়ের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা জানা থাকা উচিত। এভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করে হিংসা সৃষ্টি করে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এবং জাতীয় পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টিকে দমানো যাবে না। আর সিপিএম এখনো জাতি জনজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য নানাভাবে সুড়সুড়ি দেয়। আজ ভারতীয় জনতা পার্টির ছামনু মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশাল যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এদিন প্রথমে এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে মনুবাজারে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার রোড শোতে অংশগ্রহন করেন। জনজাতি মানুষের বিপুল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় রোডশোতে। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ(এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়তে শুরু করেছে রাজ্যে। নির্বাচন নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা না হলেও মঙ্গলবার ধলাই জেলার মনুবাজারে রোড শো করে এডিসি নির্বাচনের প্রস্তুতির স্পষ্ট বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা।

এদিন মনুবাজারে অনুষ্ঠিত রোড শোতে বিপুল সংখ্যক জনজাতি অংশের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি দেখে মুখ্যমন্ত্রী আপ্লুত হন। রোড শো চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই জনসমর্থনই প্রমাণ করে যে আগামী এডিসি নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সংগঠনকে আরও মজবুত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তারই ইতিবাচক প্রতিফলন এখনই লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

রোড শোতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশ ও রাজ্যের সর্ববৃহৎ জাতীয় রাজনৈতিক দল হলো বিজেপি এবং একমাত্র বিজেপিই এডিসি এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সক্ষম। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে এবং তার সুফল ইতিমধ্যেই মানুষ পেতে শুরু করেছেন।

কাজের নিরিখেই জনজাতি অংশের মানুষ বিজেপির পতাকার তলায় এসে দলকে আরও শক্তিশালী করছেন বলেও এদিন মত প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই রোড শোকে কেন্দ্র করে মনুবাজার এলাকায় রাজনৈতিক উন্মাদনা ও উৎসাহ চোখে পড়ে। রোডশো শেষে সভায় বক্তব্য রাখতে তিনি। সেখানেও মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ যারা এখানে যোগদান করতে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জে নগর পঞ্চায়েত গঠনের বিরোধীতায় পথ অবরোধ সিভিল সোসাইটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। বিশ্রামগঞ্জে নগর পঞ্চায়েত গঠনের বিরোধিতায় সকাল ৯টা থেকে প্রাক্তন জঙ্গি নেতা রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে সিভিল সোসাইটি পুষ্করবাড়ি এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। এমনকি জরুরি পরিষেবা, এম্বুলেন্সের চলাচলও ব্যাহত হয়। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী।

জেলাশাসকের দাবি, নতুন নগর সংস্থার প্রকৃত সীমারেখা নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি থাকতে পারে, তবে কোনো এডিসি ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই সমস্যা সমাধানে একটি যৌথ সীমা চিহ্নিতকরণ দল গঠন করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতবছরের ৩১ ডিসেম্বরে সরকারে তরফ থেকে বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত নামে একটি নগর সংস্থা গঠন করা হয়েছে। এই নতুন নগর পঞ্চায়েতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত। সেগুলো হল, বিশ্রামগঞ্জ, চেসরিমাই ও বরজলা। এর পাশাপাশি ওই তারিখে ওই এলাকার সীমারেখা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

তারপর থেকেই টিটিএডিসিতে ভূমি অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এরই প্রতিবাদে আজ সকাল থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে সিভিল সোসাইটির নামে তিপরা মথার সর্মথকরা। আন্দোলনকারীদের দাবি সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে। তাই সরকারের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করুক।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল এই প্রস্তাব শুধুমাত্র রাজস্ব রেকর্ড ও বর্তমান প্রশাসনিক সীমারেখার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। কোনো এডিসি ভূমি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সীমারেখা যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। এমনকি এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও, টিটিএএডিসির-এর প্রধান নির্বাহী সদস্য পূর্ণ চন্দ্র জামাতিয়া মুখ্যমন্ত্রী (ডঃ) মানিক সাহাকে একটি চিঠি লিখে নগর পঞ্চায়েত গঠনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ওই চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেছেন, এডিসি ভূমি কাউন্সিলের সম্মতিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁর এই চিঠিতেই জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়েছে।

এরই প্রতিবাদে আজ জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন সিভিল সোসাইটি।

অবরোধের জেলে বিশ্রামগঞ্জে সাধারণ জীবন সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। শত শত পরীক্ষার্থী আটকে পড়েছেন। অবশেষে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হন ছাত্রছাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে সিপাহীজলা জেলা শাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল জয়সওয়াল সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী।

জেলাশাসক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, নতুন ইউএলবি-এর প্রকৃত সীমারেখা নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি থাকতে পারে, তবে কোনো এডিসি ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই সীমারেখা নিয়ে সকল দ্বিধা দূর করার জন্য বিশালগড় এসডিএম-এর নেতৃত্বে একটি যৌথ সীমা চিহ্নিতকরণ দল গঠন করা হয়েছে। এতে বিশালগড় ও বিশ্রামগঞ্জের সরকারি কর্মকর্তারা, নগর পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা, টিটিএএডিসি এবং স্থানীয় কর্মীরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। দল মাঠ পর্যায়ে যাচাই-বাছাই করে সকল অস্পষ্টতা নিরসন করবে।

তাই জেলা প্রশাসন অবরোধকারীদের দায়িত্বশীলভাবে সমাধানে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে। ওই আহ্বানের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করেন আন্দোলনকারীরা।

মর্মান্তিক! গাছ ভেঙ্গে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার উদয়পুরের গর্জি এলাকায় গাছ কাটতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দেবাশীষ জমাতিয়া (৩৮) নামে এক ব্যক্তির। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গাছ কাটার সময় আচমকাই গাছের একটি অংশ ভেঙে পড়ে তার মাথায় লাগে। ঘটনাস্থলেই তিনি গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ছুটে এসে দেবাশীষ জমাতিয়াকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা গোমতী জেলা হাসপাতালে পৌঁছান। প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদে পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, মৃতদেহটি বর্তমানে গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ফলে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নৃশংসভাবে খুন বধূ চাঞ্চল্য সালেমায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। কমলপুর মহকুমার সালেমা থানার অন্তর্গত দক্ষিণ সিঙ্গিনালা এলাকায় এক গৃহবধূর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। তবে কী কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মৃতদেহ উদ্ধারের পর পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে রেখে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকালে কমলপুর মহকুমার সালেমা থানার অন্তর্গত দক্ষিণ সিঙ্গিনালা এলাকায় এক বধূর রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পান এলাকাবাসী। সাথে সাথে পুলিশকে খবর দিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, মৃতার নাম লিপিকা শর্মা। দীর্ঘদিন ধরেই স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাপেরবাড়িতে বসবাস করছিলেন। আজ সকালে রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর মুখ ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এমনটাই জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। কে বা কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ওই হত্যার পিছনে পারিবারিক না অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত জোরদার করা হয়েছে।

পাকিস্তানে তথ্য পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হরিয়ানার যুবক

আম্বালা, ৬ জানুয়ারি ।। পাকিস্তানে গোপন সামরিক তথ্য পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন হরিয়াণার আম্বালা জেলার ৩১ বছর বয়সী যুবক সুনীল। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনা এবং বিমানবাহিনী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের কাছে পাচারের অভিযোগ উঠেছে।

সূত্রের খবর, সুনীল সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এক মহিলার ভুয়ো প্রোফাইলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, যার পর তিনি একটির পর একটি প্রলোভনে পড়ে যান। সন্দেহ করা হচ্ছে, ওই মহিলার মাধ্যমে সুনীল হানি ট্র্যাপের শিকার হন এবং ধীরে ধীরে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর হ্যান্ডলারদের সঙ্গে গোপনে তথ্য শেয়ার করেন।

তদন্তকারীদের মতে, সুনীল একটি বেসরকারি ঠিকাদারের সঙ্গে কাজ করতেন এবং বিভিন্ন সামরিক ইউনিটে নির্মাণ প্রকল্পের তদারকির কাজ করতেন। এই অবস্থান ব্যবহার করে তিনি বিমানবাহিনী স্টেশনে নিয়মিত প্রবেশাধিকার পেতেন এবং সেই সুযোগে সেনা চলাচল, মোতায়েন এবং সামরিক ইউনিটের অবস্থান সম্পর্কিত গোপন তথ্য পাকিস্তানে পাচার করেছেন।

আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট বাসস্ট্যান্ডের কাছে গ্রেফতার হওয়া সুনীলের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পুলিশ তার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এবং ভয়েস কল রেকর্ড উদ্ধার করেছে। পুলিশের দাবি, সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের প্রমাণের জন্য সুনীলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আম্বালা ক্রাইম ডিএসপি বীরেন্দর কুমার বলেন, 'সুনীলকে আরও চার দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আমরা খতিয়ে দেখছি তিনি একাই কাজ করেছেন, নাকি অন্য কেউ এতে জড়িত ছিল।'পুলিশ আরও জানায়, পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ভুয়ো অনলাইন পরিচয়ের মাধ্যমে প্রথমে সুনীলের বিশ্বাস অর্জন করে এবং পরে টাকার বিনিময়ে সেনাবাহিনী সংক্রান্ত গোপন তথ্য দাবি করে। তদন্ত এখনও চলমান, এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলো এখন এই বিষয়ে মূল্যায়ন করছে, কতটা গোপন তথ্য ফাঁস হয়েছে।

বেঙ্গালুরুতে রহস্যজনক ভাবে রাজ্যের শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। বহি:র্রাজ্যে বেঙ্গালুরুতে কাজের নাম করে নিয়ে গিয়ে মাঝপথে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। মৃতের নাম বলাই দে(৫৩)। তিনি কুমারঘাট থানাধীন ভাটিদুধপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বেঙ্গালুরুতে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ দেওয়ার নাম করে ভাটিদুধপুর এলাকারই দুই বাসিন্দা সুজিত মজুমদার ও মিন্টু দত্ত বলাই দেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ ট্রেনযোগে বেঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তবে যাত্রাপথেই ঘটে যায় অস্বাভাবিক ঘটনা। ঘটনার চার দিন পর অন্ধ্রপ্রদেশের গুড়ুর রেল

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নেপালে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ভারত-নেপাল সীমান্ত সিল

বীরগঞ্জ, ৬ অক্টোবর ।। ভারতের সীমান্তবর্তী নেপালের বেশ কয়েকটি জায়গায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। নেপালের পারসা জেলার বীরগঞ্জ শহরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ধর্মীয় একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়া পর বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে, যা দ্রুত হিংসার রূপ নেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিহারের রক্সৌল সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে সিল করে দেওয়া হয়েছে এবং ভারত জরুরি পরিষেবা ছাড়া সমস্ত আন্তঃসীমান্ত চলাচল সীমিত করেছে।

নেপাল পুলিশের দাবি, ধানুষা জেলার কমলা মিউনিসিপ্যালিটির সাখুয়া মারান এলাকায় একটি মসজিদে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা, এবং সেই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এর পরপরই, সোশ্যাল মিডিয়ায় দুই মুসলিম যুবকের অ্যাকাউন্ট থেকে ধর্মীয় উস্কানিমূলক কনটেন্ট ছড়ানোর অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে প্রতিবাদে পারসা জেলার বীরগঞ্জ শহরে বিক্ষোভ শুরু হয়, যা দ্রুত হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানায় এবং পুলিশের উপর ইট-পাথর ছোড়ে। স্থানীয় একটি পুলিশ স্টেশনে ভাঙচুর চালানো হয়।

নেপাল পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রায় ছয় রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। পরে, পারসা জেলা প্রশাসন বীরগঞ্জ শহরে কারফিউ জারি করে এবং নিরাপত্তা বাহিনী সতর্ক অবস্থানে চলে যায়। উত্তেজনা বাড়ার পর, ভারতের শশস্ত্র সীমা বল সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে সিল করে দিয়েছে। জরুরি পরিষেবা ছাড়া সাধারণ নাগরিকদের চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে ভারত-নেপাল সংযোগকারী মৈত্রী ব্রিজে। সীমান্ত পার হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির কড়া তল্লাশি করা হচ্ছে, এবং নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে সেখানে ডগ স্কোয়াডও মোতায়েন করা হয়েছে।

এছাড়াও, সীমান্তের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যেমন সাহাদেওয়া, মহাদেওয়া, পানটোকা, সিওয়ান টোলা এবং মুশারওয়া-সহ একাধিক সীমান্ত এলাকায় টহল বাড়ানো হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রতিটি গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখছে।

নেপালের বীরগঞ্জ ও আশপাশের এলাকায় উত্তেজনা বাড়তে থাকায়, নেপালে কর্মরত অনেক ভারতীয় শ্রমিক দেশে ফিরে আসতে শুরু করেছেন। বীরগঞ্জ শহরের সমস্ত দোকানপাট ও বাজার বন্ধ রয়েছে এবং পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই উত্তেজনার প্রেক্ষিতে, ভারত ও নেপালের মধ্যে সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ না হলে, সীমান্তে চলাচল সীমিত রাখা হবে বলে জানিয়েছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ।

স্বদেশী মেলাকে সামনে রেখে চূড়ান্ত পর্যালোচনা বৈঠকে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। আসন্ন স্বদেশী মেলাকে সামনে রেখে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের নিয়ে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার চূড়ান্ত পর্যালোচনা বৈঠক করেন। আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রথমবারের মতো তিন দিনব্যাপী স্বদেশী মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগরতলার বিবেকানন্দ ময়দানে।

আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো এই স্বদেশী মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। বিভিন্ন দপ্তর এবং শিল্প উদ্যোগীরা তাদের উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে মেলায় হাজির হবেন। মঙ্গলবার আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চুরির অভিযোগে আটক যুবককে মারধর জনতার, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ জানুয়ারি।। কৈলাসহরের গোবিন্দপুর এলাকায় ছাগল চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশি তৎপরতা যথেষ্ট না থাকায় তারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে এক ছাগল চোরকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ধৃত যুবকের নাম ছাতির মিয়া বলে জানা গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভটেরবাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি ইলেকট্রিক অটো এসে দাঁড়ায়। অটোতে থাকা তিন যুবক ওই এলাকা থেকে একটি ছাগল চুরি করে গাড়িতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে পড়তেই তারা তিন যুবকের পিছু নেয়। পালানোর সময় কৈলাসহর গোবিন্দপুর এলাকায় এসে ইলেকট্রিক অটোটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই সুযোগে গাড়িতে থাকা তিনজনের মধ্যে একজন পালিয়ে যায়। অপর এক যুবক শাকিল আলীকে স্থানীয় জনতা ধরে ফেলে। অভিযোগ, তাকে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে উত্তেজিত জনতা মারধর করে।

পরবর্তীতে কৈলাসহর থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শাকিল আলীকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। বর্তমানে সে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। যদিও ধৃত শাকিল আলী ছাগল চুরির অভিযোগ অস্বীকার করেছে, তবে স্থানীয়দের দাবি, সে একজন কুখ্যাত চোর।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোবিন্দপুর এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়ালেও পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিএসএফের গাড়িতে হামলা তৃতীয় অভিযুক্ত গ্রেপ্তার, অভিযান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। গত নভেম্বর মাসে বিশালগড়ে বিএসএফের একটি গাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই মামলায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সর্বশেষ গ্রেপ্তারের মাধ্যমে মামলায় তৃতীয় অভিযুক্তকে জালে তুলল বিশালগড় থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত অভিযুক্তের নাম রিয়াজ মিয়া। সোমবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুর্গানগর এলাকার হাসান হোসেন পাড়া থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে একই মামলায় রবিউল হোসেন-সহ আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, এই হামলার

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

'প্রজন্ম বাঁচাও' কর্মসূচি বাম যুব সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফআই-এর উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে 'প্রজন্ম বাঁচাও' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। এরই অংশ হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গণঅবস্থানসহ একাধিক আন্দোলনমূলক কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে। পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

রাজ্যব্যাপী কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরতে শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই-এর সভাপতি পলাশ ভৌমিক, সম্পাদক নবারুণ দেব, টিওয়াহ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে বিএসএফকে স্মারকলিপি ভিএইচপি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্য্যাতনের প্রতিবাদে রাগনা সীমান্ত অবিলম্বে বন্ধের দাবিতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর কাছে স্মারকলিপি জমা দিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি), উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটি। রাগনা সীমান্তের বিএসএফ কমান্ড্যান্টের উদ্দেশে এই লিখিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপিতে ভিএইচপি নেতৃত্ব অভিযোগ করেন, প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর ধারাবাহিকভাবে নির্য্যাতন, সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে সীমান্ত দিয়ে যেকোনো ধরনের বাণিজ্য ও যোগাযোগ অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন বলে তারা দাবি জানান। ভিএইচপি'র মতে, অর্থনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধে উঠে জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার আহ্বান জানানো হয়। উল্লেখ্য,

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গাঁজা পাচার মামলায় গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। গাঁজা পাচার মামলায় আমতলী থানার পুলিশ মধুপুর সেনাপতি পাড়া থেকে সুরজিৎ দেববর্মা নামে এক গাড়ির মালিককে গ্রেফতার করেছে। আমতলী বাজার এলাকার কাছ থেকে মধুপুর সেনাপতি পাড়ার সুরজিৎ দেববর্মাকে আমতলী থানার কেস নম্বর

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে স্কুল খোলা নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। প্রবল শৈত্যপ্রবাহের কারণে রাজ্য সরকার আজ থেকে সমস্ত স্কুলে ছুটি ঘোষণা করলেও সেই নির্দেশ মানা হয়নি যোগেন্দ্রনগরের বনবীথি বিদ্যানিকেতন কর্তৃপক্ষের তরফে। কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই মঙ্গলবার সকালে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে দেখা যায় কচিকাঁচাদের।

ঘটনাটি আগরতলার যোগেন্দ্রনগর এলাকার বনকুমারী সংলগ্ন বনবীথি বিদ্যানিকেতনের। রাজ্য সরকারের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও স্কুল খোলা রাখায় স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। শীতের তীব্রতায় সাধারণ মানুষ যখন নাজেহাল, তখন ছোট ছোট পড়ুয়াদের সকাল সকাল স্কুলে আসতে বাধ্য করায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরাও।

এদিকে, এই বিষয়ে শিক্ষা দপ্তরের তরফে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেদিকে নজর রয়েছে সকলের। রাজ্য সরকারের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও চলছে জল্পনা।

CMYK

Page 1.pmd 1 07-01-2026, 01:00

জাগরণ
আগরতলা, ৭ জানুয়ারি,২০২৬ইং
২২ পৌষ, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিশ্বকাপে ভারতে না আসিলে নির্বাসন!

ভারতে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলিতে আসিবে না বাংলাদেশ। বিসিবি'র তরফ থেকে ইতিমধ্যেই সেটা আইসিসি'কে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মুস্তাফিজুর রহমানকে কেকেআর থেকে সরাইয়া দেওয়ার পর বিতর্ক তুঙ্গে। ভারতে আসিতে নাকি নিরাপত্তার সমস্যায় ভুগিতেছে বাংলাদেশ বোর্ড। এই পরিস্থিতিতে কি আইসিসি বাধ্য করিবে বাংলাদেশকে ভারতে আসিতে? যদি তারপরও মুস্তাফিজুর রহমানরা এদেশে না আসেন, তাহা হইলে কী শাস্তি

হইতে পারে তাঁহাদের? জয় শাহর আইসিসি কি নির্বাসিত করিবে বাংলাদেশকে?ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ঘটনাচক্রে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো পড়িয়াছে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। অর্থাৎ কেকেআরের ঘরের মাঠে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতে খেলিতে রাজি নয় বাংলাদেশ বোর্ড। ইউনুস সরকারের চাপে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে না আসিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ড। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইস্যু নিয়া একাধিক সম্ভাবনা রহিয়াছে। যাহার মধ্যে নির্বাসনের বিষয়টিও উড়াইয়া দেওয়া যাইতেছে না।সূত্রের খবর, আইসিসি বাংলাদেশের আবেদন বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারে। সেক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে যৌথ আয়োজক শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশের ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যাইতেছে না। তবে যতক্ষণ না আইসিসি'র তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলা হইতেছে, ততক্ষণ এই নিয়ে ধোঁয়াশা থাকিছেই। বর্তমান আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর পুত্র। ফলে আইসিসি'র সিদ্ধান্তের দিকেই আপাতত নজর।বাংলাদেশের দাবি মানিল না আইসিসি। অন্যদিকে বিসিবি"ও নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইল। গ্রুপ পর্বের চারটি ম্যাচের তিনটি কলকাতায় খেলার কথা বাংলাদেশের। এর মধ্যে ৭ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ৯ ফেব্রুয়ারি ইটালি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ড বিরুদ্ধে নামিবার কথা লিটন দাসদের। এরপর ১৭ ফেব্রুয়ারি নেপালের বিরুদ্ধে তাহাদের খেলা। যাহা

হইবে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ পয়েন্ট পাইবে না। অর্থাৎ তাহারা ওয়াকওভার দিয়াছে। বাকি দলগুলোকে জয়ী হিসেবে পয়েন্ট দেওয়া হইবে। এর আগে ২০০৩-র বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ে যাইতে রাজি না হওয়ায় ওয়াকওভার দিয়াছিল ইংল্যান্ড। আর একটা সম্ভাবনা হইতেছে, বাংলাদেশ সরিয়া গেলে অন্য দলকে নিয়া নেওয়া হইবে। যেমন ২০১৬ সালে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া খেলিতে না যাওয়ায় সেই জায়গায় আয়ারল্যান্ডকে নেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সমস্যা

হইতেছে, এবারের বিশ্বকাপে ২০টি দল খেলিতেছে। এর বাইরে স্কটল্যান্ড বা জার্সির মতো দল ছাড়া ক্রিকেট খেলা দেশ সেভাবে নেই। ফলে আইসিসি কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই এখন দেখিবার।২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এর মধ্যে উত্তেজনা বর্তমানে তুঙ্গে। মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে সরাইয়া দেওয়ার ঘটনা এবং নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে বাংলাদেশ দল ভারতে খেলিতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছে।আইসিসি চেয়ারম্যান হিসাবে জয় শাহ এবং বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা এই পরিস্থিতিতে বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারে। ম্যাচ বাজেয়াপ্ত ও পয়েন্ট কর্তন আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, কোনো দেশ যদি পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভেন্যুতে খেলিতে অস্বীকার করে এবং আইসিসি যদি সেই কারণকে "যৌক্তিক" মনে না করে, তবে সেই ম্যাচগুলো বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হইতে পারে।এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে দলগুলোর বিরুদ্ধে (যেমন: ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইতালি, ইংল্যান্ড, নেপাল) খেলার কথা ছিল, তাহারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুরো পয়েন্ট পাইয়া যাইবে।২০০৩ বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়ে ও কেনিয়ায় খেলিতে না যাওয়ায় ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট হারানোর নজির রহিয়াছে। টুর্নামেন্ট থেকে বহিষ্কার ও বিকল্প দল যদি বাংলাদেশ তাহাদের অবস্থানে অনড় থাকে, তবে আইসিসি তাহাদের পুরো টুর্নামেন্ট থেকেই বাদ দিয়ে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে বাছাইপর্বে থাকা পরবর্তী সেরা কোনো দলকে (যেমন: স্কটল্যান্ড বা আয়ারল্যান্ড) বাংলাদেশের পরিবর্তে অন্তর্ভুক্ত করা হইতে পারে। ২০১৬ অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ সফরে না আসায় তাহাদের পরিবর্তে আয়ারল্যান্ডকে সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল।আর্থিক জরিমানা ও সদস্যপদ নিয়া টানাটানি আইসিসির সাথে প্রতিটি পূর্ণ সদস্য দেশের একটি অংশগ্রহণ চুক্তি থাকে। এই চুক্তি ভঙ্গ করিলে:বিসিবি-কে বিশাল অঙ্কের আর্থিক জরিমানার মুখে পড়িতে হইতে পারে।

এমনকি আইসিসির বার্ষিক লভ্যাংশ থেকেও বড় একটি অংশ কাটিয়া নেওয়া হইতে পারে।

চরম পরিস্থিতিতে নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে সাময়িক নির্বাসন দেওয়ার ক্ষমতাও আইসিসি বোর্ডের রহিয়াছে।বর্তমান পরিস্থিতি ও আইসিসির অবস্থান

জয় শাহর নেতৃত্বাধীন আইসিসি বর্তমানে একটি মধ্যস্থতার চেষ্টা করিতেছে। আইসিসি-র সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলো হইতে পারে ভেন্যু পরিবর্তন। বিসিবি তাহাদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় সরাইয়া নেওয়ার অনুরোধ করিয়াছে। যদি লজিস্টিক দিক থেকে সম্ভব হয়, তবে হাইব্রিড মডেলে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচগুলো নেওয়া হইতে পারে।আইসিসি বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ স্তরের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়া ভারতে খেলিতে রাজি করানোর চেষ্টা করিতেছে।বিসিবি জানাইয়াছে যে তাহারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে। আইসিসি যদি ভেন্যু না বদলায় এবং বাংলাদেশও জেদ ধরিয়া থাকে, তবে নির্বাসন বা পয়েন্ট হারানোর মতো কঠোর সিদ্ধান্ত আসিবার সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

মাঠের টানে, নবরূপে শৈশব

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

মা মা খেলতে যাবো, পাশের পাড়ায় সায়কদের বাড়ির পাশে একটা ভালো মাঠ আছে ওখানে। প্লিজ নিয়ে চলো না মা ওখানে। লিপস্টিকের শেষ ফিনিশিং টাচটা দিতে দিতে আজ আমার দেরি হয়ে যাবে বাবু, প্লিজ প্লিজ অন্য একদিন। আজ এমনিতেও মিটিং আছে, তারপরেও দেরী হয়ে গেল। অন্যদিনের মতো আজকেও বসের ঝার খেতে হবে। সীমা, সীমা একটা রিক্সা একটু তাড়াতাড়ি ডাকো, আর এক মিনিটও দেরী করা যাবে না। ব্যাগটা কোনওমতে কাঁধে ঝুলিয়ে স্নেহের দীপ্ত ওরফে বাবুকে আলতো করে মাথায় হাত বুলিয়ে আসছি বাবু। সাবধানে থাকবে, সময়মতো সীমা মাসীর কাছে খেয়ে নেবে। বাবাকে একবার ফোন করে নেবে, আর আমার ফিরতে একটু দেরী হবে। আর হ্যাঁ, আসার সময় তোমার জন্য কেএফসির চিকেন ফ্রাই আনবো। ক্লান্ত মুখে দীপ্ত জানালা থেকে মাকে টা টা করতে থাকে। মা অর্থাৎ লিনা আর একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে তাকে টা টা জানালো। লিনা আর সুদীপ্ত প্রেম করে বিয়ে করে। সেই কলেজ লাইফ থেকেই তাদের একে অপরকে ভালোলাগা, তারপরে ক্রমাগত ভালবাসায় পরিণত হওয়া। কলেজ শেষ হওয়ার পর সুদীপ্ত মাল্টি ন্যাশনাল চাকরীতে জয়েন করে, একটু আর্থিক পরিস্থিতিটা গুছিয়ে নিতেই বিয়ের প্রস্তাব দেয় লিনাকে। লিনাও সবেমাত্র একটা কোম্পানিতে তখন জয়েন করেছে। দুই বাড়ির সম্মতি নিয়েই পরিশেষে রানাঘাটের সুদীপ্তর সঙ্গে কাটোয়ার লিনার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। কলকাতায় বাসা নিয়ে নতুন সংসার করতে না করতেই বিয়ের দু বছরের মাথায় যথারীতি দীপ্তর আগমন। সুদীপ্ত মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজের সুবাদে স্বদেশে বিদেশে যথারীতি ঘুরতে থাকে। লিনাও তাঁর নিজের অফিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। একরাশ শৈশবের ক্ষোভ নিয়ে দীপ্ত বারান্দার ধারে বসে আনমনে কিসব ভাবতে থাকে আর পাড়ার রাহুল, সাবিনা, মলয়, খুশি, পিঙ্কিদের হাডুডু, ধাপসা, লুকোচুরি, ফুটবল খেলা দেখতে থাকে। দীপ্তর কখনও কখনও মনে হয়, সব বাঁধা পেরিয়ে কাশ ওদের সঙ্গে খেলতে যেতে পারতাম। ফুটবলের গোলে পা দিতে দিতে ধা-ধা ধাপসা খেলতে পারতাম। এইসব সাতপাঁচ ভাবতেই সীমা মাসী দুপুরের ভাত নিয়ে হাজির। দীপ্তর প্রিয় কাটা রুই মাছের ঝোল, ঝুরঝুরে করে আলুভাজা, আমের চাটনি, পেঁয়াজ পোস্ত আর ছানার ডালনা। বাথরুমে গিয়ে হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে খেতে বসে। ভাগ্যিস স্কুলের ছুটি চলছিল, তবুও ক্লাস সেভেনের অনেকটাই পড়া এগিয়ে রেখেছে দীপ্ত।

খেতে খেতে সীমা মাসীকে দীপ্ত বলে আমাকে একবার বিকালে মাঠে নিয়ে যাবে, বহুদিন ধাপসা খেলিনি। একবার ধাপসা খেলতে চাই। সীমা মাসী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, আচ্ছা আমি ফোনে বৌদির সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। আজ বাড়ি ফিরতে ফিরতে লিনার এগারোটা বেজে গেল। সারাদিন একটার পর একটা মিটিং করা তারপর অফিসের কে, কি কাজ করছে সবদিক সামলে আজ যেন বড়ই চাপ গিয়েছে লিনার। শেষমেশ, হাত-পা ধুয়ে চেঞ্জ করে টেলিফোনে সারাদিনের হাল-হকিকত সুদীপ্তর কাছে বর্ণনা করা। ৭ দিন বাদ অফিসের মিটিং সেরে সুদীপ্ত বাড়ি ফিরছে। দুদিনের জন্য অফিস থেকে লিনাও ছুটি নিয়েছে। প্ল্যান আছে কাছে-পিঠে কোথাও একটা ঘুরে আসবে। অনেকদিন কোথাও বাইরে যাওয়া হয়নি, দীপ্তর ভালো লাগবে। সীমা তাড়াতাড়ি খাবারটা দিয়ে দাও। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে। সুদীপ্তর প্রিয় মাছের মাথা দিয়ে মুড়ো ঘন্ট, দীপ্তর চিকেন কষা, শুক্ত, পায়েস রাঁধবে সে, খেতে খেতেই মনে সাজিয়ে নেয় লিনা। খাওয়ার পর্ব শেষে দীপ্ত ঘুমিয়েছে দেখে লিনাও সারাদিনের ক্লান্তিতে নিদ্রাদেবীর স্মরণ নেয়। সকাল হতেই কত না ব্যস্ততা লিনার, দীপ্তকে যেন চোখে চোখে হারায়। সীমা মাসীও হাত লাগিয়েছে লিনার সঙ্গে রান্নার কাজে। সুদীপ্ত বাগডোকরা হয়ে দমদম বিমানবন্দরে এতক্ষণে হয়তো নেমে গিয়েছে। ঘরে ফিরতেই দীপ্ত ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবার কোলে। কতদিন বাবাকে পায়নি বলে কথা। পরম তৃপ্তি সহকারে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব সেরে সুদীপ্ত লিনার মাঝখানে বসে দীপ্তর খুনসুঁটি। মা মা তোমরা ছোটবেলায় খেলতে যেতে ? বাবা তোমরা কোথায় খেলতে ? দীপ্তর এই প্রশ্ন শুনে কোথাও যেন একটু হলেও হারিয়ে যায় সুদীপ্ত-লিনা। চলে যায় জীবনের ফেলে আসা ফ্ল্যাশব্যাকে। লিনা স্কুল থেকে ফিরতেই কোনওমতে নাকে মুখে দুটো খাবার গুঁজে চলে যেত বাড়ির সামনের মাঠে ধাপসা খেলতে। আর সুদীপ্ত তো বরাবরই আম বাঙালির মতো ফুটবল খেলে। সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল, সত্যিই তো কতদিন ফুটবলে পা রাখা হয়নি। সুদীপ্ত-লিনা কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের "ছেলেবেলা"-য় ফিরে যায়। সত্যিই তো এখনকার মতো তখন মুঠোফোন বাজারে ছেয়ে যায়নি, তখনকার বাবা-মারা মাঠেই ছেলেমেয়েদের জোর করে পাঠাতো। যাতে তাঁদের মানসিক-শারীরিক বিকাশ সঠিকভাবে হয়। যেই না এইসব সাতপাঁচ ভাবনা, সঙ্গে সঙ্গে সুদীপ্ত লিনাকে বলে উঠল এই চলো তো পাশের পাড়ার মাঠে। সঙ্গে সঙ্গে লিনাও রাজি, আর দীপ্ত তো যেন হাতে চাঁদ পেল। পাশের মাঠে রাহুল, সাবিনা, মলয়, খুশি, পিঙ্কিদের পেয়ে দীপ্ত যেন অন্যরূপে ধরা দিল। মোবাইলের ইন্ডোর গেম ছেড়ে মন খুলে সে লুকোচুরি খেলায় মাতলো। সুদীপ্তও যেন পায়ের কাছে ফুটবল পেয়ে জীবনের সেরা গোলটাই দিল। আর বহুদিন পর ছোটবেলার স্মৃতি খুঁজে পেল লিনা, চুটিয়ে খেললো ধাপসা। দেখতে দেখতে ছুটির দুটোদিন এইভাবেই কেটে গেল। ডাকছে আকাশ, ডাকছে বাতাসের মতনই শেষমেষ তিনজনেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যথাযথ সময় নিয়ে চলে আসবে মাঠের টানে বারে বারে।

আলো দূষণ কী এবং এর প্রভাবে কী কী ক্ষতি হয়?

মরিয়ম সুলতানা

দূষণ বিষয়ক আলোচনা শুরু হলেই বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, শব্দদূষণ সহ নানা ধরনের দূষণের নাম উঠে আসে। কিন্তু আলোও যে দূষণ ঘটাতে পারে, তা আমরা কতজন জানি? আপনি নিজেও কি জানতেন যে আলো দূষণ আসলে কী? আর এর কারণে মানুষের যে ক্ষতি হতে পারে, তা কি জানেন? হলে ঠিক কী ক্ষতি হয় এর ফলে? বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন নিজেও হয়তো জানতেন না যে, মাত্র ২০০ বছরেরও কম সময়ের ব্যবধানে তার আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক বাতি এতটা সমস্যা তৈরি করবে মানুষের জন্য। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশ যদি এখন থেকেই ওইসব কারণের দিকে আলোকপাত করে আলোর দূষণ না কমায়, তবে একসময় তা বায়ুদূষণের মতো জটিল আর বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আলোর সঠিক মাত্রা কত?

আলো দূষণ, ইংরেজিতে একে বলা হয় লাইট পলিউশন। মানুষ এবং প্রাণীজগতের সকল সদস্যের দিনের কর্মযজ্ঞের যে চক্র তাতে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় শরীরের আলো থেকে দূরে বিশ্রাম দরকার। আবার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মাত্রায় এবং বেশি সময় ধরে জ্বলে থাকা আলো অস্বস্তি আর বিরক্তির পাশাপাশি অন্য সমস্যাও তৈরি করে। সহজভাবে বলতে গেলে, কোথাও যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাত্রার আলো থাকে, বা কোথাও যদি অপ্রয়োজনীয় আলো থাকে, তাহলে সেটিকেই আলো দূষণ বলে ব্যাখ্যা করেন বিশষজ্ঞরা। এই দূষণের জন্য মূলত কৃত্রিম আলো দায়ী। যত্রতত্র নিয়ম না মেনে সড়ক বাতি স্থাপন, ভবনের ভেতরে ও বাইরের অতিরিক্ত আলোকসজ্জা, সড়কে ছোট-বড় নানা আকারের বিলবোর্ড বসিয়ে তাতে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন সহ নানা কারণে আলো দূষণ হচ্ছে। তবে ঠিক কত মাত্রার আলো হলে তা দূষণের পর্যায়ে পড়বে না, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও মানদণ্ড নেই। কারণ, কোনও স্থানে কতটুকু আলো প্রয়োজন, তা অনেক ধরনের নিয়ামকের ওপর নির্ভর করে। যেমন- স্থানের ধরণ, আয়তন, গুরুত্ব ইত্যাদি। তবে বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি)-তে ভবনে কী ধরনের আলো ব্যবহার করা উচিৎ, তা নিয়ে কিছু নির্দেশনা দেওয়া আছে। অ্যাডেক্স লাইটিং সিস্টেম লিমিটেড নামক কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারানা আলী বলেন, আলোর ক্ষেত্রে ঘরে কী ধরনের আসবাবপত্র আছে, ঘরটি কোন কাজে ব্যবহার করা হবে, তা আয়তন বা ভবনটি কী দিয়ে তৈরি ইত্যাদি দেখতে হয়। ধরা যাক, কোন অফিসের আয়তন ১০০ বর্গ ফুট, সেক্ষেত্রে সেখানের অভ্যন্তরীণ আলোর মাত্রা আনুমানিক ৭৪ থেকে ২১০ ওয়াটের মাঝে থাকতে হবে। আবার ভবনের বাইরের আলোর ক্ষেত্রে এটি হওয়া উচিৎ ৪৯ থেকে ৯১ ওয়াটের মাঝে। "তবে এর কোনোটাই সুনির্দিষ্ট না" বলে জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের কভেন্ট্রি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করা মিজ আলী। সর্বশেষ ২০১৬ সালে করা 'ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস অব আর্টিফিশিয়াল নাইট স্কাই ব্রাইটনেস' নামে এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বের ৮০ শতাংশ মানুষ আকাশ জুড়ে থাকা কৃত্রিম আলোর নীচে বসবাস করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের ৯৯ শতাংশ মানুষ ওই আলোর জন্য রাতের প্রকৃত চিত্র প্রায় দেখতেই পায় না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আলো দূষণের ভয়াবহতা কতটা, সে সম্বন্ধে সাম্প্রতিক সময়ে করা বিশদ কোনও গবেষণা খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে ২০০৩ থেকে ২০১৩ সাল, এই ১০ বছরের তথ্য নিয়ে করা 'নেক্সাস বিটুইন লাইট পলিউশন এ্যান্ড এয়ার টেম্পারেচার: আ স্টাডি অব বাংলাদেশ' শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা গেছে, আলো দূষণ বাড়ছে বাংলাদেশে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কাজী সাইফুল ইসলামের করা সেই গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০০৩ সালে সমগ্র বাংলাদেশের মাত্র সাত দশমিক এক শতাংশ এলাকায় আলো দূষণ হত। কিন্তু এক দশক পরে আলো দূষণ বেড়ে হয়েছে ২৫ দশমিক চার শতাংশ। সেখানে বলা হয়েছে, ২০০৩ সালে শহর এলাকাগুলোতে আলো দূষণ লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু ২০১৩ সালে সেই দূষণ শহরতলি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। গবেষণা অনুযায়ী, আলো দূষণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। ঢাকার পরেই আছে চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, যশোর, রংপুরের নাম।

আলো দূষণের অন্যতম উৎস বিলবোর্ড? ঢাকা সহ সারাদেশের যে আলো দূষণের পেছনে সড়কবাতির পাশাপাশি বিলবোর্ডের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে বলে মনে করেন বিভিন্ন খাতের বিশেষজ্ঞরা। ওইসব বিলবোর্ড ও সড়কবাতির কারণে প্রচুর সড়ক দুর্ঘটনাও হয় বলে মনে করেন তারা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক মো. হাদিউজ্জামান বলেন, "ডেস্ট্রাক্টিভ ড্রাইভিংয়ের অন্যতম কম্পোনেন্ট শহরের যত্রতত্র জুড়ে থাকা বিলবোর্ড। বিলবোর্ডের আলো ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হয় এবং তাতে বিজ্ঞাপন চলে। এতে ড্রাইভারদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটে।" "আমাদের

বিলবোর্ডগুলোতে এত উচ্চ মানের কেলভিনযুক্ত আলো থাকে যে দিনের বেলায়ও বিলবোর্ডগুলি স্পষ্ট দেখা যায় এবং রাতে তা আরও প্রকট হয়ে চোখে অস্বস্তি তৈরি করে। এগুলা দুর্ঘটনার জন্যও দায়ী," বলেন নগর পরিকল্পনাবিদ ইকবাল হাবিব। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কাজী সাইফুল ইসলামের বক্তব্যও একই। তিনি বলেন, উন্নত যে কোনও দেশে বিলবোর্ডের জন্যও একটা স্ট্যান্ডার্ড লুমেন থাকে, সেই অনুযায়ী তাদেরকে এসব স্থাপন করতে হয়। "কিন্তু আমাদের দেশে তো কোনও নিয়ম নেই, আলো দূষণ বিষয়ক সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। সড়কবাতি বা বিলবোর্ডের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এখনও কোনও নির্দেশনা নেই।" তিনি বলেন, বাইরের যে লাইট, তা তো আকাশের দিকেও যায়, সড়কের দিকেও আসে, সেগুলো কীভাবে বসাতে হবে, বিলবোর্ড কেমন হবে, তা নিয়ে কোনও স্ট্যান্ডার্ড ফিক্স করা নাই।"আপনি যদি কোনও বিলবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ান, আপনি দেখবেন যে আপনার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। এমনকি রিকশা করে কোনও বিলবোর্ড ক্রস করলেও আপনার ঠিক এমনই অনুভূত হবে," তিনি যোগ করেন। মানবদেহে অতিরিক্ত আলোর প্রভাব অতিরিক্ত আলো মানুষের শরীরে কী ধরনের প্রভাব ফেলে জানতে চাইলে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. লেলিন চৌধুরী বলেন, লাইট পলিউশন নিয়ে আমাদের দেশে কোনও কথা হয় না। কিন্তু এটা যে কি পরিমাণ স্বাস্থ্যহানি ঘটায়, আমাদের ধারণ নাই। তিনি বলেন, "মানুষের দেহে একটা জৈব ঘড়ি আছে, যা সূর্য ওঠা এবং ডোবার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু এই অনাহূত আলোর জন্য ঘড়ির কাজে ব্যাঘাত ঘটে।" আর মস্তিষ্ক যখন দিন-রাতের পার্থক্য বুঝতে পারে না, তখন নানা ধরনের শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি বিভিন্ন মানসিক ব্যাধিও দেখা দেয়। যেমন: "অতিরিক্ত আলোতে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, প্রেশার বেড়ে যায়, ডায়াবেটিস সহ নানা সমস্যা হয়।" কিন্তু চলাফেরা ও নিরাপত্তার জন্য রাস্তাঘাটে আলো থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। তবে তার প্রভাব কোনোভাবে বসতবাড়িতে পড়তে পারবে না। বসবাসের জায়গায় উজ্জ্বল আলো দেয়া যাবে না, তাতে মানুষের ঘুমের সমস্যা হয়। হাসপাতাল এরিয়াতে দেয়া যাবে না, তাতে রোগীদের অসুবিধা না হয়।

উজ্জ্বল আলো লাইব্রেরিতেও থাকতে পারবে না। সেজন্যই লাইব্রেরিতে সাধারণত উজ্জ্বল আলো থাকে না। লাইব্রেরির বাতিগুলো এমনভাবে দেওয়া হয়, যা শুধু বইয়ের পাতার ওপরই পড়ে। "অতি আলো চোখে পড়লে মানুষ বিরক্ত হয়। সেজন্যই শান্তি দেয়ার জন্য ব্যাহত হচ্ছে। পিপল ফর এনিম্যাল ওয়েলফেয়ার বা প" নামক এক প্রাণী কল্যাণ সংগঠনের চেয়ারম্যান রাকিবুল হক এমিল বলেন, "লাইটের জন্য পাখিদের জন্য রাত নামে না।" তিনি মনে করেন যে ঢাকায় আগে যে সোডিয়াম লাইট ছিলো, "তা পাখিদের জন্য অনেক সুদিং ছিলো। কিন্তু এখনকার এলইডি লাইটগুলি ওদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক।" "আর লাইট থেকে বাঁচতে ওরা যে গাছের পাতায় আড়াল নিবে, গাছ কমে যাওয়ায় সেই উপায়ও নাই এখন, তাই ভবনের কোণায় কোণায় ওদেরকে আশ্রয় নিতে হয়।" অতিরিক্ত আলোতে শুধু পাখি না, বিভিন্ন পোকামাকড়ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময়ই কোন কোন বিলবোর্ডের নীচে তাকালে দেখা যায় যে বিভিন্নরকম পোকামাকড় মরে পড়ে আছে।

আলোকদূষণ রোধে করণীয় কী?

আলো দূষণ থেকে বাঁচার জন্য এই মুহূর্তে 'লুমেন কন্ট্রোল' করার বিকল্প নেই। অধ্যাপক সাইফুল ইসলামের ভাষ্য, "লুমেন কন্ট্রোল করার পাশাপাশি রাত ১০ টার পর অপ্রয়োজনীয় বাতি বন্ধ করতে হবে যাতে তা রাতের আসামীকে আলোর মাঝে রাখা হয়, কারণ এটা মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক," ডা. চৌধুরী যোগ করেন। আলোতে পাখি সহ বাকীদেরও কষ্ট অনেকেই আছেন, যারা লাইট জ্বেলে ঘুমাতে পারেন না। যদি আলোতে ঘুমাতেও হয়, তাহলে তারা স্লিপিং মাস্ক বা চোখে কোনও কাপড়ের আবরণ দিয়ে ঘুমান। এখন, মানুষের না হয় চোখে আবরণ দেওয়ার উপায় আছে। কিন্তু অন্য প্রাণীদের কি আছে?উত্তর না, নাই। শহরাঞ্চলে গাছপালা কমে যাওয়ায় এমনিতেই পাখিদের আবাসস্থলের পরিমাণ কমছে। এর মাঝে এই বিভিন্ন ধরনের আলোর কারণে তাদের জীবনচক্র স্বাভাবিকতা ব্যাহত না করে।" সেইসাথে, অবশ্যই সড়ক বাতির ওপর শেড দিতে হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। নয়তো ঐ আলো আকাশের দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে প্রাণীদের বিভ্রান্ত করে।

কিন্তু বিলবোর্ডে যেহেতু শেড দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই, সেক্ষেত্রে এগুলো স্থাপনের ক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্ক হওয়া বলে মনে করেন তারা। তবে সবচেয়ে বেশি জোর দেন আইনের প্রয়োগের বিষয়টির ওপর। কারণ, জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-তে আলো দূষণ সম্বন্ধে স্পষ্ট করে বলা আছে যে "আলোকদূষণ রোধ করিতে হইবে।" পরিবেশ অধিদপ্তরের বক্তব্য নীতিমালায় উল্লেখ থাকলেও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় আলো দূষণ নিয়ে কোনও নির্দেশনা নেই। সেজন্য খুব শীঘ্রই বিধিমালা সংশোধন করা হবে বলে জানায় পরিবেশ অধিদপ্তর। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক ড. মুঃ সোহরাব আলি বিবিসিকে বলেন, যত সময় যাচ্ছে, তত বেশি নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসছে। "পলিসিতে এটি বলা আছে, কিন্তু এর জন্য কোনও বিধিমালা করা হয় নি এখনও। আমায় তো একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করে দিতে হবে যে আপনি এর নীচে বা উপরে যাবেন না। আইন প্রয়োগ করতে হলে আগে আমায় মাপতে হবে যে বেজলাইনের উপরে আছে না কি নীচে আছে।" তিনি জানান, এ বছর অধিদপ্তর সেই বিধিমালা সংশোধন করবে। কিন্তু সংশোধন করতে "সময় লাগবে। কারণ অনেক পলিসি মেকার, এক্সপার্টদের সাথে কথা বলতে হবে।" এত বছরেও বিধিমালা না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন, এর মাঝে ২০২৩ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা সংশোধন হয়েছে একবার। এগুলো লম্বা প্রক্রিয়া, করতে সময় লাগে। অনেক কনসাল্টেশন করতে হয়।

তিনি জানান, এখন আমরা আবার আপডেটের কাজ শুরু করেছি, সেখানে অ্যাড্রেস করবো। বিশ্ব ব্যাংকের পাঁচ বছরমেয়াদী একটি প্রকল্পের আওতায় এটি করা হবে। রাজশাহী শহরের ঝাড়বাতির মতো দেখতে সড়কবাতি নিয়ে পরিবেশবিদদের সমালোচনা দীর্ঘদিনের। কারণ ওই বাতিগুলোয় কোনও শেড নেই এবং বাতিগুলোর ঘনত্বও বেশি। ওই ধরনের প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভূমিকা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

৪৪তম আগরতলা বইমেলার চতুর্থ দিনে মঙ্গলবার শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র মিত্রের লেখা 'ত্রিবর্ণ' বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আমি যুদ্ধবন্দি, অপরাধী নই: মার্কিন মাদক মামলায় পাল্টা আক্রমণে ভেনিজুয়েলার মাদুরো

নিউ ইয়র্ক, ৬ জানুয়ারি : মার্কিন আদালতে নিজেকে 'যুদ্ধবন্দি' (প্রিজনার অব ওয়ার) বলে ঘোষণা করে চমক দিলেন ভেনিজুয়েলার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। নিউ ইয়র্কের এক আদালতে হাজির হয়ে তিনি দাবি করেন, কারাকাসে মার্কিন বাহিনীর হাতে তাঁর আটক হওয়া কোনও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার অভিযান নয়, বরং একটি সামরিক অভিযান। সেই যুক্তিতেই তিনি মার্কিন মাদক-সন্ত্রাস ও কোকেন পাচারের অভিযোগে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন।

সপ্তাহান্তে নাটকীয় অভিযানে মার্কিন ডেল্টা ফোর্স কারাকাসের একটি কম্পাউন্ড থেকে মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে আটক করার মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই নিউ ইয়র্ক আদালতে হাজির করা হয় তাঁকে। সেখানে মাদুরো বলেন, তাঁকে "অপহরণ" করা হয়েছে এবং তিনি কোনও সাধারণ আসামি নন।

নিজেকে যুদ্ধবন্দি আখ্যা দিয়ে মাদুরো আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনি কাঠামোকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাঁর দাবি, যদি তাঁকে আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধবন্দি হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে তাঁর উপর জেনেভা কনভেনশন প্রযোজ্য হবে। সে ক্ষেত্রে তাঁকে বেসামরিক আদালতে বিচার করা যায় না বা সাধারণ অপরাধীর মতো সাজা দেওয়া যায় না।

যুদ্ধবন্দিদের ক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখার বিধান থাকে, ব্যক্তিগত অপরাধের ভিত্তিতে শাস্তির নয়। মাদুরোর এই দাবি কূটনৈতিক স্তরেও বিতর্ক তৈরি করতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা, যদিও আদালতে তা টেকার সম্ভাবনা কম।

ট্রাম্প প্রশাসন অবশ্য এই যুক্তি খারিজ করেছে। তাদের দাবি, এটি একটি আইন-প্রয়োগকারী অভিযান, যার লক্ষ্য ছিল বহুদিন ধরে অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে মার্কিন আদালতের সামনে হাজির করা। উদাহরণ হিসেবে তারা ১৯৮৯ সালে পানামার শাসক ম্যানুয়েল নরিয়েগাকে মাদক মামলায় আটক করার ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে। বিচারপতি অ্যালভিন কে হেলারস্টাইন স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আপাতত মাদুরোর বিরুদ্ধে মামলা একটি সাধারণ ফেডারেল ফৌজদারি মামলাই হিসেবে চলবে।

মার্কিন প্রসিকিউটরদের অভিযোগ, ১৯৯৯ সালে সরকারি পদে প্রবেশের পর থেকেই মাদুরো ও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল ভেনিজুয়েলাকে কোকেন পাচারের কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। অভিযোগপত্র অনুযায়ী, মাদুরো, তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস, তাঁদের ছেলে নিকোলাস এরনেস্তো মাদুরো গেরা এবং শীর্ষ সহযোগীরা কলম্বিয়ার ফার্ক, মেক্সিকোর সিনালোয়া ও জেতাস কার্টেল এবং ভেনিজুয়েলার ট্রেন দে আরাগুয়া গ্যাংয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেনযাদের সবাইকে যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

প্রসিকিউটরদের দাবি, মাদক চালানের জন্য প্রশাসনিক সুরক্ষা ও লজিস্টিক সহায়তা দেওয়া হতো, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান অপব্যবহার করা হয়েছে এবং নিরাপদে কোকেন পাচারের বদলে মোটা অঙ্কের ঘুষ নেওয়া হয়েছে। ২০১৩ সালে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর মাদুরো নিজের, শাসকগোষ্ঠী এবং পরিবারের স্বার্থে এই মাদক বাণিজ্যকে প্রশ্রয় দেন বলেও অভিযোগ।

মাদুরোর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসের বিরুদ্ধেও অভিযোগ, তিনি মাদক পাচার সংক্রান্ত ঘুষ হিসেবে লক্ষ লক্ষ ডলার গ্রহণ করেছেন। মাদুরো বরাবরই এসব অভিযোগকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। আদালতে তাঁর আইনজীবী বলেন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের নেতা হিসেবে মাদুরোর আইনি দায়মুক্তি থাকা উচিত এবং তাঁকে জোর করে যুক্তরাষ্ট্রে আনা অবৈধ।আদালত কক্ষ থেকে বেরোনোর সময়ও মাদুরো বারবার বলেন, তাঁকে "অপহরণ" করা হয়েছে এবং তিনিই ভেনিজুয়েলার বৈধ প্রেসিডেন্ট। তবে আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বক্তব্য মামলার গতিপথ বদলাবে না। নিউ ইয়র্ক টাইমসকে কলাম্বিয়া ল' স্কুলের অধ্যাপক ও প্রাক্তন ফেডারেল প্রসিকিউটর ড্যানিয়েল সি রিচম্যান বলেন, "আন্তর্জাতিক আইন বা দায়মুক্তির প্রশ্ন তোলা হলেও শেষ পর্যন্ত এটি একটি ফৌজদারি মামলা হিসেবেই নিষ্পত্তি হবে।"তিনি আরও বলেন, আদালতের কর্তৃত্ব মানতে মাদুরোর অস্বীকার মামলার প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলতে পারে। এদিকে বিচারপতি হেলারস্টাইন মাদুরোর বক্তব্য থামিয়ে জানিয়ে দেন,

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: INS/E/AGT/01/2025-26 Dated 05/01/2026

Sl No	Name of work	Estimated Cost (₹)	Earnest Money (₹)	Time of Completion	Last date of issue of tender paper	Last date of receipt of the tender paper
1.	Hiring of 01(one) No. of vehicle (Maruti Ecco/ Maruti Wagon R) with driver and having commercial license for Official use of Electrical Inspector, Tripura, Agartala for 06 (six) months. **DNIT NO: INS/E /AGT/ 2025-26/02**	₹ 2,46,500.00	₹ 49,300.00	08 (eight) month	Up to 15.00 Hrs on 15/01/2026	At 15.30 Hrs on 17/01/2026

ICA/C/ 3727/26

For and on behalf of the Governor of Tripura
Electrical Inspecto
Power Department Tripura, Agartala

P'NIET No.: 63/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26, Dt.05/01/2026

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage for the following works:

Sl.No.	DNIeT No	Last Date and Time for Document downloading and bidding	Time and Date of Opening of Bid./Technical Bid
1	31/B/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2025-26	Up to 3.00PM on 12/01/2026	At 4.00PM on 12/01/2026 if possible

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in
ICA/C/ 3739/26

For & on behalf of the Governor of Tripura
(Er. Susanta Debbarma) Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B) Mohanpur, West Tripura

ডিএমকে-এর ৩২ আসনের প্রস্তাব, রাহুল গান্ধীর কাছে টিভিকে জোটের প্রস্তাব তুলছে তামিলনাড়ু কংগ্রেস

চেন্নাই, ৬ জানুয়ারী : ২০২৬ সালের তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের আগে ডিএমকে নেতৃত্বাধীন জোটে আসন বণ্টন নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে টানাপড়েন নতুন করে সামনে এসেছে। সূত্রের খবর, কংগ্রেস যেখানে ৪০টি আসনকে 'আদর্শ' লক্ষ্য হিসেবে দেখছে, সেখানে ডিএমকে সর্বোচ্চ ৩২টি আসন দিতে প্রস্তুত। এর মধ্যে কংগ্রেস তাদের দাবি কিছুটা কমিয়ে ৩৮ আসনে নামিয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, 'ক্ষমতা ভাগাভাগি' (পাওয়ার-শেয়ারিং) নিয়ে কংগ্রেসের নতুন করে চাপ আসলে ডিএমকে জোটে নিজেদের অবস্থান শক্ত করার কৌশলেরই অংশ। দলীয় সূত্র জানিয়েছে, আগামী বিধানসভায় প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে কংগ্রেস ৪০ আসনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে।এই প্রেক্ষাপটে তামিলনাড়ু কংগ্রেস নেতৃত্ব রাহুল গান্ধীর কাছে অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয়ের দল তামিলগা ভেট্রি কাজাগাম-এর সঙ্গে সম্ভাব্য জোটের প্রস্তাবও তুলে ধরার চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে।

কংগ্রেস সাংসদ মানিকম টাগোরে সোমবার স্পষ্ট করে বলেন, দল শুধু আসন নয়, জোট সরকার গঠিত হলে প্রশাসনিক অংশীদারিত্বও চায়। তাঁর এই মন্তব্যকে দলীয় কর্মীদের চাপ এবং নির্বাচনের আগে কৌশলগত পুনর্মূল্যায়নের প্রতিফলন হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

এদিকে টিভিকে-এর সাম্প্রতিক বার্তা রাজনৈতিক জল্পনা আরও বাড়িয়েছে। বিজয়ের দল কংগ্রেসকে 'স্বাভাবিক মিত্র' বলে উল্লেখ করেছে। টিভিকে মুখপাত্র ফেলিক্স জেরাল্ড জানান, বিজয় ও রাহুল গান্ধী বন্ধু এবং কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা যথেষ্ট উঁচু। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, তামিলনাড়ু কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ স্বার্থের কারণে আলোচনা কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে।

অন্যদিকে, টিভিকে নেতা নির্মল কুমার জানান, জোট সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দলনেতা বিজয়ই নেবেন। "আমাদের নেতা সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে জোটের বিষয়টি ঘোষণা করবেন। তারপরই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এখনও নির্বাচনের প্রায় দু'মাস সময় বাকি," বলেন তিনি। সব মিলিয়ে, তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে আসন বণ্টন ও সম্ভাব্য নতুন জোট ঘিরে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে।

দীপথূন উপলক্ষে থিরুপ্পারানকুন্ড্রাম পাহাড়ে প্রদীপ প্রজ্বালনে ছাড়পত্র, একক বিচারপতির রায় বহাল হাইকোর্টে

মাদুরাই ৬ জানুয়ারি : দীপথূন উপলক্ষে থিরুপ্পারানকুন্ড্রাম পাহাড়ে আনুষ্ঠানিক প্রদীপ প্রজ্বালনের অনুমতি দিয়ে একক বিচারপতির দেওয়া রায় বহাল রাখল মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চ। মঙ্গলবার বিচারপতি জি জয়চন্দ্রন ও বিচারপতি কে কে রামকৃষ্ণনের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, বিষয়টি আগের কোনও মামলায় চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়ায় 'রেস জুডিকাটা' নীতির আওতায় পড়ে না।

আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, আগে হওয়া মামলাগুলিতে এই নির্দিষ্ট প্রশ্নে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তাই একক বিচারপতির নির্দেশে আইনগত বাধা নেই বলে জানিয়েছে বেঞ্চ।

দীর্ঘদিন ধরেই থিরুপ্পারানকুন্ড্রাম পাহাড়কে বিভিন্ন ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। এই পাহাড়ে অবস্থিত ঐতিহাসিক সুব্রামণিয়া স্বামী মন্দির, কাশী বিশ্বনাথর মন্দির এবং পরে নির্মিত সিকন্দর বাদুশা দরগাহ।

এর আগে এক সমাজকর্মীর আবেদনের পর বিচারপতি জি আর স্বামীনাথন রাজ্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেন, যাতে পাহাড়ের চূড়ায় পবিত্র প্রদীপ প্রজ্বালন নিশ্চিত করা হয়। সেই সঙ্গে আবেদনকারী ও আরও দশজনকে থিরুপ্পারানকুন্ড্রাম পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত দীপম স্তম্ভ পর্যন্ত গিয়ে কার্তিকাই দীপম জ্বালানোর অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

তবে রাজ্য প্রশাসনের দাবি ছিল, এই নির্দেশ দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত রীতির পরিপন্থী। প্রশাসনের মতে, বহু বছর ধরেই পাহাড়ের কাছাকাছি দীপ মণ্ডপমে প্রদীপ জ্বালানো হয়ে আসছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা দেখিয়ে রাজ্য সরকার একক বিচারপতির এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে থিরুপ্পারানকুন্ড্রামে উত্তেজনা ছড়ায়, যখন এক সাংসদের বিরুদ্ধে পাহাড়ে মাংস ভোজনের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার প্রতিবাদে একাধিক হিন্দু সংগঠন বিক্ষোভ দেখায়। সাম্প্রতিক সময়ে বিজেপি থিরুপ্পারানকুন্ড্রামকে 'দক্ষিণের অযোধ্যা' বলেও আখ্যা দিয়েছে, যা বিতর্ক আরও উসকে দেয়।

আইনি দিক থেকে সুব্রামণিয়া স্বামী মন্দির কর্তৃপক্ষ ১৯২০ সালের একটি আদালতের রায়ের ভিত্তিতে প্রায় পুরো পাহাড়ের মালিকানা দাবি করে। অন্যদিকে, দরগাহ কর্তৃপক্ষ মসজিদ ও সংশ্লিষ্ট স্থাপনাগুলির উপর তাদের স্বীকৃত অধিকার রয়েছে বলে জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায় থিরুপ্পারানকুন্ড্রাম ইস্যুতে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে।

পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম লখিমপুর খেরির কুখ্যাত গ্যাংস্টার তালিব

সুলতানপুর, ৬ জানুয়ারি : উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে দুই কিশোরীকে গণধর্ষণে অভিযুক্ত কুখ্যাত গ্যাংস্টার তালিব ওরফে আজম খান পুলিশের সঙ্গে এক এনকাউন্টারে নিহত হয়েছেন। সোমবার রাতে লখিমপুর খেরির দিয়ারা সেতুর কাছে লাভুয়া এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটে। পুলিশের দাবি, ধৃতের দুই সঙ্গী সলমন ও মুখতার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, লখিমপুর খেরির দুই কিশোরীকে গণধর্ষণের ঘটনার পর থেকেই তালিব ও তার সঙ্গীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল প্রশাসন। সোমবার গোপন সূত্রে খবর আসে যে, দিয়ারা সেতুর কাছে একটি এলাকায় আত্মগোপন করে আছে তালিব ও তার দুই সহযোগী। সেই খবরের ভিত্তিতেই পুলিশের একটি বিশেষ দল ওই এলাকায় অভিযানে যায়।

পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়েই অপরাধীরা গুলি চালাতে শুরু করে। আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালায় পুলিশও।

দীর্ঘক্ষণ দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই চলে। গুলিতে গুরুতর জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তালিব। তবে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তার দুই সঙ্গী সলমন এবং মুখতার চম্পট দেয়।

পুলিশ সুপার কুঁয়ার অনুপম সিংহ জানিয়েছেন, মৃত তালিবের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ, গোহত্যা, ডাকাতি এবং গাড়ি চুরির মতো প্রায় ১৭টি অপরাধের মামলা দায়ের ছিল। লখিমপুর খেরি এবং সুলতানপুর এই দুই জেলাতেই তালিব ও তার গ্যাংয়ের চরম ত্রাস ছিল। সরকার তার মাথার দাম ঘোষণা করেছিল ১ লক্ষ টাকা।

গুলিবিদ্ধ তালিবকে দ্রুত উদ্ধার করে নিকটবর্তী লাভুয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাকে সুলতানপুর সরকারি মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বর্তমানে পলাতক সলমন ও মুখতারের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। গোটা এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

NIT NO: e-PT-37/P/EE/ RDJRN/2025-26 Dt. 03/01/2026

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, RD Jirania Division, Government of Tripura invites item wise separate e-tender (two bid) from the eligible bidders up to 3 PM of 12/01/2026 for "Excavation of Earth by Mechanical device, Supply and filling of earth with compaction by mechanical device at different area under the jurisdiction of RD Jirania Division"(2nd call). For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 7005296697. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/ 3736/38

Sd/-
Executive Engineer
RD Jirania Division Jirania, West Tripura

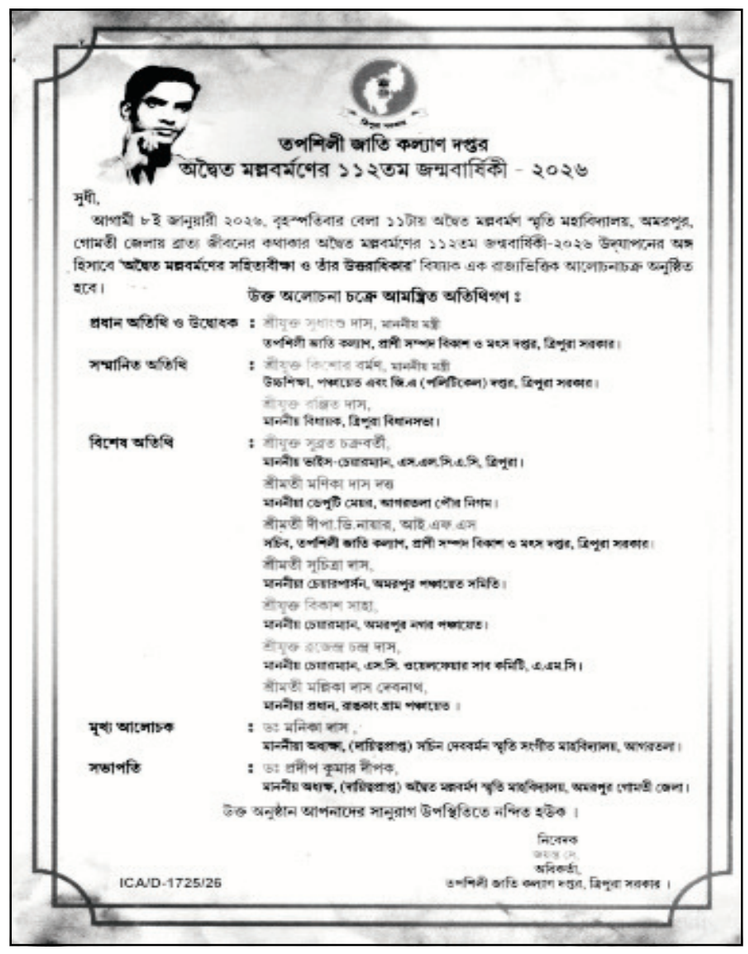

গুজরাত হাই কোর্টের রায় খারিজ, আদানি পাওয়ারকে শুল্ক ছাড়ের অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি: সুপ্রিম কোর্ট গুজরাত হাই কোর্টের ২০১৯ সালের একটি বিতর্কিত রায় খারিজ করে আদানি পাওয়ারকে বড় রেহাই দিয়েছে। শীর্ষ আদালত আদানি পাওয়ার লিমিটেডকে ২০১০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জমা দেওয়া শুল্কের টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। একইসাথে, আদানি পাওয়ারের উপর আর কোনও শুল্ক আরোপের আইনি ভিত্তি নেই বলে ঘোষণা করা হয়েছে।সোমবার বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ গুজরাত হাই কোর্টের ২০১৯ সালের রায় খারিজ করে আদানি গোষ্ঠীকে স্বস্তি দেয়। গুজরাত হাই কোর্টের ২০১৯ সালের রায়ের ফলে আদানি পাওয়ারকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) থেকে অভ্যন্তরীণ শুল্ক এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর কর আরোপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এর পরই আদানি গোষ্ঠী সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে।

বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ জানায়, ২০১৫ সালের জুলাই মাসে গুজরাত হাই কোর্ট ২০০৯ সালের ২৬ জুন থেকে ২০১০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরবরাহ করা বিদ্যুতের উপর এই শুল্ক আদায়কে অবৈধ ঘোষণা করেছিল। পরে তাদের উপর কর আরোপের নির্দেশ দেওয়া হয়, যা শীর্ষ আদালত খারিজ করল।

এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ আরও বলে, "যখন ২০১৫ সালের রায়ে এই শুল্ককে অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়েছে এবং শীর্ষ আদালত তাতে হস্তক্ষেপ করেনি, তখন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ছিল সেই ঘোষণাকে মেনে চলা।" আদালত আরও জানায়, 'বিচারবিভাগীয় রায় কোনও পরামর্শমূলক মতামত নয়, এটি আইনের বাধ্যতামূলক আদেশ।' আদানি পাওয়ার গুজরাতের মুন্দ্রা এসইজেড-এ প্রায় ৫,২০০ মেগাওয়াটের একটি কয়লার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা করে। ২০১৯ সালের হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আদানি পাওয়ারকে ২০১৫ সালের রায় অনুসরণ করার পরিবর্তে বিষয়টি বড় বেঞ্চে পাঠাতে পারত।সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে আদানি গোষ্ঠীকে গুরুত্বপূর্ণ আইনি জয় মিলল এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষকে আদানি পাওয়ারের জমা দেওয়া শুল্কের টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ধলাই জেলার মানিকপুরের গঙ্গাজয় চৌধুরী পাড়ায় "মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান" শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি : জনসাধারণের দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গতকাল মানিকপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত পশ্চিম মালিধর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের উদ্যোগে "মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান"-এর অধীনে এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গঙ্গাজয় চৌধুরী পাড়া এলাকায় আয়োজিত এই শিবিরে স্থানীয় বাসিন্দাগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

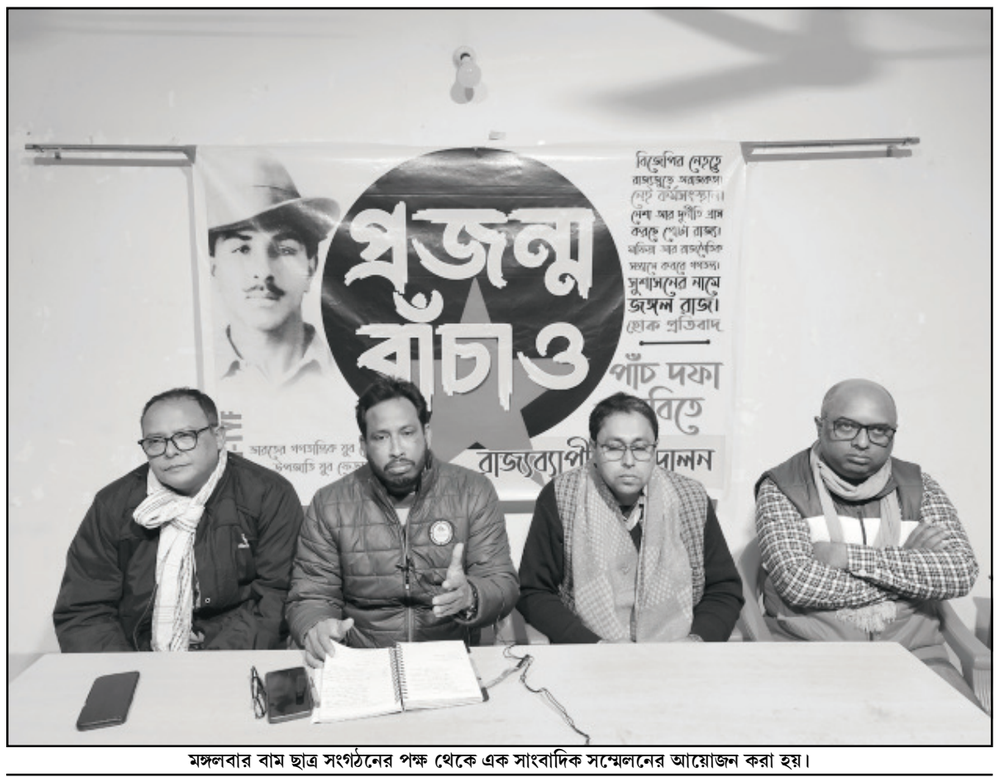

মঙ্গলবার বাম ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

অতিরিক্ত লবণ খাওয়া কমাবেন কীভাবে?

লবণ সাধারণত খাবারের স্বাদ বর্ধক হিসেবেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। একই সাথে খাবার সংরক্ষণেও এর ব্যবহার রয়েছে। কারণ লবণ থাকলে সেখানে ব্যাকটেরিয়া বাঁচতে পারে না। কিন্তু পুষ্টিবিদরা বলছেন, অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। কারণ লবণের একটি উপাদান হচ্ছে সোডিয়াম। যেটি অতিরিক্ত মাত্রায় গ্রহণ করলে নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। খাবার লবণ হিসেবে আমরা যে লবণ খাই সেটি মূলত সোডিয়াম ক্লোরাইড। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ সোডিয়াম এবং বাকি ৬০ শতাংশ ক্লোরাইড থাকে। আমরা যে পরিমাণ সোডিয়াম গ্রহণ করি তার বেশিরভাগই আসে খাবার লবণ থেকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় সব মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ করে থাকে। পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষ দিনে প্রায় ৪৩১০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করে। যা ডাব্লিউএইচও নির্ধারিত মাত্রার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। সংস্থাটির সোডিয়াম গ্রহণের নির্ধারিত মাত্রা হচ্ছে, দিনে ২০০০ মিলিগ্রামের কম সোডিয়াম গ্রহণ করা যা প্রায় ৫ গ্রাম লবণের সমান।

সোডিয়াম দরকারি? লবণের একটি উপাদান হচ্ছে সোডিয়াম।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, কোষের প্লাজমা ঠিক রাখতে, দেহের ক্ষারের মাত্রার ভারসাম্য রক্ষায়, স্নায়ুর সঞ্চালন এবং কোষের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই উপাদানটি দরকারি। তবে অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। সাধারণত প্রাকৃতিক কিছু খাবার যেমন দুধ, মাংস এবং খোলসযুক্ত মাছ যেমন চিংড়ি, ঝিনুক ইত্যাদিতে সোডিয়াম থাকে। তবে প্রক্রিয়াজাত খাবারে অতিরিক্ত পরিমাণে সোডিয়াম থাকে। কী পরিমাণ লবণ খাওয়া যাবে? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুষদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ২০০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম বা ৫ গ্রামের কম লবণ খাওয়া উচিত। ২-১৫ বছর বয়সীদের জন্য এই মাত্রা প্রয়োজন অনুযায়ী আরো কমিয়ে আনতে হবে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির জনস্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ১৪ বছরের বেশি বয়সী এবং গর্ভবতী নারীরা প্রতিদিন ১৫০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করতে পারে।

যে লবণই খাওয়া হোক না কেন সেটি অবশ্যই আয়োডিন যুক্ত হতে হবে। কারণ এটি শিশুদের মস্তিষ্কের গঠনে ভূমিকা রাখে এবং বয়স্কদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটায়।

যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এনএইচএস এর তথ্য অনুযায়ী, বয়স্কদের প্রতিদিন ৬ গ্রামের বেশি লবণ খাওয়া ঠিক নয়। এটা প্রায় সমান করে ভরা এক চা চামচের মতো। আমরা প্রতিদিন যে খাবার খাই সেগুলোতেই এই মাত্রায় লবণ দেয়া থাকে। লবণ খাওয়ার পরিমাণ বয়স ভেদে ভিন্ন। এনএইচএস এর তথ্য অনুযায়ী, ১১ বছর বা এর চেয়ে বেশি বয়স্করা দিনে সর্বোচ্চ ৬ গ্রাম, ৭-১০ বছর বয়সীরা ৫ গ্রাম, ৪-৬ বছর বয়সীরা ৩গ্রাম, ১-৩ বছর বয়সীরা ২গ্রাম এবং এক বছরের কম বয়সীরা দিনে এক গ্রামের কম লবণ খেতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানটির মতে, শিশুদের লবণ খাওয়া ঠিক নয় কারণ তাদের কিডনি পুনর্গঠিত থাকে না বিধায় তারা লবণ হজম ও শোষণ করতে পারে না। পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিম বলেন, একজন মানুষের প্রতিদিন ৫ গ্রামের বেশি লবণ খাওয়া যাবে না। প্রতিদিনের খাবার যেমন তরকারি থেকে এই পরিমাণ লবণ মানুষ খুব স্বাভাবিক ভাবেই পেয়ে থাকে। এর বাইরে প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ার কারণে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ করা হচ্ছে। বেশি লবণ খেলে কী হয়?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, অতিরিক্ত সোডিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেলে উচ্চ রক্তচাপ বাড়ে। এছাড়া হৃদরোগ, গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার, স্থূলতা, অস্টিওপরোসিস বা হাড় ক্ষয়, মেনিয়ার ডিজিজ নামে এক ধরনের কানের রোগ, এবং কিডনি রোগ দেখা দিতে পারে।

সংস্থাটি বলছে, প্রতি বছর বিশ্বে ১৮ লাখ ৯০ হাজার মৃত্যুর জন্য অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ দায়ী। কেননা অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ।

যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এনএইচএস বলছে, অতিরিক্ত লবণ খেলে উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়। যার কারণে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির জনস্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, মানবদেহে স্নায়ুতে সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখা, মাংসপেশি সংকোচন ও শিথিল করতে এবং দেহে পানি ও খনিজের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অল্প পরিমাণ সোডিয়াম দরকার। এই কাজগুলো ঠিকঠাক রাখতে আমাদের দৈনিক ৫০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম দরকার।

তবে খাবারে অতিরিক্ত সোডিয়াম উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া এর কারণে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এমনকি হাড় থেকেও ক্যালসিয়াম শুষে নিতে পারে সোডিয়াম।

পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিম বলেন, একজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের জন্য সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার লবণ দরকারি এবং অবশ্যই এটা আয়োডিন যুক্ত হতে হবে। তবে মানুষের জীবনে ব্যস্ততা বাড়ার কারণে এখন অনেকেই প্রক্রিয়াজাত খাবার খেয়ে থাকেন যেগুলোতে অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ থাকে। আর অতিরিক্ত লবণ দেহের জন্য ক্ষতিকর কারণ এতে সোডিয়ামের মাত্রাও বেশি থাকে। "এর কারণে আমাদের যেকোন ডিজিজগুলো(রোগ) খুব দ্রুত গ্রো(সংক্রমিত) করছে। এরমধ্যে রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ। এছাড়া সংক্রামক নয় এমন রোগ যেমন ডায়াবেটিস ইত্যাদি বাড়ছে," বলেন মিজ তাসনিম।

তিনি বলেন, তার মানে এই নয় যে খাবারে লবণ একেবারেই এড়িয়ে চলতে হবে। লবণ না খেলেও আবার এর ঘাটতি দেখা দিতে পারে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আবার লবণ খেলেও সেটা যাতে আয়োডিন যুক্ত হয় সেটি মাথায় রাখতে হবে।

যদি লবণ বেশি খাওয়া হয় সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করবে হার্ট ও কিডনি রোগীদের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে যারা কিডনি রোগে ভুগছেন, নিয়মিত ডায়ালাইসিস করাতে হচ্ছে- এমন রোগীদের জন্য সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ফসফেট রোগের তীব্রতা বাড়িয়ে দিতে পারে।

"এগুলো ক্রিয়েটিনিন(রক্তের একটি উপাদান যার স্বাভাবিক মাত্রা ১.৮ থেকে ১.৯) লেভেলকে ইনক্রিজ করে ফেলছে, কিডনি ড্যামেজ করে ফেলছে এবং যাদের ব্লাড প্রেশার আছে তাদের জন্য এটা হার্মফুল।" মিজ তাসনিম বলেন, যাদের ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ আছে এবং সেগুলো নিয়ন্ত্রণে নেই, তাদের কিডনি সম্পর্কিত জটিলতা না থাকলেও সোডিয়াম ও পটাসিয়াম বেশি থাকলে ক্রিয়েটিনিন লেভেল বেড়ে যাওয়ার কারণে তাদের কিডনি রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। তিনি বলেন, "হার্টের রোগের মধ্যে ব্লাড প্রেশারটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ। এরপর কোলেস্টেরল বাড়ছে এবং এরপর আমাদের হার্টের অ্যাটাক, স্ট্রোক হচ্ছে।"

কোন খাবারে লবণ বেশি থাকে? মানুষ নিজের অজান্তেই বেশি লবণ খেয়ে ফেলে যা আসলে নিয়ন্ত্রণে আনাটা দরকার। আমরা যে পরিমাণ লবণ খায় তার তিন-চতুর্থাংশ আসে প্যাকেটজাত বিভিন্ন খাবার যেগুলো আমরা কিনে খাই তা থেকে। যেমন বিভিন্ন রকমের রুটি, সকালের নাস্তার সিরিয়াল, মাংসজাত পণ্য এবং প্রস্তুতকৃত খাবার থেকে। যদিও এসব খাবার খাওয়ার সময় লবণাক্ত মনে হয় না। এছাড়া রেস্তোরা বা ক্যাফের খাবার এবং বিভিন্ন ধরনের ফাস্টফুডেও প্রচুর পরিমাণ লবণ থাকে। যেসব খাবার সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার তার মধ্যে রয়েছে সসেজ, প্রক্রিয়াজাত মাংস, পেস্ট্রি, পিজ্জা, পনির, চিপস ও লবণ বা মশলা দেয়া বাদাম, বিভিন্ন ধরনের সস, কেচাপ ও সয়াসস। এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে লবণ দেয়া থাকে। সাধারণত প্রক্রিয়াজাত নয় এমন খাবার যেমন ফলমূল, শাকসবজি, শস্যদানা, বাদাম, মাংস এবং দুগ্ধজাত খাবারে প্রাকৃতিকভাবেই কম সোডিয়াম থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র বা সিডিসি এর তথ্য অনুযায়ী, আমাদের খাবারে যে ১০টি খাবারে সর্বোচ্চ পরিমাণ সোডিয়াম থাকে সেগুলো হচ্ছে রুটি বা রোল, পিজ্জা, স্যান্ডউইচ, প্রক্রিয়াজাত মাংস, সুপ, বিভিন্ন ধরণের চিপস যেমন পপকর্ন, কুকিজ বা ক্র্যাকার্স, মুরগি, পনির, ডিম এবং অমলেট।

কোন কোন খাবারে বেশি লবণ থাকে এমন প্রশ্নের উত্তরে পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিম বলেন, "প্যাকেট ফুড বা প্রসেসড ফুড যেমন আমরা সস, সয়াসস, ফিশসস, টেস্টিং সল্ট ব্যবহার করছি প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে, ফ্রায়েড আইটেম বা বাদাম বা যেকোনো কিছু সল্টেড, ক্যানড ফুড যেগুলোকে বলি।"

লবণ খাওয়া কমাতে যা করবেন পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিম বলেন, লবণ খাওয়া কমাতে হলে তাকে প্রক্রিয়াজাত করা খাবার খাওয়া একেবারেই বাদ দিতে হবে। বাসায় রান্না করা খাবার খেতে হবে। সেখানে সে চাইলে লবণের ব্যবহার কমিয়ে আনতে পারে। এছাড়া যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কিছু পরামর্শের কথা বলে। এগুলো হচ্ছে- প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া বাদ দিন। এর পরিবর্তে সতেজ খাবার খান। লবণ খাওয়া কমাতে চাইলে প্রথমে খাবার টেবিল থেকে লবণ সরিয়ে ফেলুন। লবণের পরিবর্তে খাবারে ফ্লেভার বাড়াতে বিভিন্ন মশলা ব্যবহার করতে পারেন। যেমন কালো গোলমরিচ, রসুন, মরিচ বা লেবুর রস। রান্না ও খাওয়ার সময় কতটুকু লবণ ব্যবহার করবেন তার একটি সীমা ঠিক করুন। লবণ দেয়ার আগে খাবারটি একটু টেস্ট করুন বা স্বাদ নিয়ে দেখুন, তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী লবণ ব্যবহার করুন।

প্রক্রিয়াজাত খাবার কেনার সময় প্যাকেটের গায়ে চেক করে দেখুন যে সেখানে কী পরিমাণ লবণ দেয়া আছে। কম লবণ সমৃদ্ধ খাবার কেনার চেষ্টা করুন। কম লবণ রয়েছে এমন প্রস্তুতকৃত খাবার ও সস কিনুন। যেমন কম লবণ দেয়া সয়াসস। বেশি লবণযুক্ত সয়াসস, কেচাপ, সরিষার সস মেয়োনিজ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

বেশি লবণ দেয়া খাবার কম করে খান। যেমন নোনা মাংস বা নোনা মাছ, পনির, অলিভ এবং আচার।

পাউরুটি বা চিপসের পরিবর্তে স্বাস্থ্য সম্মত নাস্তা খান যেমন চালের রুটি, ফলমূল, শাকসবজি বা লবণ ছাড়া বাদাম। পুষ্টিবিদরা বলছেন, সুস্থ মানুষদের ক্ষেত্রে পটাসিয়ামের মাত্রা ঠিক রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ফলমূল, শাকসবজি বেশি করে থাকতে হবে। বিশেষ করে সাইট্রাস ফ্রুট বা টক জাতীয় খাবারে পটাসিয়ামের মাত্রা বেশি থাকে।

পিঠে খেলে আমিষ-ই সই

অসময়ে পিঠে-পুলি যদি তৈরি করতেই হয়, মাছ-মাংসের পুর দিয়ে নয় কেন? ব্যাটার গুলে নিয়ে পছন্দসই পুর তৈরি করে ভরে খেলেই হল। পাটিসাপটার ব্যাটার বা পুলির খোলটি তৈরি করার পদ্ধতি অনেকেরই জানা। শুধু নানা রকম পুর তৈরি করে নিতে হবে।

পাটিসাপটার আবরণ তৈরির উপকরণ: গোবিন্দভোগ চালের গুঁড়ো ১ কাপ, ধনেপাতা সামান্য, নুন ১ চা চামচ, জল ২ কাপ।

প্রণালী: ব্যাটার তৈরির উপকরণগুলি গুলে নিতে হবে। এ বারে একটি ননস্টিক প্যান বা বড়, চ্যাপ্টা তাওয়ায় বেগুনের বোঁটা দিয়ে হালকা করে সাদা তেল বুলিয়ে তার উপরে ব্যাটার ছড়িয়ে দিতে হবে। ডুমো হাতার পিছন দিকটা দিয়ে গোলাকার ভাবে খানিকটা ছড়িয়ে নিন ব্যাটার। খেয়াল রাখবেন, এমন ভাবে পাটিসাপটার আবরণ তৈরি করতে হবে, যাতে তা ভিতরের আমিষ পুরের ভার নিতে পারে অথচ খুব বেশি পুরু না হয়।

গন্ধরাজ ভেটকি পাটিসাপটা

পুর তৈরির উপকরণ: ভেটকি মাছ ২৫০ গ্রাম, নুন ২ চা চামচ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ২ চা চামচ, কাঁচালঙ্কা কুচি ২ চা চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ চা চামচ, সাদা তেল আধ কাপ, গন্ধরাজ লেবু।

প্রণালী: পুর তৈরির সব উপকরণ একটি কড়াইয়ে সাদা তেল গরম করে ভেজে নিতে হবে প্রথমে, ভেটকি মাছ-সহ। গন্ধরাজ লেবুর জেস্ট মিশিয়ে নিন এতে শেষে। মাছের পুর তৈরি হয়ে গেলে পাটিসাপটার মাঝ বরাবর লম্বা করে পুরটা ভরে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে ভেটকি মাছের পাটিসাপটা। ভাপা ইলিশ পাটিসাপটা পুর তৈরির উপকরণ: ইলিশ মাছ ২৫০ গ্রাম, নুন ২ চা চামচ, সরষের তেল আধ কাপ, নারকেল কোরা আধ কাপ, সরষে বাটা আধ কাপ, কাঁচা লঙ্কা ২টি।

প্রণালী: পুর তৈরির জন্য সব উপকরণ একসঙ্গে ভেজে নিতে হবে, ইলিশ মাছের সঙ্গেই। মাছটিও খুন্তি দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে পুরের সঙ্গে, তবে খুব বেশি ভাজার দরকার নেই। এ বারে পাটিসাপটার ব্যাটার তৈরির একই পদ্ধতি অনুসরণ করে তাওয়ায় তা দিয়ে ভিতরে মাছের পুর ভরে মুড়ে নিন। তৈরি হয়ে যাবে পাটিসাপটা। ইলিশ মাছ ভাজার সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন এই পাটিসাপটা।

মোচা চিংড়ি পাটিসাপটা

পুর তৈরির উপকরণ: সিদ্ধ মোচা ২৫০ গ্রাম, মাঝারি মাপের চিংড়ি ৯-১০টি, নারকেল কোরা আধ কাপ, আদা ও জিরে একসঙ্গে বাটা আধ কাপ, ঘি ১ টেবিল চামচ, নুন ১ চা চামচ, গরম মশলা ১ চা চামচ, সরষের তেল আধ কাপ। প্রণালী: সিদ্ধ মোচার জল ঝরিয়ে ভাল করে চটকে নিন। চিংড়িগুলি আলাদা করে ভেজে রাখুন। এ বার পুর তৈরির বাকি উপকরণগুলি কড়াইয়ে সরষের তেলে ভাল করে নেড়ে নিন। মোচা আর চিংড়ি মাছও মিশিয়ে পুর তৈরি করে নিন। এর পরে পাটিসাপটার মধ্যে পুর ভরে মুড়ে নিলেই তৈরি।

চিজ বেকড চিকেন পাটিসাপটা

পুর তৈরির উপকরণ: গ্রেট করা চিজ ১ কাপ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ চা চামচ, লঙ্কা কুচি ১ চা চামচ, চিকেন কিমা ২৫০ গ্রাম, নুন ১ টেবিল চামচ, সাদা তেল আধ কাপ। প্রণালী: চিকেন কিমার সঙ্গে বাকি উপকরণ মিশিয়ে ভাজা ভাজা করে নিন। ভাল করে কষিয়ে চিকেন সিদ্ধ হলেই পুর তৈরি। এ বার পাটিসাপটার মাঝ বরাবর লম্বা করে পুরটা দিন। পাটিসাপটার উপরে গ্রেট করা চিজ দিয়ে চাপা দিয়ে দিন। চিজ গলে এলে গরম গরম পরিবেশন করুন। চিংড়ির ঝাল মুগপুলি পুর তৈরির উপকরণ: চিংড়ি ২৫০ গ্রাম, নুন ১ চা চামচ, নারকেল কোরা ১ কাপ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, জিরে বাটা ১ টেবিল চামচ, সাদা তেল ২ কাপ, আলু সিদ্ধ ২টি।

পুলির আবরণ তৈরির জন্য: মুগ ডাল ২ কাপ, নুন এক টেবিল চামচ, জল ৪ কাপ। জলে নুন দিয়ে মুগ ডাল সিদ্ধ করে নিতে হবে। প্রণালী: প্রথমে চিংড়িগুলি ভেজে তুলে নিন আলাদা করে। এর পরে কড়াইয়ে সাদা তেল গরম করে পুর তৈরির বাকি উপকরণগুলি ভাল করে কষিয়ে, তাতে চিংড়ি মিশিয়ে পুর তৈরি করে নিতে হবে। সিদ্ধ করা মুগ ডাল পুলির আকারে গড়ে নিতে হবে। তার ভিতরে চিংড়ির পুরটা দিয়ে পুলির মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর ছাঁকা তেলে পুলিগুলি ছাড়তে হবে একে একে। হালকা লালচে করে ভেজে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে চাটনি বা সসের সঙ্গে।

একসাথে বেশি খাবার খেলে শরীরে কী ঘটে?

একসাথে বেশি পরিমাণ খাবার খেলে তা দেহে যেসব পরিবর্তন আনতে পারে তার মধ্যে একটি হলো আরো বেশি ক্ষুধা অনুভব করা। অবশ্য পাকস্থলীর আকার বাড়ে বলেই এমনটি হয় তা কিন্তু নয়। আমি মোটামুটি আত্মবিশ্বাসী যে বেশি পরিমাণ খাবার খাওয়ার পর আমার কেমন লাগবে: ঝিমুনি ভাব, আসলেমি লাগা এবং অবশ্যই পেট পুরো ভর্তিভাব। কিন্তু আমি এটাও নিশ্চিত যে পরের দিন দুপুরের খাবারের সময় আমি অতিরিক্ত একটি রোস্ট খাওয়ার জায়গা ঠিকই করে নিবো।

যখন আপনি এটা ভাববেন তখন বেশ অবাকই লাগবে যে, বিশাল পরিমাণ খাবার খাওয়ার ঠিক পরের দিনই আপনি একদম আগের দিনের মতোই একই পরিমাণ খাবার আবার খেতে পারবেন। তার মানে প্রথম বারে কি আমাদের শিক্ষা হয়নি? বড় কোন উৎসবের দিনের ভোজের পরও আমরা কেন আবার ক্ষুধার্ত অনুভব করি?

অতিরিক্ত খাওয়া কি আমাদের পাকস্থলীর আকার বাড়িয়ে দেয়? মানে পরের দিন কি আপনার পাকস্থলীতে আরো বেশি খাবার রাখার মতো জায়গা তৈরি হয়? এটা ভেবেও এখন আমার আবার ক্ষুধা লাগছে।

এর উত্তর হচ্ছে, বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে, সম্প্রতি আপনি যে অনেক বেশি পরিমাণ খাবার খেয়েছেন তার জন্য ক্ষুধা অনুভব করেন না। আপনি শুধু ক্ষুধার জন্যই ক্ষুধা অনুভব করেন।

কিন্তু সবার আগে, ক্ষুধার অনুভূতিটা আসলে কি?

এটা সত্য যে আপনি যখন ক্ষুধার্ত থাকেন তখন আপনার পাকস্থলীর আকার পরিবর্তিত হয়। পাকস্থলী সংকুচিত হয় যখন খাবার হজম হয়ে অন্ত্রের দিকে যায়। পেটে গুড়গুড় শব্দ হয় যখন বাতাস আর খাবার একসাথে নিচের দিকে নামতে থাকে। আমাদের যে ক্ষুধা লাগতে যাচ্ছে এই শব্দ হচ্ছে তার প্রথম সংকেত, কারণ এটা শোনা যায় এবং এটি শরীরেই ঘটে। শব্দ তৈরির পর পাকস্থলী আবার প্রসারিত হতে থাকে নতুন খাবার গ্রহণের প্রস্তুতি হিসেবে- এগুলো হয় হরমোনের প্রভাবে। তবে খাবার খেলে যে পাকস্থলী বড় হয় সেটি অবশ্য সত্য নয়। পাকস্থলী বেশ স্থিতিস্থাপক। তাই বেশি পরিমাণে খাবার খাওয়ার পরও এটি আবার এর আগের অবস্থায় ফিরে আসে(প্রায় ১-২ লিটারের মতো)। বাস্তবিক পক্ষে বেশিরভাগ মানুষের পাকস্থলী সক্ষমতার দিক থেকে প্রায় একই- উচ্চতা কিংবা ওজন কোন কিছুই তেমন প্রভাব ফেলে না। আমরা যে বিষয়টি নিয়ে তেমন সচেতন থাকি না সেটি হচ্ছে ক্ষুধাজনিত হরমোনের নিঃসরণ: পাকস্থলী থেকে ঘ্রেলিন ও হাইপোথ্যালামাস থেকে নিঃসৃত এনপিওয়াই বা নিউরোপেপটাইড ওয়াই এবং এজিআরপি নামে হরমোন। পাকস্থলী খালি থাকলে ঘ্রেলিন নিঃসরিত হয় এবং এটি আমাদের মস্তিষ্কে এনপিওয়াই ও এজিআরপির উৎপাদন শুরু করাতে ভূমিকা রাখে। এই দুটি হরমোনই ক্ষুধার অনুভূতি তৈরির জন্য দায়ী, যা কিনা আমাদের মানসিক সন্তুষ্টির অনুভূতিকেও ছাপিয়ে যায়। অন্যদিকে অনেকটা উল্টোভাবেই, স্থূলকায় দেহের অধিকারীদের তুলনায় চিকন দেহের অধিকারীদের মধ্যে ঘ্রেলিনের মাত্রা বেশি থাকে। আপনার মনে হতে পারে, যে হরমোনের কারণে ক্ষুধার অনুভূতি হয় সেটি, যে ব্যক্তি বেশি খায় তার মধ্যে বেশি থাকবে- কিন্তু এই বৈপরীত্বই প্রতিফলিত করে যে আমাদের পরিপাকতন্ত্র কতটা জটিল। যখন ক্ষুধা অনুভূত হওয়ার জন্য মাত্র তিনটি হরমোন দরকার হয়, সেখানে আমাদের পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য প্রায় ডজনখানেক বা তারও বেশির দরকার হয়।

এদের মধ্যে জিআইপি এবং জিএলপি-ওয়ান, শর্করার বিপাক ক্রিয়া স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ইনসুলিন তৈরিতে ভূমিকা রাখে। অন্য বেশ কিছু হরমোন আমাদের পাকস্থলীতে খাবারের চলাচল ধীর রাখতে কাজ করে যাতে আমাদের দেহ খাবার হজম করার পর্যাপ্ত সময় পায়।

যারা স্থূলকায় এবং যাদের দেহে ঘ্রেলিনের মাত্রা কম থাকে, হতে পারে যে তাদের দেহে উচ্চ মাত্রার শর্করা হজম করার জন্য যে উচ্চ মাত্রার ইনসুলিন দরকার হয় তা ঘ্রেলিনের উৎপাদনকে বাধাগ্রস্ত করে। দুটি বস্তু ক্ষুধা কম অনুভূত হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট: সিকেকে এবং পিওয়াওয়াই। যেসব রোগীর দেহে পাকস্থলীর আকার ছোট করার জন্য গ্যাস্ট্রিক ব্যান্ড লাগানো থাকে, তাদের দেহে পিওয়াওয়াই অনেক বেশি থাকে। এর কারণে ক্ষুধা কমে যায়। পাকস্থলীতে যে আলাদা হরমোন ব্যবস্থা রয়েছে সেটি পাকস্থলী খালি হলেই আপনার মস্তিষ্ককে জানান দেয়। তারপরও আপনার অভ্যাস অনুযায়ী দিনের নির্দিষ্ট সময় এবং ক্ষুধা লাগার একটা শিক্ষাও এই হরমোন পেয়ে যায়। তাই আপনি দুপুরে যতই খান না কেন, এরপরও আপনি রাতের খাবারের সময় হলে ক্ষুধার্ত অনুভব করবেন। সেন্টারডাটা এবং সাবেক মাস্ট্রিক্ট ইউনিভার্সিটির গবেষক ক্যারোলিয়েন ভ্যান ডেন আক্কার বলেন, "আপনি যদি বার বার রাতের খাবারের পর কোন একটি চকলেটের টুকরা বা চিপস হাতে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসে টিভি দেখেন, তাহলে আমাদের দেহও সোফায় বসা, টিভি দেখা এবং সেসময় কিছু খাওয়ার সাথে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। আর এর ফলে আপনি যখন সোফায় বসবেন তখন আপনার কিছু খেতে ইচ্ছে করবে।" "এটা তখনও হতে পারে যখন আপনি পরিতৃপ্ত: আপনার দেহে শক্তির মাত্রাও কানায় কানায় পূর্ণ।" ভ্যান ডেন আক্কার এর মতে, অতিরিক্ত খাওয়া আসলে সব সময় খারাপ নয়। বরং অনিয়ন্ত্রিত খাবার খাওয়া বা বিঞ্জ ইটিং অর্থাৎ যেখান অল্প সময়ে অনেক বেশি পরিমাণ খাবার খাওয়া হয়, যা বেশিরভাগ সময় ঘৃণা, অপরাধবোধ বা লজ্জার উদ্রেক করে। অতিরিক্ত খাবার খাওয়াটা একটা অভ্যাসের মতো, যা অনেকেই মনে করেন যে তারা চাইলে ছেড়ে দিতে পারেন, কিন্তু অভ্যাসগত খাবার খাওয়ার তীব্র আকাঙ্খার কারণে কোন একটি খাদ্যতালিকা অনুসরণ করাটা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। যখন আমরা কোন খাবারের ভাল উপাদানের সাথে বিশেষ করে উচ্চ মাত্রায় চিনি রয়েছে এমন খাবারের যোগ করতে শুরু করি, নির্দিষ্ট সময়ে, সেটির সুবাস, চিত্র এবং বৈশিষ্ট্য আমাদের স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে এবং আমরা সেটির জন্য তীব্র আকাঙ্খা অনুভব করি। এটা শুধু আমাদের মানসিকভাবে তাড়িত করে না বরং সেটির শারীরিকভাবেও উদ্দীপ্ত করে- যেমন জিভে জল চলে আসা। আপনি হয়তো পাভলভের কুকুরের পরীক্ষার কথা জানেন- যেখানে কুকুরকে খাবার দেয়ার আগে আগে একটি ঘণ্টা বাজানো হয়। এক পর্যায়ে দেখা যায় যে, ঘণ্টার আওয়াজ শুনলেই কুকুরের মুখ থেকে লালা ঝড়তে শুরু করে। এক্ষেত্রে মানুষও কুকুরের চেয়ে খুব বেশি আলাদা নয়। আরেকটি পরীক্ষায়, মানুষকে বৃত্ত আর বর্গের মতো সাধারণ চিত্র দেখানো হয়। তারা যখন বর্গক্ষেত্র দেখতো তখন তাদের এক টুকরা চকলেট দেয়া হতো এবং এ কারণে যখনই তারা বর্গক্ষেত্র দেখতো তখন তাদের মধ্যে চকলেট পাওয়ার তীব্র আকাঙ্খা হতো। কুকুরের মতো মানুষকেও সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে খাবারের আশা করানো সম্ভব। ভ্যান ডেন আক্কার বলেন, "এই মিথষ্ক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব অল্প পরিমাণ চকলেট দিয়েও গড়ে তোলা সম্ভব।" "এই আকাঙ্খাগুলো গড়ে তোলা খুব সহজ, কিন্তু এগুলো থেকে বের হওয়াটা কঠিন। আপনার দেহ মনে রাখে যে কোন এক সময়ে আপনি চকলেট খেয়েছিলেন। এই আকাঙ্খা প্রতিদিনের আকাঙ্খায় পরিণত হতে পারে- এমনকি শুধুমাত্র চার দিনের নিয়মিত অভ্যাসেই এটা সম্ভব।" অনেক সময় আমাদের মনের ভাব এই অবস্থা তৈরির কারণ হতে পারে। মানুষ সাধারণত বলে যে, তাদের মন খারাপ থাকলে বা ক্লান্ত থাকলে তাদের নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ কম থাকে। "এক্ষেত্রে আবেগ সরাসরি মুখরোচক খাবারের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে, এবং তখন মন খারাপই খাবারের জন্য আকাঙ্খা বাড়াতে পারে," বলেন ভ্যান ডেন আক্কার। নীতিগতভাবে, যেকোন মেজাজ এমনকি ইতিবাচক মনোভাবও আকাঙ্খা তৈরি করতে পারে যদি ধারাবাহিকভাবে বিষয়টি খাবারের সাথে জড়িত থাকে। এটা বারবারই দেখা গেছে যে আমরা বন্ধুদের সাথে থাকলে বেশি খাই। এমনকি যখন আমরা অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ করি, বিশেষ উৎসবে বিভিন্ন কারণে যখন আপনি খাবার টেবিলে বেশি সময় ব্যয় করেন, সামাজিকতার কারণেই তখন বেশি খাওয়া হয়। কারণ তখন আমাদের আশেপাশে যে সঙ্গীরা থাকে তাদের কারণে আমরা কতটুকু খেলাম সেই পরিমাণের দিকে নজর দিতে পারি না।

এমনকি কোন একটি পরীক্ষাগারে বসেও যদি গল্প করার মতো কেউ পাশে থাকে তাহলে মানুষ শুধু পাস্তাও বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলে। এই জ্ঞানকে খাবার খাওয়ার বাজে স্বভাব পরিত্যাগ করতে ব্যবহার করা হয়। "যখন আমরা মানুষকে কম খাওয়ায় সহায়তা করতে চাই তখন আমাদের উচিত তার অভ্যস্ত খাবারের আকাঙ্খাকে 'অনভ্যাসে' পরিণত করা। এখানে আমাদের নিশ্চিত করতে পারতে হবে যে, একবার ভাল কোন কিছু খাওয়ার মানে এই নয় যে, আগামীকালও সেই খাবার আবার খেতে হবে," বলেন ভ্যান ডেন আক্কার। এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ কারণ গবেষণায় দেখা গেছে যে, খাবার খাওয়ার ভাল কোন অভ্যাস একবার ভাঙার পর সেখানে খাবার খাওয়ার খারাপ একটি অভ্যাস গড়ে উঠেছে। সম্ভবত এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় কারণ পরিবার বা বন্ধুদের সাথে বেশি পরিমাণে খাবার খাওয়ার পর আমার আবার ক্ষুধার্ত অনুভব করি। পরের দিন আমাদের আবার ক্ষুধা লাগে- অথবা এমনকি ওই দিনই পরের দিকে আবার ক্ষুধা লাগে- তার মানে এই নয় যে আমাদের পাকস্থলী প্রসারিত হয়েছে, বরং আমরা বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় বেশি খেয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

তাই উৎসবের বিশাল খাবার-দাবারের পরের দিন যদি আমাদের মস্তিষ্ক খাবার গন্ধ, চিত্র বা শব্দের সংকেত পায়, তাহলে এটি আমাদেরকে দ্বিতীয় দফা আরেকবার খাবারের জন্য প্রস্তুত করে।

মঙ্গলবার আগরতলায় পাপিয়া দত্তের নেতৃত্বে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশে ফের আক্রান্ত সংখ্যালঘু: হিন্দু মহিলাকে গণধর্ষণ করে গাছে বেঁধে চুল কেটে নিল উন্মত্ত জনতা

ঢাকা, ৬ জানুয়ারি : বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্য্যাতনের সিলসিলা যেন থামার নাম নেই। যশোর ও নরসিংদীতে দুই হিন্দু ব্যবসায়ী খুনের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে এক হিন্দু বিধবা মহিলাকে গণধর্ষণ ও পৈশাচিক নির্য্যাতনের খবর সামনে এল। অভিযুক্তরা কেবল ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, ওই মহিলাকে গাছে বেঁধে তাঁর চুল কেটে নেওয়া হয়েছে এবং সেই অত্যাচারের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, গত শনিবার সন্ধ্যায় ওই মহিলার বাড়িতে কয়েকজন আত্মীয় এসেছিলেন। সেই সময় একদল দুষ্কৃতী জোরপূর্বক ঘরে ঢুকে পড়ে এবং বড় অঙ্কের টাকা দাবি করে। বাধা দিলে আত্মীয়দের মারধর করে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। এরপর অন্য একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে ওই মহিলাকে অভিযুক্তরা পালা করে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। নির্য্যাতিতা মহিলার আর্তনাদ থামাতে তাঁকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। এমনকি তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে সিগারেটের ছাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় এবং কাঁচি দিয়ে তাঁর মাথার চুল কেটে নিয়ে তাঁকে সামাজিকভাবে হেনস্থা করা হয়। বর্তমানে ওই মহিলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর বুকে, গোপনাঙ্গে এবং শরীরের একাধিক জায়গায় গভীর ক্ষত ও সিগারেটের পোড়া দাগ রয়েছে। নির্য্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, অভিযুক্তদের মধ্যে একজনের ভাইয়ের কাছ থেকে দেড় বছর আগে তিনি ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে জমি কিনেছিলেন। তারপর থেকেই এক অভিযুক্তের কুনজর ছিল তাঁর ওপর এবং সে বারবার কুপ্রস্তাব দিচ্ছিল। টাকা ও জমি হাতানোর উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পিত হামলা বলে মনে করা হচ্ছে।

এই নক্কারজনক ঘটনায় তীব্র নিন্দার ঝড় উঠেছে বাংলাদেশে। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতার করেছে। কালীগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'বাকি অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের ধরার জন্য চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে।' উল্লেখ্য, গত সোমবারই যশোরে হিন্দু সাংবাদিক তথা ব্যবসায়ী রাণাপ্রতাপ বৈরাগীকে এবং নরসিংদীতে মণি চক্রবর্তী নামক এক ব্যবসায়ীকে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগ ওঠে। একের পর এক এই ধরণের ঘটনায় বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা ছড়িয়ে পড়েছে।

বছরের শুরুতেই মালদহে গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতা, আহত আরও ২ জন

মালদহ, ৬ জানুয়ারি: ফের মালদহে গুলি চলল। গত বছরের জানুয়ারিতে মালদহে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তৃণমূল নেতা দুলাল সরকারের। এবার, সেই জানুয়ারি মাসেই তৃণমূল কর্মী জামালুদ্দিন শেখ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে কালিয়াচক থানার কাশিমনগর নিচুপাড়ায় এই ঘটনা ঘটে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় জামালুদ্দিন শেখকে মালদহ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠেছে।গত বছরের ২ জানুয়ারি মালদহে প্রকাশ্যে গুলি চলেছিল, যার ফলে দুলাল সরকারের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এবারে নতুন বছরের শুরুতেই মালদহের কালিয়াচক থানা এলাকায় তৃণমূল কর্মীর গুলি তৃণমূল কর্মীকেই। গুলিবিদ্ধ জামালুদ্দিন শেখের ছেলে সামিম শেখ এবং ভাইপো সাদ্দাম শেখকেও গুরুতর আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁদেরকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারা হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে বাবর আলি এবং তাঁর ছেলে হেদায়েত, যারা তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী বলে জানা গেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শীতের মরসুমে জেলা জুড়ে ক্রিকেট খেলা চলছে এবং সেই খেলাকে কেন্দ্র করেই গণ্ডগোল বাঁধে। সোমবার ওই ক্রিকেট খেলা নিয়ে সালিশি সভা বসেছিল, যেখানে বিবাদ বাধে এবং খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। এই বিবাদের পরিণতি হিসাবে মঙ্গলবার গুলি চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।জামালুদ্দিন শেখ এলাকার জলের বোতল বিক্রি করতেন। মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ই ওই বিবাদের জেরে তাঁকে গুলি করা হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ এবং তদন্ত চলছে। তবে, এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

এদিকে, এই ঘটনার পর এলাকার তৃণমূল নেতাদের কেউ মুখ খোলেনি। জামালুদ্দিন শেখের পরিবারের সদস্যরা ক্যামেরার সামনে এসে কিছু বলতে চাননি। এলাকার মধ্যে আতঙ্কের ছায়া বিরাজ করছে।

প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুরেশ কালমাদি, বয়স ৮১

পুণে, ৬ জানুয়ারি: ভারতের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা সুরেশ কালমাদি আর নেই। মঙ্গলবার পুণের দীননাথ মঙ্গেশকর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৮১ বছর। কয়েকদিন ধরে অসুস্থ থাকার পর হাসপাতালে তিনি মারা যান। কালমাদি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন এবং পুণে শহরের উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সুরেশ কালমাদি ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমসে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধে গেমস পরিচালনায় অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, যার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০১১ সালে কংগ্রেস দল থেকে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়, তবে মৃত্যুর আগে তিনি কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারি মামলায় প্রায় সব অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। দিল্লির আদালত গত এপ্রিল মাসে ইডির 'ক্লোজার রিপোর্ট' গ্রহণ করেছে, যা জানায় যে দীর্ঘ তদন্তের পরও কমনওয়েলথ গেমসে কোনও আর্থিক দুর্নীতি প্রমাণিত হয়নি।

কালমাদি কংগ্রেসের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ছিলেন এবং তিনি ১৯৮০ সালে রাজ্যসভায় প্রথমবার নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ১৯৯৬, ২০০৪ এবং ২০০৯ সালে পুণে লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালে পুনে পুরসভায় তরুণ কর্পোরেটরদের নিয়ে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় শহরের প্রকৃত উন্নয়ন শুরু হয়। তিনি ১৯৯২ সালে পুনেতে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগ নেন, যা শহরের সার্বিক উন্নতিতে বড় ভূমিকা নেয়। এছাড়া, "পুনে ফেস্টিভ্যাল" শুরু করার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য।

কালমাডির শেষকৃত্য আজ (মঙ্গলবার) বিকেল ৩টেয় পুণের বৈকুণ্ঠ শ্মশানে অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর মৃত্যুতে রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমেছে।

জেএনইউতে মোদি-শাহের বিরুদ্ধে স্লোগান, ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং, হুঁশিয়ারি

নয়া দিল্লি, ৬ জানুয়ারি: দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জেএনইউ) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলায় ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। স্লোগানে মোদি-শাহের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হয়েছে এবং তা সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং, যারা প্রতিবাদী ছাত্রদের দেশবিরোধী এবং টুকরে টুকরে গ্যাং-এর সদস্য হিসেবে তোপ দেগেছেন।গত সোমবার, ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গার মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদ ও শারজিল ইমামের জামিনের আবেদন সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দেয়। তার পরেই, জেএনইউ ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন ছাত্ররা। প্রতিবাদে স্লোগান দেওয়া হয়, 'জেএনইউ কী ধরতী, পর মোদি-শাহ কী কবর খুদেগী,' যার মানে হলো 'জেএনইউ-এর মাটিতেই মোদি-শাহের কবর খোঁড়া হবে।' মুহূর্তের মধ্যে এই স্লোগান সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়, যা বিজেপির নেতাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি করে।এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন, "জেএনইউ টুকরে টুকরে গ্যাং, আরজেডি, তৃণমূল, বাম দল এবং রাহুল গান্ধীর মতো দেশবিরোধী মানসিকতার লোকদের কার্যালয় হয়ে উঠেছে। তাদের মনে রাখা উচিত এটা ভারত এবং একবিংশ শতাব্দীর নরেন্দ্র মোদির ভারত।" তিনি আরও বলেন, "বিবেকানন্দ বলেছিলেন গেরুয়া রং-ই থাকবে। আমি এই টুকরে টুকরে গ্যাংকে বলতে চাই, যারা উমর খালিদ ও শারজিল ইমামকে সমর্থন করে, যারা পাকিস্তানের মানসিকতায় বিশ্বাস করে, তারা দেশদ্রোহী।'

বিধানসভা নির্বাচনের আগে কমিশনের বড় বার্তা, জেলা শাসকের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করবে স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা

নয়া দিল্লি, ৬ জানুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এবার থেকে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রতি সপ্তাহে জেলা ভিত্তিক রিপোর্ট নেবে কমিশন। জেলা শাসকের রিপোর্টের ওপরেই নির্ভর করবে রাজ্যে স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা, এবং সেগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য কত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন।

সোমবার দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠক করেন সিইসি জ্ঞানেশ কুমার। সেই বৈঠকে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নির্বাচন সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জেলা শাসকের দায়িত্ব হবে, রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে পাঠানো। ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রতি সপ্তাহে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে তথ্য পাঠানো হবে। কমিশন ওই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে রাজ্যে কতগুলো স্পর্শকাতর বুথ থাকবে, সেগুলোর জন্য কোথায় কত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হবে, সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

এই বৈঠকে, রাজ্যে ভোটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় ১১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। এবারের নির্বাচনে সেই একই সংখ্যক বাহিনী মোতায়েন হবে কি না, সেটাই এখন প্রতীক্ষার বিষয়।

এছাড়া, রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের কত দফায় ভোট হবে, সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা এবং নির্বাচন নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত নেওয়া হবে, জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

ফের হাসপাতালে ভর্তি সনিয়া গান্ধী, ক্রনিক কাশি সমস্যায় ভুগছেন কংগ্রেস নেত্রী

নয়া দিল্লি, ৬ জানুয়ারি: ফের অসুস্থ হয়ে দিল্লির স্যর গঙ্গা রাম হাসপাতালে ভর্তি হলেন কংগ্রেস নেত্রী ও রাজ্যসভার সাংসদ সনিয়া গান্ধী। সূত্রের খবর, গত সোমবার বিকেলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং বর্তমানে তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। তার অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

বিগত কয়েকদিন ধরেই সনিয়া গান্ধী ক্রনিক কাশির সমস্যায় ভুগছিলেন, যার কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাকে বিশেষভাবে চেস্ট ফিজিশিয়ানদের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

গত ডিসেম্বর মাসে সনিয়া গান্ধী ৭৯ বছরে পা রেখেছেন এবং বিগত কয়েক বছর ধরে তার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। গত কয়েক মাস আগেই পেটের সমস্যার কারণে তাকে স্যর গঙ্গা রাম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল, যেখানে কয়েকদিন চিকিৎসা নেওয়ার পর তিনি হাসপাতাল ছাড়েন। এর আগে ১৫ জুনও তাকে তলপেটে সংক্রমণের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ৭ জুন সিমলায় সফরের সময়ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সনিয়া গান্ধী এবং সেখানে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

সনিয়া গান্ধী দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন এবং তার অসুস্থতা নিয়ে দল এবং সমর্থকরা উদ্বিগ্ন।

বাংলাদেশে হিন্দু

● প্রথম পাতার পর

স্মারকলিপিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষর রয়েছে।

গাঁজা পাচার মামলায়

● প্রথম পাতার পর

১২৬/২০২৫ এনডিপিএস মামলায় তদন্তকারী অফিসার রঞ্জিত চৌধুরী গ্রেফতার করেছেন। গত ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ইং চৌমুহনী বাজার এলাকায় একটি টিআর০১-বিডব্লিউ-০৫১৫ মারুতি থেকে মোট ৯৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

এই বিষয়ে আমতলী থানায় একটি সুনির্দিষ্ট এনডিপিএস ধারায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। ওই দিনই উক্ত গাড়ির ড্রাইভার আকাশ বর্মনকে গ্রেফতার করে আদালতে প্রেরণ করা হয়। পুলিশ রিমান্ডে এসে উক্ত ড্রাইভার তার সঙ্গে যুক্ত জড়িতদের নাম প্রকাশ করেছে। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার তার তদন্তে গাড়ির বর্তমান মালিক সুরজিৎ দেববর্মার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণাদি থাকায় তাকে গ্রেফতার করে আজ পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

'প্রজন্ম বাঁচাও'

● প্রথম পাতার পর

এফআই-এর সভাপতি কৌশিক রায় দেববর্মা এবং নেতা শান্তনু দেব। সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্যে চরম অরাজকতা বিরাজ করছে। কর্মসংস্থানের অভাব, নেশা ও দুর্নীতি গোটা রাজ্যকে গ্রাস করেছে। মাফিয়া ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারণে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সুশাসনের নামে রাজ্যে 'জঙ্গলরাজ' কায়েম হয়েছে বলে তারা অভিযোগ তোলেন।এই পরিস্থিতির প্রতিবাদেই 'প্রজন্ম বাঁচাও' কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে।

তারা জানান, আগামী ৮ জানুয়ারি কুমারঘাটে প্রথম কর্মসূচি সংগঠিত হবে। সেখানে বক্তব্য রাখবেন বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী। পাশাপাশি আগরতলাতেও কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন।

এদিন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ তুলে বলা হয়, পূর্বে চাকরি বাতিল করা হয়েছে এবং টিআরবিটিকে বিজেপির শাখা সংগঠন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজ্যে প্রায় ৫০ হাজার শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও তা পূরণ করা হচ্ছে না। বেকার যুবকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, একদিকে শূন্যপদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে বহু পদ অবলুপ্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্যে বিপুল পরিমাণে নেশা প্রবেশ করছে বলেও অভিযোগ করেন ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফআই নেতৃত্ব।

এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন আরও তীব্র করার হুঁশিয়ারি দেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বেঙ্গালুরুতে রহস্যজনক ভাবে

● প্রথম পাতার পর

স্টেশন এলাকায় ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বলাই দের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার খবর আসে। পরে সেখানকার রেলওয়ে পুলিশ মোবাইল ফোনের ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে মৃতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

মৃত্যুর খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর একাধিক অসংগতি ও গাফিলতির বিষয় সামনে এসেছে। সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে গত ২ জানুয়ারি কুমারঘাট থানায় অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

এদিকে গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মৃতের পরিবার। মঙ্গলবার, ৬ জানুয়ারি, বলাই দের স্ত্রী স্বপ্নারাণী দে এবং তাঁর একমাত্র ছেলে মনতোষ দে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবিতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন। তাঁরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার কাছে ন্যায়বিচারের আবেদন জানান। অত্যন্ত দরিদ্র এই পরিবারটি ঘটনার নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

স্বদেশী মেলাকে সামনে রেখে চূড়ান্ত পর্যালোচনা বৈঠকে মেয়র

● প্রথম পাতার পর

কুমার মজুমদার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন।

বৈঠকে ডেপুটি মেয়র সহ অন্যান্য কর্পোরেটররাও উপস্থিত ছিলেন। মেলাকে যাতে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার। তিনি জানান বিবেকানন্দ ময়দানে মেলাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে চলেছে। মেলাকে সার্বিকভাবে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিএসএফের গাড়িতে হামলা

● প্রথম পাতার পর

ঘটনায় মোট পাঁচজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিএসএফের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। বাকি দুই অভিযুক্তের খোঁজে পুলিশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তাদের আইনের আওতায় আনা হবে বলে আশাবাদী তদন্তকারীরা।

এদিকে, ধৃত অভিযুক্ত রিয়াজ মিয়াকে আজ পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

রাজনীতিতে বড়

● প্রথম পাতার পর

এসেছেন তারা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ মনু রেলস্টেশনে নামার পর এই এলাকা দিয়ে আসার সময় যেভাবে রাস্তার দুধারে অগণিত মানুষ, বিশেষ করে জনজাতি অংশের ভাই বোনেরা আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন সেটা অন্তত আমার এতদিনের রাজনীতিতে দেখতে পাইনি। আমি অত্যন্ত আপ্লুত, অত্যন্ত খুশি। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভারতীয় জনতা পার্টির উপর আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে মানুষের। কিন্তু বাইরে থেকে বারবার অনেকে অনেক কিছু বলেন যে জনজাতিদের মধ্যে আমাদের কোন সংগঠন নেই। মানুষ শান্তি চায়। আর এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনজাতিদের জন্য বিভিন্ন জনমুখী স্কিম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যক্রমে বিভিন্ন জায়গায় অংশগ্রহণের সময় দেখতে পাই যে কিছু পার্টির নতুন নতুন ফ্ল্যাগ লাগিয়ে উড়াচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি তারা ধীরে ধীরে পায়ের নিচে জমি হারাচ্ছে। কোথাও জলের দাবিতে আটকানোর চেষ্টা করে, কোথাও ফ্ল্যাগ লাগিয়ে তাদের অবস্থার জানান দেয়, আবার কোথাও রাস্তার সমস্যার জন্য বা নানাভাবে আমাদের কার্যক্রম বানচালের চেষ্টা করে। টাকারজলাতেও একই ঘটনা করেছে। নানাভাবে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ঘরে ঘরে গিয়ে হুমকি ধমকি দিয়েছে। হাতাইকতরেও একই ঘটনা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এধরণের ঘটনা করা হচ্ছে। কিন্তু যত আঘাত করবে তত প্রতিঘাত আমরা করবো। আইন মেনে আমরা প্রতিঘাত করবো। এভাবে রাজনীতি আর চলবে না ত্রিপুরায়। অনেক হয়েছে। এধরণের ভেলকি অনেক হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির ফ্ল্যাগের সাথে পতাকা লাগিয়েছেন - ভালো। আপনারা আমাদের ছোট ভাই। তাই ছোট ভাইয়ের মতো ব্যবহার করুন। বড় ভাইয়ের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা আপনাদের জানা উচিত। এভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করে মারপিট করে হিংসা সৃষ্টি করে জাতীয় পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টিকে দমানো যাবে না। ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু দেশে নয়, বিশ্বের মধ্যেও অন্যতম বৃহত্তম পার্টি। আর এই পার্টিকে মাঝেমধ্যে হুমকি দেওয়া হয় যে ন্যাশনাল পার্টি ও মুখ্যমন্ত্রীকে এডিসিতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কিন্তু যত বেশি বলা হবে তত বেশি আমরা আরো ভেতরে যাবো, প্রতিটা ঘরে যাবো।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আজ এই কার্যক্রমে ৭৫৫ পরিবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয়েছে। আমাকে প্রথমে বলা হয়েছিল যে আজ এখানে ১,৮৬৮ জন যোগদান করবেন। সেই জায়গায় ২,৪৯৯ জন জনজাতি ভাইবোন ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন। দিনের পর দিন ভারতীয় জনতা পার্টি শক্তিশালী হচ্ছে। ফ্ল্যাগ দেখিয়ে, জলের আন্দোলন করে, মিথ্যে কথা বলে জনজাতিদের অগ্রগতি রোখা যাবে না। তারা খুব সহজ সরল মানুষ। জনজাতিদের শিক্ষিত করলেই সমস্যা তাদের। কারণ বুঝে যাবে সব। এই ধরনের রাজনীতি আমরা এতদিন ধরে দেখে এসেছি। জনশিক্ষার নাম দিয়ে কমিউনিস্টরাও এধরণের আন্দোলন করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতদিন ধরে রাজ্যের জন্য মহরাজাদের অবদানকে কোন সম্মান দেওয়া হয় নি। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি আসার পর মহারাজাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছে। ডাঃ সাহা বলেন, এখন এডিসিতে কি দুর্নীতি চলছে সেটা আমরা সবাই জানি। আর বলছে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তাদের টাকা পয়সা দেয় না। ২০২৪ - ২৫ অর্থবর্ষে রাজ্য বাজেটের ৩৯.০৬ অর্থ এডিসিকে দিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু তবু বলছে আমরা পয়সা দিই না। তাহলে এই পয়সা কোথায় গেলো? আজ এডিসি এলাকায় অনুন্নয়ন আর অনুন্নয়ন। আজ এই সভায় জনজাতিদের জনজোয়ার প্রমাণ করছে যে এডিসিতে ২৮ এ ২৮ আসন নিয়ে আসবে ভারতীয় জনতা পার্টি। ২০১৯ এ আমরা কম সংখ্যক আসন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যদি ১০টা আসন পাই, তবে আমরা ২৮টা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি সেক্ষেত্রে কি হতে পারে।

সভায় বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মানুষ শান্তিতে থাকতে চায়। ত্রিপুরায় আগে কি অবস্থা ছিল? খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, নির্বাচনের আগে অগ্নিসংযোগ, নির্বাচনের পরে অগ্নিসংযোগ। ১৯৮০ সালে যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা হয়েছিল সেবিষয়ে কোন রা শব্দ নেই সিপিএমের। তারা বলছে ১৯৮৪ সালের শিখ দাঙ্গার কথা। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরায় প্রায় ৩ হাজার জাতি জনজাতি খুন হয়েছিলেন। সেবিষয়ে কোন শব্দ নেই তাদের। তারা এখনো জাতি জনজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য নানাভাবে সুড়সুড়ি দেয়।

এদিন এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, এডিসি সদস্য সঞ্জীব রিয়াং, জেলা সভাপতি পতিরাম ত্রিপুরা, ধলাই জেলা সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, ছামনু মন্ডলের সভাপতি বিপ্লব চাকমা সহ বিজেপির বিভিন্ন স্তরের শীর্ষ নেতৃত্ব।

মঙ্গলবার আগরতলায় মেয়র দীপক মজুমদারের পক্ষে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

রামপুরহাট সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র ভাষায় বিজেপি-কে আক্রমণ: 'এবার বীরভূমে ১১-শূন্য করতে হবে'

রামপুরহাট, ৬ অক্টোবর : তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ রামপুরহাটে এক জনসভায় বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন। সভা মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিষেক বলেন, "যতই হামলা করো, আবার জিতবে বাংলা। এবারে বীরভূমে ১০ নয়, ১১-শূন্য করতে হবে।"

সভার শুরুতে নিজের দেরি নিয়ে ব্যাখ্যা দেন তিনি। অভিষেক জানান, "সকাল সাড়ে আটটা-ন'টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করেছেন। তারও দুই ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। দেরির জন্য দুঃখিত। যে কপ্টারে করে আসার কথা ছিল, নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি, কিন্তু এসআইআরের তত্ত্বাবধানে দামামা বেজে গেছে। তাই চক্রান্ত করে সভা বানচাল করার চেষ্টা হয়েছিল।"

এছাড়া অভিষেক আরও বলেন, "বিজেপির জমিদারদের যত জেদ, তার দশগুণ জেদ আমার। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে পাশের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত সোরেনের হেলিকপ্টারে ভাড়া করে এলাম। দু'ঘণ্টা দেরি হলেও মানুষের কাছে এসে পৌঁছেছি।"

এরপর এসআইআর ইস্যু নিয়ে কমিশন ও বিজেপিকে একযোগভাবে আক্রমণ করেন অভিষেক। তিনি বলেন, "অমর্ত্য সেন, যিনি এ দেশের নাম বিশ্বের দরবারে চিনিয়েছেন, তাঁকেও এসআইআর এর নোটিস পাঠিয়েছে! অভিনেতা দেবকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। মহম্মদ শামি যে বিশ্বকাপে দেশকে গর্বিত করেছে তাকেও নোটিস দিয়ে আনম্যাপড করার চেষ্টা চলছে।"

হুঁশিয়ারি দিয়ে অভিষেক বলেন, "যাঁদের আনম্যাপড করতে চাইছে, গণতন্ত্রের নামে এই খেলায় সায় দেবেন না। এবারের ভোটে এদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করুন।"

আভাস দেন, বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে ভোটার তালিকা থেকে 'পরিকল্পিতভাবে' নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অভিষেক অভিযোগ করেন, "এরা ভেবেছে ভয় দেখিয়ে, নোটিস দিয়ে মানুষকে সরিয়ে দেবে। কিন্তু বাংলার মানুষ সব দেখছে।"

আন্তর্জাতিক বিতর্কের বিষয় সোনালি বিবির প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, "এই মাটির একজন মেয়ে সোনালি খাতুন। জোর জবরদস্তি তাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল কেন্দ্র। হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্টে লড়াই করে তৃণমূলের সৈনিকরা তাঁকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। গতকাল তিনি একটি ফুটফুটে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। আজ আমি রামপুরহাটে গিয়ে তাঁকে দেখতে যাব।"

অভিষেক আরো বলেন, "মাঠে ময়দানে বিজেপি কোথায়? কারো কোনো অসুবিধা হলে বিজেপি কর্মীদের পাশে পান? ওদের তো অনুবীক্ষণ যন্ত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, আগে যাঁরা সিপিএম করতেন, তাঁদেরই এখন বিজেপি। শুধু জার্সি বদলেছে। কোনো ভদ্রলোককে বিজেপিতে পাবেন না।"

তিনি তৃণমূল কর্মীদের সতর্ক করে বলেন, "ভোটের ময়দানে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বেন না। যে বুথে গতবার ৫০ লিড ছিল, সেখানে ৫১ করতে হবে।"

এদিন তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, "কেষ্টদা (অনুব্রত মণ্ডল) গতকাল মায়ের (তারপীঠ) কাছে বলে এসেছে ২৩০টা আসন দিতে হবে। আমি তো আরও ২০টা বাড়িয়ে বলব মা, এবারে ২৫০টা আসন দিতে।"

অভিষেক আরও বলেন, "যে দল গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে একজন চিকেন প্যাটিস বিক্রেতাকে মারধর করে, তাদের ভোটবাক্সে যোগ্য জবাব দিতেই হবে।"তিনি হুঁশিয়ারি দেন, "চক্রান্ত যত বাড়বে, মানুষের লড়াই তত দৃঢ় হবে। বাংলার মানুষ জবাব দেবে ভোটবাক্সে। গতবারের চেয়ে এবারে তৃণমূলের আসন সংখ্যা এবং ভোট শতাংশ দুটোই বাড়বে।"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার স্বীকৃতিতে জাতীয় মঞ্চে প্রথম স্থান অর্জনতেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের গর্বের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জানুয়ারি: ত্রিপুরার কো-অপারেটিভ খাতে এক গর্বের মুহূর্ত এনে দিল তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড। ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেশন-এর অধীনস্থ ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অফ ত্রিপুরা-র উদ্যোগে আয়োজিত এক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে, উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও কার্যকর ব্যাবস্থাপনার নিরিখে এই সোসাইটি প্রথম স্থান অধিকার করে। এই সাফল্যে খুশির হাওয়া বইছে তেলিয়ামুড়া জুড়ে।

সংশ্লিষ্ট কো-অপারেটিভের সদস্য ও এলাকাবাসীদের মধ্যে দেখা গেছে গর্ব ও আনন্দের আবহ। এই উপলক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোসাইটির চেয়ারম্যান নীতিন কুমার সাহা বলেন এই পুরস্কার শুধুমাত্র একটি সম্মান নয়, বরং আমাদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, সততা ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফল। এটি আমাদের আরও দায়িত্ববান করে তুলবে।তিনি আরও জানান,,আমরা ভবিষ্যতে আরও উন্নত পরিষেবা ও শক্তিশালী কো-অপারেটিভ কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাব।

এই সম্মান তেলিয়ামুড়া অঞ্চলের কো-অপারেটিভ আন্দোলন"কে নতুন দিশা দেখাবে এবং অন্যান্য সোসাইটিকেও অনুপ্রাণিত করবে।

এই পুরস্কার প্রমাণ করে, সঠিক দিকনির্দেশনা, স্বচ্ছতা ও সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলে কো-অপারেটিভ ব্যাবস্থাও হতে পারে উন্নয়নের মডেল। তেলিয়ামুড়া মার্কেটিং কো-অপারেটিভ লিমিটেডের এই অর্জন রাজ্যের অন্যান্য কো-অপারেটিভ সংস্থার জন্য নিঃসন্দেহে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

বিজেপির থেকে আমার জেদ বেশি, পাশের রাজ্য থেকে হেলিকপ্টার আনিয়েছি: অভিষেক

কলকাতা, ৬ অক্টোবর: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যে 'আবার জিতবে বাংলা' শীর্ষক প্রচারে ব্যস্ত, মঙ্গলবার বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হন। তাঁর কপ্টারের উড়ান আটকে দেয় অসামরিক উড়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ডিজিসিএ)। তবে পরে, প্রতিবেশী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সহায়তায় হেলিকপ্টারে রামপুরহাট রওনা হন অভিষেক।

বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে অভিষেকের কপ্টার উড়ানোর অনুমতি আটকে যাওয়ার পর তৃণমূল অভিযোগ করেছে, এই ঘটনাটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। তৃণমূলের মতে, রাজ্যে অভিষেকের প্রচারে বাধা দেওয়ার জন্য কেন্দ্র এবং বিজেপি একটি কৌশল হিসেবে ডিজিসিএ-কে ব্যবহার করছে। যদিও, ডিজিসিএ এই অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, কুয়াশার কারণে হেলিকপ্টার উড়তে পারেনি।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে কপ্টার সমস্যার মধ্যে পড়লে, অন্যদিকে তৃণমূলের দাবি, বিজেপি এইভাবে রাজ্যের শাসক দলের প্রচারে বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে। তাঁদের মতে, অভিষেকের সম্প্রতি শুরু হওয়া জনসভাগুলির সাফল্য দেখে বিজেপি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

এসআইআর ইস্যু নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছেছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'প্রয়োজন হলে আমি নিজে শীর্ষ আদালতে কথা বলব। সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে এবং এই ধরনের কাজ বন্ধ করতে হবে।' তাঁর মতে, কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য তৃণমূলকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করা।

প্রাথমিকভাবে, অভিষেকের পরিকল্পনা ছিল আজ (মঙ্গলবার) বেহালা ফ্লাইং ক্লাব থেকে রামপুরহাটের জন্য রওনা দেওয়ার। সেখানে তাঁর কয়েকটি কর্মসূচি ছিল, যেমন তারাপীঠ মন্দির দর্শন, রামপুরহাট হাসপাতাল পরিদর্শন এবং এক জনসভায় অংশগ্রহণ। কিন্তু কপ্টারের উড়ান আটকে যাওয়ায় সড়কপথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন অভিষেক। তবে, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সাহায্যে এক দিন মাত্রের জন্য তাঁর কপ্টার পাওয়ার পরে, দুপুর ২টা ১০ মিনিটে অভিষেক কপ্টারে রওনা হন।

এদিন, তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, ডিজিসিএয়ের অধীনে অভিষেকের কপ্টার আটকে যাওয়ার ঘটনায় অন্য কোনও ষড়যন্ত্র চলছে। একই কারণে, আজ সকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গঙ্গাসাগর ফেরার সময়ও তাঁর হেলিকপ্টারে সমস্যা হয়েছিল। পরে, পরিস্থিতি পরিষ্কার হলে উড়ান অনুমতি দেওয়া হয়।

কিছুদিন আগে, কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কপ্টারও কুয়াশার কারণে উড়তে পারেনি। রানাঘাটের সভায় পৌঁছানোর আগেই তাঁর হেলিকপ্টারেও একই সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত, হেমন্ত সোরেনের কপ্টারে রামপুরহাট পৌঁছান অভিষেক। সেখানে তিনি তারাপীঠ মন্দির দর্শন করবেন এবং জনসভায় যোগ দেবেন। তবে, তাঁর পরবর্তী কর্মসূচি কবে এবং কোথায় হবে, তা এখনও পরিষ্কার নয়।

এদিকে, তৃণমূলের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পিতভাবে তৃণমূলের প্রচারকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু দলের নেতারা প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে জনগণের সঙ্গে আছেন এবং তাঁরা এই ষড়যন্ত্রের জবাব দেবেন।

কলকাতা পুরসভা: এসআইআর শুনানিতে ডাক ক্রিকেটার মহম্মদ সামিকে, হাজিরা দিতে পারবেন না

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি: কলকাতা পুরসভার ৯৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৌসুমী দাস জানিয়েছেন, ক্রিকেট তারকা মহম্মদ সামিকে এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দিতে ডাকা হয়েছে। তবে, সামির পরিবার সূত্রে জানা গেছে যে তিনি বর্তমানে রাজকোটে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে থাকায় শুনানিতে উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা বিতর্ক। মৌসুমী দাস বলেন, 'এটা দুঃখজনক যে, ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম তারকাকে এই শুনানিতে ডাকতে হয়েছে। দেবকেও এই শুনানিতে ডাকা হয়েছে, যা অত্যন্ত অস্বস্তিকর।'

সুত্রের খবর অনুযায়ী, সামিকে ডাকা হয়েছে কারণ তার এসআইআর ফর্মের নিচের অংশ, যেখানে ২০০২ সালের লিঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য দেওয়ার কথা ছিল, তা ফিল-আপ করা হয়নি। এই কারণেই তাকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে।

এদিকে, দেবের ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ উঠেছে। তার এলাকার কাউন্সিলর জানিয়েছেন, দেব ও তার পরিবারের আরও ৩ সদস্যকে একই কারণে এসআইআর শুনানিতে হাজিরার নোটিস দেওয়া হয়েছে। দেবের আবাসনে এই নোটিস পাঠানো হয়েছে এবং শোনা যাচ্ছে, ওই আবাসনের অনেক বাসিন্দাই এই কারণেই শুনানিতে ডাক পেয়েছেন।

দেব এবং সামির মতো জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে এসআইআর শুনানির এই ধরনের ঘটনা স্থানীয় রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলেছে। তবে, সংশ্লিষ্ট বিএলও ও শাসকদলের নেতারা এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন এবং শুনানিতে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

ক্রিকেটার মহম্মদ সামি বর্তমানে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজকোটে থাকবেন এবং পরবর্তী রাউন্ডে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যস্ত থাকবেন। ৯-১১ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার সুযোগ থাকতে পারে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনের একটি সূত্র।

আন্তর্জাতিক স্তরে কেরাটে চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় মোট ৩৯টি পদক হাসিল করে রাজ্যে ফিরল খুদে খেলোয়াড়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: আন্তর্জাতিক স্তরে কেরাটে চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে রাজ্যে ফিরল খুদে খেলোয়াড়েরা। পশ্চিমবঙ্গের ডুমুর জলা স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক স্তরের ভারত সহ মোট পাঁচটি দেশের খেলোয়াড়েরা কেরাটে খেলায় অংশগ্রহণ করে। ভারতের হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের খুদে খেলোয়াড়েরাও আন্তর্জাতিক স্তরে কেরাটে চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় অংশগ্রহণ করে। গত ২০২৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর রাজ্যের খুদে খেলোয়াড়েরা ভারতের হয়ে ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল এবং চলতি বছরের ৩ এবং ৪ জানুয়ারি খেলো ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ক্যারাটে খেলাতেও রাজ্যের খুদে খেলোয়াড়েরা অংশগ্রহণ করে। ত্রিপুরা থেকে ভারতের হয়ে সেখানে মোট ২৪ জন ক্যারাটে খেলোয়াড় যোগদান করেছিল।

এই তিনটি খেলায় রাজ্যের ক্ষুদে ক্যারাটে খেলোয়াড়েরা আন্তর্জাতিক স্তরে নয়টি পদক, সিলভার মেডেল ১৪টি, ব্রোঞ্জ পদক ১৪ টি এবং খেলো ইন্ডিয়ার দুই দিনের খেলায় মোট ৩৯ টি পদক হাসিল করতে পারে রাজ্যের খুদে খেলোয়াড়েরা। খেলা শেষে মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতা থেকে রেলে আগরতলায় এসে পৌঁছায় খুদে খেলোয়ারেরা। এই খেলায় রাজ্যের খুদে খেলোয়াড়দের কোচ হিসাবে ছিলেন মুস্তাক মিয়া, অভিনাশ সরকার সহ আরো কয়েকজন।

মঙ্গলবার দুপুরে আগরতলা রেলস্টেশনে ক্ষুদে খেলোয়াড়দের মা-বাবা সহ আত্মীয় পরিজনেরা তাদেরকে উৎসাহ এবং স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন। কোচ সহ খেলোয়াড়েরা রেল থেকে নামতেই তাদেরকে ফুলের মালা পরিয়ে এবং ফুলের তোড়া হাতে তুলে দিয়ে বিশেষভাবে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সেদিন সাংবাদিকদের ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে কোচ মোস্তাক মিয়া জানিয়েছেন ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে ক্যারাটে খেলায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে দেশের এবং রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করে তারা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। খুব কম সময়ের ব্যবধানে কিছু পরিকাঠামো গত অভাব থাকা সত্ত্বেও যে রাজ্যের খুদে খেলোয়ারেরা এই সুনাম অর্জন করতে পেরেছে তা অবশ্যই দেশ ও রাজ্যের জন্য গর্বের বিষয়। তিনি এদিন আরো জানিয়েছেন আগামী দিনেও রাজ্যের এই খুদে খেলোয়াড়েরা আন্তর্জাতিক স্তরে ক্যারাটে খেলায় অংশগ্রহণ করে আরো বেশি পদক পেয়ে দেশ ও রাজ্যের সুনাম অর্জন করবে।

স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে খোয়াইয়ে আইপিএফটির যোগদান সভা, ২১ পরিবারের ৭৭ ভোটার দলে সামিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে খোয়াই জেলায় সংগঠন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আইপিএফটি পার্টির উদ্যোগে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব ডিভিশন খোয়াই আইপিএফটির ব্যবস্থাপনায় বাঁচাইবাড়ি হাসুকনি খরাং কমিউনিটি হলে আয়োজিত এই সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে ২১ পরিবারের মোট ৭৭ জন ভোটার আইপিএফটিতে যোগদান করেন।

এই যোগদান সভায় সভাপতিত্ব করেন নিরুদ্ধ দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মা, পদ্মবিল আরডি ব্লকের অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান ও সেন্ট্রাল কমিটির সহ-সভাপতি প্রশান্ত দেববর্মা, মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান ও সেন্ট্রাল কমিটির এজিএস সুনীল দেববর্মা, তুলাশিকড় আরডি ব্লকের অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান ও সেন্ট্রাল কমিটির এজিএস প্রদীপ দেববর্মা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউথ আইপিএফটির সেন্ট্রাল কমিটির সহ-চেয়ারম্যান মলিন দেববর্মা, ইউথ আইপিএফটির সেন্ট্রাল কমিটির এজিএস প্রিয় দেববর্মা, আইপিএফটি পার্টির সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য রথীন্দ্র দেববর্মাসহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

সভায় বক্তারা জানান, রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আইপিএফটি আদিবাসী মানুষের অধিকার, উন্নয়ন ও স্বশাসনের প্রশ্নে আপসহীন অবস্থান নিয়েছে। বিজেপি ও টিপ্রা মথার বিরুদ্ধে শক্ত রাজনৈতিক লড়াই গড়ে তুলতেই সংগঠনকে আরও মজবুত করার আহ্বান জানান তারা।

নতুন যোগদানকারীরা আইপিএফটির নীতি ও আদর্শে আস্থা রেখে দলে সামিল হওয়ার কথা জানান। এই যোগদানের মধ্য দিয়ে খোয়াই জেলায় আইপিএফটির সাংগঠনিক শক্তি আরও বৃদ্ধি পেল বলে দলীয় নেতৃত্ব দাবি করেছেন।

গঙ্গাসাগরের মাটিতেও নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করলেন মমতা: 'বিজেপির আইটি সেল বেআইনি কাজ করাচ্ছে'

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : মঙ্গলবার গঙ্গাসাগরের মাটিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে নির্বাচন কমিশনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, 'ভুলভাল করছে ইলেকশন কমিশন। বিজেপির আইটি সেলকে দিয়ে যা করানো হচ্ছে, সেটা বেআইনি। বয়স্কদের নিয়ে যাচ্ছে, নল পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

এসআইআর (বিশেষ নিবিড় সংশোধন) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার ঘটনায় হইচই শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত রাখতে আমরা আইনি পথ বেছে নেব।' তাঁর নির্দেশে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন এবং দলের সূত্রে জানা গেছে, আজ (মঙ্গলবার) এই মামলার জরুরি শুনানির আবেদন করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, 'এই মামলার শুনানি আলাদা হবে কিনা, নাকি মূল মামলার সঙ্গেই যুক্ত হবে, তা আজই স্পষ্ট হবে।' এর আগে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, প্রয়োজনে নাগরিক হিসেবেও শীর্ষ আদালতে কথা বলার অনুমতি চাইবেন। তিনি বলেন, 'আমরা আইনের সাহায্য নিচ্ছি। এত মানুষকে যেভাবে হ্যারাস করা হয়েছেপ্রয়োজনে আমি নিজেও প্লিড করার পারমিশন চাইব।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়া চালানোর জন্য তাড়াহুড়া করা হচ্ছে, যার ফলে অনেক বয়স্ক নাগরিকদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এর ফলস্বরূপ, রাজ্যে ৭০-৮০ জনের মৃত্যু এবং আতঙ্কে আত্মহত্যার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি সতর্ক করে বলেন, 'এসআইআর হোক, কিন্তু হাতে সময় নিয়ে দু'বছর ধরে হোক। মানুষের অধিকার ভ্যানিশ করলেআপনারাও ভ্যানিশ হয়ে যাবেন।'

এদিন গঙ্গাসাগর তীর্থ করের প্রসঙ্গও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, গঙ্গাসাগর তীর্থ কর বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই চালু ছিল, এবং তৃণমূল সরকারের সময় সেই কর তুলে দেওয়া হয়েছে। মমতা বলেন, 'বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই কর চালু হয়েছিল, আমরা সেই কর তুলে দিয়েছি।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'বামফ্রন্টের সময় যারা গঙ্গাসাগরের তীর্থযাত্রীদের ওপর কর চাপিয়েছিল, তাদের কাছে মানুষের অধিকার কিছুই ছিল না। এখন তৃণমূল সরকার মানুষের পাশে রয়েছে, এবং আমরা সবসময় মানুষের সেবা করার জন্য প্রস্তুত।'

এদিনের বক্তব্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছিলেন, জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত রাখতে তৃণমূল সরকার যেকোনো ধরনের আইনি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবে। তিনি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠুতা বজায় রাখার গুরুত্বও পুনর্ব্যক্ত করেন।

পুর নিগমের ক্ষমতায় আসার চার বছর পূর্তিতে জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে

আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: ২০২৬ সালের পুরনিগম নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই জনঅসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একদিকে যখন বর্তমান ক্ষমতাসীনরা আগরতলা পুর নিগম দখলের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উদযাপন করছেন, অন্যদিকে তখনই পুর পরিষেবার মান নিয়ে নাগরিকদের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে।

আগরতলা পুর নিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর জাহ্নবী দাস চৌধুরীর ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানিয়েছেন এলাকার দুইজন প্রবীণ নাগরিক। তাঁদের অভিযোগ, কর্পোরেটরের বাড়ির সামনেই দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনার স্তূপ জমে থাকলেও তা পরিষ্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।

অন্য এক প্রবীণ নাগরিক ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, সরকারপক্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকার পরেও তাঁর স্বামীর প্রাপ্য ভাতা আজও মেলেনি। প্রশাসনিক গাফিলতি ও জনপ্রতিনিধির নিষ্ক্রিয়তার কারণেই সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আসন্ন পৌরনিগম নির্বাচনকে সামনে রেখে আগরতলা শহরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। নাগরিক পরিষেবা ও জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ।

৭ জানুয়ারি বিধানসভার লবিতে অনুষ্ঠিত হবে প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের স্মরণসভা

আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: আগামীকাল বিধানসভার লবিতে প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের একটি দিনব্যাপী স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১১টা থেকে ওই সভা আয়োজিত হবে।

এই স্মরণসভায় উপস্থিত থেকে প্রয়াত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপধ্যক্ষ স্পিকার রাম প্রসাদ পাল, সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়।

কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গোমতী জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

উদয়পুর, ৬ জানুয়ারি: আজ রাজ্যসফরে আসেন কেন্দ্রীয় সরকারের জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকেই। রাজ্যে এসেই প্রথমে তিনি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পূজা দিয়েছেন। তারপর উদয়পুর সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে কেন্দ্রীয় সরকারের জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকেই-এর সভাপতিত্বে গোমতী জেলাভিত্তিক এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় গোমতী জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের রূপায়ণ ও অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু ল্যাথের জানান, জেলার পূর্ব দুলুমা, কিল্লা ও একজনছড়ি এলাকায় একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল নির্মাণের কাজ বর্তমানে চলেছে। তিনি আরও জানান, গোমতী জেলার জন্য এম জি এন রেগা প্রকল্পে ৩৭ কোটি ৪৭লক্ষ টাকার মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৭৮টি অমৃত সরোবর প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) প্রকল্পে ৫৩ হাজার ৮৬৪টি গৃহ নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৫৩ হাজার ৩৩৬টি গৃহ নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। পি এম জনমন প্রকল্পে ৩ হাজার ৪৩১টি গৃহ নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে ৩ হাজার ৩৩৬টি গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। সভায় পি এম জি এস ওয়াই, স্বচ্ছ ভারত মিশন (এস বি এম), ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন (টি আর এল এম) সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পূর্ত, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান, খাদ্য, বন, কৃষি, মৎস্য প্রভৃতি দপ্তরের চলমান কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। আজকের সভায় উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন শীতল চন্দ্র মজুমদার সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ।

বিলোনিয়া বি কে আই ময়দানে বালক বিভাগের জিলাভিত্তিক বিরসামুন্ডা ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৬ জানুয়ারি: জেলা তপশিলী কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে দক্ষিণ জেলায় জেলার বিভিন্ন আবাসিক বিদ্যালয়ের বালক ও বালিকা বিভাগে হোস্টেলে অবস্থানরত ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে লীগ পর্যায়ে জিলাভিত্তিক বিরসামুন্ডা ফটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমে মহকুমা পর্যায়ে এই টুর্নামেন্ট হয়। এবং পরে তিনটি মহকুমা থেকে বালক ও বালিকাদের নিয়ে প্রতি মহকুমা দুটি করে দল জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। বালিকা বিভাগে টুর্নামেন্ট টি হয় আভাঙছড়া উচ্চতর বিদ্যালয় মাঠে। যেখানে চ্যাম্পিয়ন হয় বিলোনিয়া বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

অন্যদিকে আজ মঙ্গলবার বিলোনিয়া বি কে আই ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় বালক বিভাগের ম্যাচগুলি ,মোট তিনটি বিদ্যালয় জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণ কারী স্কুলগুলি হলো বিলোনিয়া বি কে আই বয়েজ হোস্টেল, শান্তিরবাজার একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় ও সাব্রুম ইভেনজার। লীগ পর্যায়ে এই খেলায় সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়ে শান্তির বাজার একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নের শিরোপা লাভ করে। চ্যাম্পিয়ন দল দুটি আগামীতে রাজ্যভিত্তিক খেলায় অংশগ্রহণ করবে। আজকের এই খেলায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শ্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক মাইলাফু মগ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি সহ অন্যান্য অতিথিগণ। টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে মন্ত্রী সহ সম্মানিত অতিথিগণ ভগবান বিরসা মুন্ডার জীবনের উপর আলোকপাত করেন। আলোচনা শেষে সম্মানিত অতিথিগন জয়ী দলগুলোর হাতে চ্যাম্পিয়ান ও রানার আপ ট্রফি তুলে দেন।

উইমেন্স কলেজ এনএস এস ইউনিটের উদ্যোগে সান্ধ্যনীড় বৃদ্ধা আশ্রমে শীতকম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ক্রীড়া মন্ত্রনালয় বৃদ্ধ মানুষের প্রতি সম্মান জানানোর যে বার্তা দিয়েছেন, তারই অঙ্গ হিসেবে উইমেন্স কলেজ এনএস এস ইউনিট এমনই এক কর্মসূচির আয়োজন করে ৬ই জানুয়ারি অভয়নগরস্থিত সান্ধ্যনীড় বৃদ্ধা আশ্রমে। এদিন উইমেন্স কলেজ এন.এস.এস ইউনিট-র স্বেচ্ছাসেবীরা প্রচন্ডশীতের প্রকোপ থেকে কিছুটা রেহাই পেতে দুঃস্থ বৃদ্ধাদের হাতে কম্বল ও শুকনো খাবার তুলে দেয়। স্বেচ্ছাসেবীদের এই উদ্যোগে দুঃস্থ বৃদ্ধারা আবেগপ্রবন হয়ে পরেন।

স্বেচ্ছাসেবীরা কখনো লিফলেট নিয়ে আগরতলা শহরের সচেতন নাগরিকগনকে আরো সচেতন করা, কখনো দওক গ্রাম আম্বেদকর পল্লীতে ত্রান দেওয়া, কখনো বা গৃহহীন হতদরিদ্র মানুষদের হাতে বস্ত্র ও খাদ্য তুলে দিয়ে, আবার কখনো অনাথ আশ্রমে দান করে থাকে সেবার মানসিকতা নিয়ে উস্বেচ্ছাসেবীদের এই ধরনের কর্মসূচি আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য্য

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
07-01-2026, 01:40

াঙ্গন

বাংলাদেশে আইপিএল এবং ভারতীয় টেলিভিশন বন্ধ করার আহ্বান, উত্তাল পরিস্থিতি

ঢাকা, ৬ জানুয়ারি : বাংলাদেশে আইপিএলে মুস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার পর চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় আইপিএল থেকে বাংলাদেশের ক্রিকেটারের সরিয়ে নেওয়ার ঘটনাটি উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে এবং এর প্রভাব পড়েছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কেও। এ পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, তারা ভারতের কোনো ভেন্যুতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ করার নির্দেশও দেয়া হয়েছে।

এদিকে, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতে আরও একটি নতুন তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। দেশের বর্ষীয়ান চলচ্চিত্র অভিনেতা এবং মুক্তিযোদ্ধা সোহেল রানা এক পোস্টে ভারতীয় টেলিভিশন সম্পূর্ণ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের টেলিভিশন যতক্ষণ ভারতে প্রচার করতে না পারবে, ততক্ষণ ভারতের টেলিভিশনও আমাদের দেশে সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা উচিত।'

সোহেল রানার এই দাবির সঙ্গে তিনি ভারতীয় টেলিভিশনের কনটেন্টের ব্যাপারে কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি লেখেন, 'ভারতীয় টেলিভিশনের বউ-শাশুড়ি ঝগড়ার মতো নাটকগুলো আমাদের সামাজিক বন্ধনকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।'

সোহেল রানা, যিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনেও সক্রিয়, তিনি বর্তমানে 'বাংলাদেশ জাতীয় ইনসাফ পার্টি' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজে ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন এবং পরবর্তীতে নানা রাজনৈতিক উদ্যোগে যুক্ত হন।

বাংলাদেশের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ইতোমধ্যে মুস্তাফিজুর রহমান ইস্যুতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না বলে মন্তব্য করেছেন। আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সরকারের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিনও এই মন্তব্যের পক্ষে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।

এ পরিস্থিতিতে, সোহেল রানা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের এই আহ্বান বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিসরে নতুন এক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

অতিরিক্ত রানের খেসারত দিতে গিয়ে হ্যাটট্রিক অধরা ত্রিপুরা দলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। হ্যাটট্রিক অধরা ত্রিপুরার। তবে ফাইনালে খেলার আশা কিন্তু এখনও জিইয়ে রয়েছে ত্রিপুরার মেয়েদের জন্য। পর পর দুই ম্যাচে জয়ী হয়ে আজ মঙ্গলবার তৃতীয় ম্যাচে সিকিমের বিরুদ্ধে জয়ের প্রত্যাশা থাকলেও ব্যাটার্সদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা হয়নি। সিকিমের কাছে ২৪ রানে হেরে একদিকে যেমন ত্রিপুরা দল জয়ের হ্যাটট্রিক পেলো না। অপরদিকে সিকিম জয়ী হওয়ায় ফাইনালে অনুমান করা হচ্ছে সিকিমের বিরুদ্ধেই মুখোমুখি হতে হবে ত্রিপুরা দলকে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত গার্লস অনূর্ধ ১৫ এক দিবসীয় ট্রফি প্লেট গ্রুপের লিগ পর্যায়ের।

গুয়াহাটির বর্ষাপাড়ায় আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সিকিম প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রাকৃতিক পরিস্থিতির কারণে ম্যাচে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩৫ করা হয়েছিল।

সিকিম দল সীমিত ৩৫ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১০৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওপেনার পান্ডের ৩৩ রানের পাশাপাশি অতিরিক্ত হিসেবে ৪২ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা দলের সৃজিতা মজুমদার ১৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। এছাড়া অঙ্কিতা পাটারী, অস্মিতা রায়, পূর্বা চৌধুরী ও অনুষ্কা শীল প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৩১.৪ ওভার খেলে ৮২ রানে ত্রিপুরা দলের ইনিংস গুটিয়ে যায়। নেদরিনা বড়ুয়া (১৩ রান), অনুভা পাল (১০ রান), অঙ্কিতা পাটারির অপরাজিত ১০ রান ছাড়া অন্যদের কেউ দুই অঙ্কতে পৌঁছাতে পারেনি। অতিরিক্ত হিসেবে ২৫ রান পেয়েছিল। তবে দেবার সময় ৪২ রান অতিরিক্ত দেওয়াটার খেসারত দিতে হয়েছে ত্রিপুরা দলকে। সিকিমের কবিতা, খুশি, অভিজ্ঞা প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

বিজয় হাজারে ট্রফি : ব্যাটিং ব্যর্থতায় তামিলনাড়ুর কাছেও হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তামিলনাড়ুর কাছেও হারতে হলো ত্রিপুরা দলকে। টানা তিন ম্যাচে পরাজয়। রাজ্য দলের কাছে একটা প্রত্যাশা ছিল যে ষষ্ঠ ম্যাচের মাথায় তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে। শেষ রক্ষা হলো না। সেই ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে তামিলনাড়ুর কাছে ৫৪ রানের ব্যবধানে পরাজয় স্বীকার করতে হল।

প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যানদের মতো টেল এন্ডাররাও আজ এক প্রকার ব্যাটিংয়ে ফ্লপ খেয়েছে বলা চলে। ওপেনার তেজস্বী জয়সওয়াল, অধিনায়ক মনি শংকর মুরাসিং, রজত দে, সেন্টু সরকার প্রয়াস জারি রাখলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত বিজয় হাজারে ট্রফি এলিট গ্রুপের। আমেদাবাদের মতেরায় নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরার মনি শংকর মুরাসিং প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে তামিলনাড়ু নির্ধারিত ৫০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ২৫৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে আন্দ্রে সিদ্ধার্থের ৭০ রান, ইন্দ্রজিতের ৪৮ রান, মোঃ আলীর অপরাজিত ৪৬ রান এবং ভি এস কার্তিকের অপরাজিত ৩৫ রান উল্লেখ করার মতো। রাজ্য দলের মনি শংকর ৫০ রানে দুটি, অভিজিৎ সরকার ও অজয় সরকার একটি করে উইকেট পেয়েছেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ১৮ রানের মধ্যে দুই উইকেট হারিয়ে ত্রিপুরা দল প্রমাদ গুনতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ৪২.৪ ওভার খেলে ২০৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ওপেনার তেজস্বীর ৪৫ রান, অধিনায়ক মনিশঙ্করের ৪৩ রান এবং রজতের ৩৯ রান উল্লেখ করার মতো। স্বপ্নীল সিং ২৩ রান এবং সেন্টু সরকার ২২ রান সংগ্রহ করলেও অন্যরা আরও একটু দায়িত্বপূর্ণ ব্যাট চালালে হয়তো ফলাফল অন্যরকম হতো। তামিলনাড়ুর গুরজাপনীত একাই ছয়টি উইকেট তুলে নেয় ২৬ রানের বিনিময়ে। স্বাভাবিকভাবে দুর্দান্ত বোলিংয়ের সৌজন্যে গুডরজাপনীত পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

আমনের ২০০, বাংলার তিন মহারথী শামি-আকাশ-মুকেশের ২৫ ওভারে ২০৩ রান! হায়দরাবাদের কাছে ১০৭ রানে হেরে বিদায় বাংলার

মহম্মদ শামি, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার, শাহবাজ আহমেদের মতো ভারতীয় দলের বোলারদের পিটিয়ে ১৫৪ বলে ২০০ রান আমন রাওয়ের। বিজয় হজারে ট্রফির ম্যাচে বাংলার বোলারেরা আউট করতেই পারলেন না হায়দরাবাদের ওপেনারকে। ২১ বছরের আমনের দাপটে ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৫২ রান করল হায়দরাবাদ। জবাবে বাংলা করল ২৪৫। হায়দরাবাদের কাছে ১০৭ রানে হারায় বিজয় হজারে ট্রফির পরের রাউন্ডে যাওয়ার আশা শেষ হয়ে গেল বাংলার। অভিমন্যু ঈশ্বরণদের সমস্যায় ফেললেন মহম্মদ সিরাজও।

ঘরোয়া ক্রিকেটে বাংলার বোলিং আক্রমণ অন্যতম সেরা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা চার জন বোলার বাংলা দলে রয়েছেন। তবু আমনের মধ্যে কোনও সমীহ দেখা যায়নি। হায়দরাবাদের ইনিংস শুরু করতে নেমে প্রথম থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ছিলেন। শামি, আকাশ, মুকেশ, শাহবাজেরা তাঁর আগ্রাসন থামাতে পারেননি। মাঠের সব দিকে অনায়াসে শট মেরেছেন। আমনের ১৫৪ বলে ২০০ রানের ইনিংসে রয়েছে ১২টি চার এবং ১৩টি ছক্কা। হায়দরাবাদের ইনিংসের শেষ বলে ছয় মেরে দ্বিশতরান পূর্ণ করেছেন তিনি। শেষ বলের আগে তাঁর রান ছিল ১৯৪। এর থেকেই বোঝা যায় কতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে শামি-আকাশদের বল খেলেছেন তিনি। ৬৫ রানে অর্ধশতরান পূর্ণ করার পর আগ্রাসী হয়ে ওঠেন আমন। হায়দরাবাদের অন্য ওপেনার রাহুল সিংহও ভাল ব্যাট করেছেন। ৭টি চার এবং ৩টি ছয়ের সাহায্যে ৫৪ বলে ৬৫ রান করেন তিনি। তাঁদের প্রথম উইকেটের জুটিতে ১৬ ওভারে ওঠে ১০৪ রান। এ ছাড়া অধিনায়ক তিলক বর্মা ৪৫ বলে ৩৪ এবং প্রজ্ঞয় রেড্ডি ২৫ বলে ২২ রান করেছেন।

আমনের জন্ম আমেরিকায়। হায়দরাবাদের বাসিন্দা তরুণ ক্রিকেটার এ দিনই প্রথম লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে শতরান করলেন। প্রথম শতরানকেই তিনি পরিণত করেছেন দ্বিশতরানে। তাঁর অপরাজিত ২০০ রানের ইনিংস হায়দরাবাদের ক্রিকেটে নজিরও তৈরি করেছে। তাঁর আগে হায়দরাবাদের কোনও ক্রিকেটার ঘরোয়া ৫০ ওভারের ক্রিকেটে দ্বিশতরান করতে পারেননি। এ বারের বিজয় হজারে ট্রফিতে ওড়িশার স্বস্তিক সামালের পর দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসাবে দ্বিশতরানের ইনিংস খেললেন আমন। দেশের নবম ব্যাটার হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন। বাবার কর্মসূত্রে আমেরিকায় জন্ম হলেও হায়দরাবাদেই বড় হয়েছে আমন। সাদা বলের ক্রিকেটে আগ্রাসী ব্যাটার হিসাবে পরিচিত। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৬০-এর বেশি। বিভিন্ন অনূর্ধ পর্যায়ের ক্রিকেটে ব্যাট হাতে নজর কাড়ার পর হায়দরাবাদের সিনিয়র দলে সুযোগ পেয়েছেন। রাজ্যের অনূর্ধ-২৩ ৫০ ওভারের প্রতিযোগিতায় ছ'ম্যাচে ৬৩.৫০ গড়ে করেন ৩৮১ রান। একটি শতরান এবং তিনটি অর্ধশতরানও করেন। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে অর্ধশতরান করেন। প্রথম বার আইপিএলেও খেলতে পারেন আমন। গত নিলামে তাঁকে ৩০ লাখ টাকায় কিনেছে রাজস্থান রয়্যালস।

বাংলার সফলতম বোলার অবশ্য শামিই। ১০ ওভারে ৭০ রান দিলেও হায়দরাবাদের মিডল অর্ডারের তিন ব্যাটারকে আউট করেছেন। তিলককে আউট করেন শাহবাজ। ৫৭ রানে ১ উইকেট তাঁর। রোহিত কুমার ১ উইকেট নিয়েছেন ৬১ রানে। আকাশ ৮ ওভারে ৭৮ রান এবং মুকেশ ৭ ওভারে ৫৫ রান খরচ করলেও উইকেট পাননি। উইকেট পাননি করণ লালও।

জয়ের জন্য ৩৫৩ রান তাড়া করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে বাংলা। ৫০ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যাওয়া বাংলাকে বাঁচাতে পারেনি শাহবাজের অপরাজিত ১০৮ রানের ইনিংসও। বাংলার প্রথম চার উইকেটের তিনটিই তুলে নেন সিরাজ। সুমিত নাগ (১০), ঈশ্বরণ (১৫), করণ লাল (১৩), সুদীপ ঘরামি (০) পর পর আউট হয়ে যান। চাপের মুখে অনুষ্টুপ মজুমদার এবং শাহবাজ পঞ্চম উইকেটের জুটিতে তোলে ৯৬ রান। অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ করেছেন ৭২ বলে ৫৯ রান। ৪টি চার এবং ১টি ছয় মেরেছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ২২ গজের এক প্রান্ত আগলে ছিলেন শাহবাজ। তাঁর ১১৩ বলের ইনিংসে রয়েছে ৯টি চার এবং ৪টি ছক্কা। বাংলার পরের দিকের ব্যাটারেরাও দলকে ভরসা দিতে পারেননি। ৪৪.৪ ওভারে ২৪৫ রানে শেষ হয়ে যায় বাংলার ইনিংস। হায়দরাবাদের কাছে ১০৭ রানে হেরে বিজয় হজারে ট্রফি থেকেও বিদায় নিল লক্ষ্মীরতন শুক্লর দল। হায়দরাবাদের সফলতম বোলার সিরাজ ৫৮ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ৩২ রানে ২ উইকেট নীতীশ কুমার রেড্ডির।

২৪ বলের ইনিংসে ১০ ছক্কা বৈভবের, স্ট্রাইক রেট ২৮৩! দক্ষিণ আফ্রিকার ছোটদের বিরুদ্ধে তাণ্ডব ১৪ বছরের ব্যাটারের

দক্ষিণ আফ্রিকা অনূর্ধ-১৯ দলের বিরুদ্ধে যুব এক দিনের ম্যাচে চেনা মেজাজে বৈভব সূর্যবংশী। ভারতের অনূর্ধ-১৯ দলের অধিনায়ক খেলল ৬৮ রানের আগ্রাসী ইনিংস। বেনোনির ২২ গজে তার ব্যাট থেকে এল ১০টি ছক্কা এবং ১টি চার।

জয়ের জন্য ২৪৬ রানের লক্ষ্যে অ্যারন জর্জকে নিয়ে ব্যাট করতে নামে বৈভব। অ্যারন ১৯ বলে ২০ রান করে আউট হয়ে গেলেও নিজের লক্ষ্যে অবিচল ছিল বৈভব। প্রতিপক্ষের কোনও বোলারকেই বিশেষ সমীহ করেনি ভারতের ছোটদের দলের অধিনায়ক।

স্কুল যোগায় দারুন সাফল্য ত্রিপুরার দুটি স্বর্ণ পদক, দলগত বিভাগে রৌপ্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় স্কুল যোগা প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেলো ত্রিপুরা। চারদিন ব্যাপী অনূর্ধ ১৭ জাতীয় এই আসর শেষ হয় মঙ্গলবার। আসরে দুটি স্বর্ণ পদক জয় করে ত্রিপুরা। পাশাপাশি দলগত বিভাগে রৌপ্য পদক জয় করে। ব্যক্তিগত বিভাগে আসরের সেরা যোগা খেলোয়ার নির্বাচিত হয়েছে মহারাষ্ট্র - র আনস রূপেশ মায়েকার। এন এস আর সি সি তে শেষ দিনে মঙ্গলবার হয় বিভিন্ন বিভাগের ফাইনাল ম্যাচ। আসরে ট্র্যাডিশনাল যোগাতে ত্রিপুরার আকাশ ভৌমিক, মহারাষ্ট্রের বিধিস জয়াশ রাউত, গুজরাটের ভূত দক্ষ, রিদমিক পেয়ার যোগাতে ত্রিপুরার আকাশ ভৌমিক ও চয়নস্মিত দেব জুটি, মহারাষ্ট্রের আনস রূপেশ মায়েকর ও রোহন সুনীল টায়াদে জুটি, পশ্চিম বাংলার স্বপ্নজিৎ নাথ ও আয়ুশ ভৌমিক জুটি, আর্টিস্টিক পেয়ার বিভাগে মহারাষ্ট্রের অনস রূপেশ ময়েকার ও তন্ময় সন্দীপ জুটি, পশ্চিম বাংলার ঈশান কুন্ডু ও জয় অধিকারী জুটি, এবং সি আই এস সি ই - এর ভিভান গুপ্তা ও চরণ সি সি জুটি যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক জয় করে। দলগত বিভাগে মহারাষ্ট্র, ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বাংলা প্রথম তিনটি স্থান দখল করে। বিকেলে হয় পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, পদ্মশ্রী ড: দীপা কর্মকার সহ অন্যান্য রা। প্রসঙ্গত: আসরে ত্রিপুরা থেকে তিনজন অংশ নিয়েছিলো। শুভদীপ ভৌমিক ভালো খেললেও পদক জয় করতে পারেনি।

স্নেহালের শতক, অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেটে বড় স্কোর ইউনাটেড ফ্রেন্ডস-এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পাহাড় সমান স্কোর গড়লো ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। দুর্বল আমবাসার বিরুদ্ধে। রাজ্য অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেটে। তালতলা স্কুল মাঠে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয় তিনদিন ব্যাপী ম্যাচটি। প্রথম দিনের শেষেই চালকের আসনে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। করলো ৩৯৪ রান ৫ উইকেট হারিয়ে। দলীয় স্কোরকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যেতে মুখ্য ভূমিকা নেয় প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান স্নেহাল দত্ত। প্রথম দিনের শেষে ২১৬ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১৬ রানে অপরাজিত থেকে যায় স্নেহাল। এছাড়া দলকে বড় স্কোর গড়াতে ব্যাট হাতে উজ্জ্বল ছিল অর্পণ ভট্টাচার্য্য এবং আরিয়ান কুমার সিনহা। অর্পণ ৬৩ বল খেলে ১২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭০, আরিয়ান ৭৪ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০ রান করে।এছাড়া দলের পক্ষে রাজা রায় ৬৯ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯, রাকিব মিয়া ৫৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ এবং আর্চিত ভৌমিক ৫২ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৯ রান। আমবাসা মহকুমার পক্ষে প্রীতম দাস ৬৬ রানে ৩ টি এবং দীপক দেব ৮১ রানে ২ টি উইকেট দখল করে।

অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেটে চলমানের চাপে ব্যাকফুটে শান্তিরবাজার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চাপে শান্তির বাজার মহকুমা। চলমান সংঘের বিরুদ্ধে। দিনের শেষ বেলায় চলমানের বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণে তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যায় শান্তিরবাজার মহকুমার ইনিংস। এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটে। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে চলমান সংঘ ১৭৪ রান করে। দলের পক্ষে সুভ্রজিৎ শর্মা ৪৮, আয়ুস দত্ত ৪৮, স্পন্দন বণিক ৩১ রান করে।

কৈলাসহরে ব্যাপক উদ্দীপনায় শুরু প্রাইজমানি ভলিবল টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। বৌলাপাশা প্লে সেন্টারের উদ্যোগে কৈলাসহরের হরিজন কলোনির বিমল সিংহ মাঠে শুরু হয়েছে নৈশকালীন প্রাইজমানি নক আউট ভলিবল টুর্নামেন্ট। পাঁচ জানুয়ারি সোমবার রাত্রে ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্ধোধনী অনুস্টানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিসদের সদস্য বিমল কর, ঊনকোটি জেলার বরিস্ট আইনজীবী সন্দীপ দেবরায়, বৌলাপাশা প্লে সেন্টারের অন্যতম কার্য্যকর্তা অরুপ ধর, কৈলাসহরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা ত্রিপুরা রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মফস্বর আলী, বিশিষ্ট সমাজসেবী অরুন সাহা, দেবাশীষ সেন, কানাই মিত্র, ফুজাইল আহমেদ সহ আরও অনেকে। ম্যাচ শুরুর পূর্বে টুর্নামেন্টের উদ্ধোধনী ম্যাচের দুই দলের খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন উপস্থিত অতিথিরা। বৌলাপাশা প্লে সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত রাত্রিকালীন প্রাইজমানি নক আউট ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্ধোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিলো "ওল্ড স্টার কৈলাসহর" বনাম "বৌলাপাশা প্লে সেন্টার"।

উদ্ধোধনী ম্যাচে "ওল্ড স্টার কৈলাসহর জয়লাভ করেছে। ম্যাচ শেষে বৌলাপাশা প্লে সেন্টারের অন্যতম সক্রিয় কার্য্যকর্তা অরুপ ধর জানান যে, যুব সম্প্রদায়কে নেশার কড়াল গ্রাস থেকে দূরে রাখতে এই প্রথবারের মতো বৌলাপাশা প্লে সেন্টারের উদ্যোগে ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে।

এই টূর্নামেন্টে মোট ঊনিশটি দল অংশগ্রহণ করেছে। টূর্নামেন্টের প্রতিটি ম্যাচ রাতে অনুস্টিত হবে। টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দলকে পঁচিশ হাজার টাকা এবং একটি ট্রফি দেওয়া হবে। পাশাপাশি টুর্নামেন্টের রানার্স দলকে কুড়ি হাজার টাকা এবং একটি ট্রফি দেওয়া হবে।

কাঞ্চনপুরকে হারানোর লক্ষ্যে বিসিসি সাব্রুম ওপিসি-র ম্যাচ জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক স্টেট মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলা আজ, মঙ্গলবার থেকে রাজ্য জুড়ে আটটি মাঠে আটটি ম্যাচ একযোগে শুরু হয়েছে। ধর্মনগরে কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় সাব্রুমের গড়া ১৮০ রানের প্রথম ইনিংসের জবাবে সদরের ওপিসি দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৪২ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়।

ইতোমধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান সংগ্রহ করেছে। অর্থাৎ ওপিসি এই মুহূর্তে ৫৩ রানে পিছিয়ে রয়েছে। তাঁদের হাতে উইকেট রয়েছে সাতটি। নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত খেলায় সদরের বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের সামনে বড় জয়ের হাতছানি। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে কাঞ্চনপুর ৩৪.১ ওভারে ৫৯ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করলে জবাবে বিসিসি দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৫৫ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে দুই উইকেট হারিয়ে ৩০৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অধিনায়ক অর্কর্জিৎ সাহার অপরাজিত ১০১ রান উল্লেখযোগ্য।

অ্যাশেজে ১৩তম শতরান স্মিথের, সামনে শুধু ব্র্যাডম্যান, সিডনি টেস্টে শতরান হেডেরও, জাঁকিয়ে বসছে অস্ট্রেলিয়া

স্টিভ স্মিথ এবং ট্রেভিস হেডের জোড়া শতরানে বড় রান করল অস্ট্রেলিয়া। অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টে ইংল্যান্ডের ৩৮৪ রানের জবাবে অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় দিনের শেষে ৭ উইকেটে ৫১৮ রান করেছে। ১৩৪ রানের লিড নিয়ে জাঁকিয়ে বসছে অসিরা।

হেড ১৬৩ রান করেন। স্মিথ ১২৯ রানে অপরাজিত রয়েছেন। হেডের ১৬৬ বলের ইনিংসে ২৪টি চার ও একটি ছয় রয়েছে। স্মিথ ২০৫ বল খেলেছেন। তিনি ১৫টি চার ও একটি ছক্কা মেরেছেন।

অ্যাশেজে স্মিথের এটি ১৩তম শতরান। অ্যাশেজে সর্বাধিক শতরানের তালিকায় স্মিথ দ্বিতীয় স্থানে চলে এলেন। টপকে গেলেন ইংল্যান্ডের জ্যাক হবসকে। স্মিথের সামনে শুধু ডন ব্র্যাডম্যান। অ্যাশেজে ৩৭টি টেস্টে ব্র্যাডম্যানের ১৯টি শতরান রয়েছে। অ্যাশেজে সর্বাধিক রানেও হবসকে টপকে দ্বিতীয় স্থানে চলে এসেছেন স্মিথ।

অস্ট্রেলিয়ার যখন ৩ উইকটে ২৩৪ রান, তখন ব্যাট করতে নামেন স্মিথ। শুরু থেকেই ঠাণ্ডা মাথায় জমাট ব্যাটিং করেন অস্ট্রেলিয়ার অস্থায়ী অধিনায়ক। ধৈর্য্য ধরে ব্যাট করেন তিনি। তাঁর শট নির্বাচন ছিল দেখার মতো।

সিডনি টেস্টে মঙ্গলবার একটি মজার ঘটনা ঘটে। হঠাৎই ব্যাটিং থামিয়ে দেন স্মিথ। জানান, ব্রাইডন কার্সকে নিয়ে তাঁর সমস্যা হচ্ছে। ওই সময় মিড অনে ফিল্ডিং করছিলেন ইংরেজ পেসার। তাঁর রোদচশমা সমস্যায় ফেলে স্মিথকে। সূর্য্যের আলো ওই রোদচশমায় প্রতিফলিত হয়ে স্মিথের ব্যাটিংয়ে সমস্যা তৈরি করছিল। স্টাম্প মাইকে শোনা যায় কার্সকে গিয়ে স্মিথ বলছেন, "কার্সি! তুমি কি চশমাটা একটু ঘুরিয়ে পিছনে করে দিতে পারো?" কার্স একটুও সময় নষ্ট না করে রোদচশমা ঘুরিয়ে মাথার পিছনে করে দেন। আবার খেলা শুরু হয়।

অস্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে ১৬৬ রান নিয়ে খেলা শুরু করে। হেড ৯১ ও মাইকেল নাসের ১ রানে অপরাজিত ছিলেন। হেড পরিচিত মেজাজে চালিয়ে খেলে শতরান পূর্ণ করেন। নেসেরকে (২৪) ফিরিয়ে প্রথম ধাক্কা দেন কার্স। এর পর হেডকে ফেরান জেকব বেথেল। জীবনের শেষ টেস্টে ১৭ রানের বেশি করতে পারেননি উসমান খোওয়াজা। তাঁকেও ফেরান কার্স। অ্যালেক্স ক্যারে ১৬, ক্যামেরন গ্রিন ৩৭ রান করেন। স্মিথের সঙ্গে উইকেটে রয়েছেন বিউ ওয়েবস্টার (৪২)। দু'জনের অবিচ্ছিন্ন অষ্টম উইকেটে ৮১ রান যোগ হয়েছে।

ভারত স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, আসা না-আসাটা বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত: হরভজন সিং

আইপিএল থেকে বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়া, আর তার পরপরই নিরাপত্তাশঙ্কায় বাংলাদেশ দলের ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার ঘোষণাসব মিলিয়ে বাংলাদেশ-ভারত ক্রিকেটীয় সম্পর্কে এখন বইছে উত্তপ্ত হাওয়া। বিসিবির এমন অনড় অবস্থানের পর এবার মুখ খুলেছেন ভারতের সাবেক স্পিনার হরভজন সিং। তাঁর সাফ কথা, ভারত সবাইকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, কিন্তু আসা না-আসাটা বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত। ঘটনার শুরুটা মূলত কাটার মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমানকে ঘিরে। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার অভিযোগ তুলে বেশ কিছুদিন ধরেই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে ক্ষোভের খবর আসছিল। এর জের ধরে গত শনিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সরাসরি কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নির্দেশ দেয় মোস্তাফিজকে বাদ দিতে। নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কেনা এই বাঁহাতি পেসারকে এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে ছেড়ে দেয় কেকেআর।

মোস্তাফিজকে এভাবে বাদ দেওয়াটা ভালোভাবে নেয়নি বাংলাদেশ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। খোদ ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানিয়ে দেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ দলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে ভারতে যাওয়াটা নিরাপদ মনে করছেন না তিনি। এরপর আর দেরি করেনি বিসিবি। আইসিসিকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেনিরাপত্তাশঙ্কায় তারা ভারতে দল পাঠাবে না। বরং বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারতের বাইরে সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

পুরো বিষয়টি নিয়ে বার্তা সংস্থা এএনআই-কে হরভজন সিং বলেন, 'গত কয়েক দিনের ঘটনায় বাংলাদেশ ভারতে আসতে চাইছে না। বাংলাদেশে যা হয়েছে, তা ঠিক নয়। আইসিসি এখন তাদের অনুরোধের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই দেখার বিষয়। আমরা সবাইকে ভারতে স্বাগত জানাই, কিন্তু তারা আসবে কি নাসেটা তাদের নিজেদের ভাবতে হবে।'

এরই মধ্যে মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

সূচি অনুযায়ী, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার কথা। বাংলাদেশের গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল কলকাতার ইডেন গার্ডেনে, আর শেষটি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে।

বিশ্বকাপের আগে বিশ্বজয়ীর পরামর্শ পেলেন সূর্যকুমার, কী ভাবে রানে ফিরতে পারবেন টি২০ অধিনায়ক, বলে দিলেন পন্টিং

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে মাস খানেক বাকি। তার আগে ভারতের চিন্তা সূর্যকুমার যাদবের খারাপ ফর্ম। গত বছর টি-টোয়েন্টিতে একটিও অর্ধশতরান করতে পারেননি। ধারাবাহিক ভাবে ব্যর্থ হন। বিশ্বকাপের আগে তিনি পরামর্শ পেলেন রিকি পন্টিংয়ের থেকে। কী ভাবে সূর্য রানে ফিরতে পারেন তার উপায় বাতলে দিয়েছেন দু'বারের বিশ্বকাপজয়ী। কিছু মাস আগেও টি-টোয়েন্টিতে এক নম্বর ব্যাটার ছিলেন সূর্য। ২০২৫-এ ২১ ম্যাচে মাত্র ২১৮ রান করেছেন। স্ট্রাইক রেটও (১২৩.১৬) বলার মতো নয়। নিঃসন্দেহে ভারতের কাছে এটি চিন্তার।

সূর্যকুমার সম্পর্কে পন্টিং বলেছেন, "ওর সাম্প্রতিক ফর্ম দেখে আমিও অবাক। টি-টোয়েন্টিতে দীর্ঘ দিন ধরে ভারতের হয়ে ভাল খেলেছে ও। ইদানীং রান পাচ্ছে না ঠিকই। কিন্তু ওকে সেরা ফর্মে খেলতে দেখেছি। ছয় থেকে আটটা, বা ১০টা বল লাগে থিতু হতে। তার পর থেকেই চালিয়ে খেলতে শুরু করে। সব ধরনের শট খেলতে পারে। ট্রেভিস হেডের মতো আত্মবিশ্বাস রয়েছে। আউট হতে কখনও ভয় পায় না।"

সূর্যকুমারের উদ্দেশে পন্টিংয়ের পরামর্শ, এ বার তাঁকে একটু রান করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আউট হওয়া নিয়ে ভাবলে চলবে না।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বন্দেমাতরমের অনুরণনে আগরতলা বইমেলা ২০২৬: বইয়ের পাতায় ইতিহাস, চেতনায় জাতিস্মৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: আগরতলার শীতের সকালের হালকা কুয়াশা ভেদ করে যখন বইমেলার প্রাঙ্গণে পা পড়ে, তখন মনে হয়এটি কেবল একটি মেলা নয়, যেন এক অনুভবের ভুবন। চারদিকের আলো, রং, শিল্পকর্ম আর মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত এক অলিখিত আহ্বান"বন্দে মাতরম। ৪৪তম বর্ষে পদার্পণ করা আগরতলা বইমেলা এবছর সেই আহ্বানকেই নিজের পরিচয় করে নিয়েছে। ২ জানুয়ারি থেকে ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বিস্তৃত এই মেলা তাই বইয়ের বাজার ছাড়িয়ে এক গভীর সাংস্কৃতিক ও জাতীয় চেতনায় অভিষিক্ত হয়েছে। এ বছরের বইমেলার থিম "বন্দেমাতরমএকটি শব্দ, যা কেবল উচ্চারণ নয়, ইতিহাসের ভার বহন করে।

২০২৬ সালে বন্দেমাতরমরচনার ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই থিম যেন সময়ের সঙ্গে এক নীরব সংলাপ। সাহিত্য, সংগ্রাম ও স্মৃতির মিলনস্থলে দাঁড়িয়ে আগরতলা বইমেলা তাই হয়ে উঠেছে এক ঐতিহাসিক সময়পট।মেলার প্রবেশপথ থেকেই এই ভাবনার স্পষ্ট ছাপ চোখে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়সহ স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পথিকৃৎ ও দেশনায়কদের প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য মেলার পরিসরকে দিয়েছে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহ। রঙের ব্যবহার, নকশার বিন্যাস, শিল্পভাবনার গভীরতাসব কিছুতেই যেন দেশাত্মবোধের নীরব প্রবাহ। স্টল থেকে স্টেজপ্রতিটি কোণ যেন ইতিহাসের পাতায় লেখা একটি উচ্চারণ।১৮৭৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কলমে জন্ম নেওয়া বন্দেমাতরমকেবল একটি গান নয়; এটি ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক শক্তিশালী প্রেরণা। একসময় যে গান লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে একত্রে ধ্বনিত হয়েছিল, আজ তা নতুন প্রজন্মের সামনে ফিরে এসেছে প্রশ্ন, অনুসন্ধান ও অনুধাবনের মধ্য দিয়ে। এই পুনর্পাঠের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে আগরতলা বইমেলা। কারণ বইমেলা মানেই শুধু বই কেনাবেচা নয়। এটি চিন্তার মেলবন্ধন, মতের আদান-প্রদান ও বোধের বিস্তারের এক উন্মুক্ত পরিসর। বন্দেমাতরমের মতো একটি বহুমাত্রিক থিম সেই পরিসরকে আরও গভীর করেছে।

বিশেষ করে প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান সময়ে বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্মের কাছে এই মেলা হয়ে উঠেছে শিকড়ে ফেরার এক সুযোগ। তরুণদের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায়, বন্দেমাতরম তাদের কাছে নিছক একটি দেশাত্মবোধক সংগীত নয়। এটি পরিচয়ের অংশ, ইতিহাস জানার দরজা। অনেকেই এই প্রথম জানতে পারছেন গানটির রচয়িতা, তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বিতর্ক, গ্রহণযোগ্যতা ও সাংবিধানিক অবস্থান সম্পর্কে। বইমেলার সেমিনার, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই বিষয়গুলির পরিমিত ও বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।এবছর রাজ্যের বাইরের প্রকাশক, লেখক ও পাঠকদের উপস্থিতি মেলাকে দিয়েছে এক বিস্তৃত মাত্রা।

বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত মানুষ ত্রিপুরার সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, আবার স্থানীয় পাঠকরাও যুক্ত হচ্ছেন জাতীয় স্তরের ভাবনার সঙ্গে। বন্দেমাতরমের মতো এক সর্বভারতীয় প্রতীক এই সাংস্কৃতিক বিনিময়কে আরও সুদৃঢ় করেছে।উল্লেখযোগ্য বিষয় হলোবন্দেমাতরম নিয়ে ইতিহাসে ভিন্নমত ও নানা ব্যাখ্যার উপস্থিতি। আগরতলা বইমেলা সেই বাস্তবতাকে অস্বীকার করেনি। বরং এক পরিণত ও দায়িত্বশীল দৃষ্টি ভঙ্গিতে পাঠককে ভাবতে, প্রশ্ন তুলতে এবং নিজস্ব উপলব্ধি নির্মাণে উৎসাহিত করেছে। এই মানসিক পরিসরই একটি গণতান্ত্রিক সাহিত্যোৎসবের প্রকৃত পরিচয়।মেলার মঞ্চে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিও থিমের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। দেশাত্মবোধক গান, কবিতা পাঠ ও নাট্যাংশ বন্দেমাতরমের ভাবধারাকে নতুন প্রজন্মের ভাষায় রূপ দিয়েছে। ইতিহাস ও বর্তমানের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক জীবন্ত সেতু। সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক দিক হলো শিশু ও কিশোরদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। কুইজ, বিতর্ক, স্মারক বক্তৃতা ও পাঠচক্রে বন্দেমাতরমকে কেন্দ্র করে যে সৃজনশীলতা ফুটে উঠছে, তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানসে দেশ, ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।সব মিলিয়ে এবারের আগরতলা বইমেলা কেবল একটি আয়োজন নয়এটি একটি দৃষ্টান্ত। থিম নির্বাচন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সর্বত্রই দেখা যায় সংযম, গভীরতা ও দায়িত্বশীলতা। বন্দেমাতরমের ১৫০ বছর পূর্তিকে ঘিরে এই উদ্যোগ স্মরণের গণ্ডি ছাড়িয়ে নতুন করে ভাবার সুযোগ এনে দিয়েছে।

আলোচনাচক্রে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মতামত, তরুণদের জন্য বিশেষ আয়োজন এবং বন্দেমাতরম উৎসর্গীকৃত স্মরণিকাসব মিলিয়ে এই মেলা হয়ে উঠেছে এক পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক দলিল।শেষ পর্যন্ত থেকে যায় একটি উপলব্ধিএই ধরনের থিম ভিত্তিক বইমেলা আমাদের কেবল অতীতের দিকে তাকাতে শেখায় না, ভবিষ্যতের পথও দেখায়। বন্দেমাতরমের সুরে বাঁধা আগরতলা বইমেলা তাই একটি অনুষ্ঠানমাত্র নয়; এটি এক জাতীয় আত্মস্মরণের উৎসব, যার অনুরণন দীর্ঘদিন ধরে প্রতিধ্বনিত হবেসকলের মনে।

ফের বিশালগড়ে চুরি, গাড়ি মেরামতির দোকান থেকে উধাও একাধিক ব্যাটারি, আটক এক

আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: বিশালগড়ে ফের চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বিশালগড় বাইপাস সংলগ্ন একটি গাড়ি মেরামতির দোকানে চুরির অভিযোগ সামনে এসেছে।

দোকান মালিক প্রসেনজিৎ দাস জানান, গতকাল তিনি দোকান খোলেননি। আজ সকালে দোকানে এসে দেখেন প্রায় ১২টি ব্যাটারি উধাও। বিষয়টি নজরে আসতেই তিনি দ্রুত বিশালগড় থানায় খবর দেন।

প্রসেনজিতের অভিযোগ, এলাকার অপর দোকানে কাজ করা সুমন দেবনাথ এই চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। তার দাবি, দু'দিন আগে সুমন দেবনাথ দোকানে এসে বারবার দোকানের ভেতরে সন্দেহজনকভাবে নজর দিচ্ছিল। কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সে দোকানে এসেছিল বলে মনে করছেন দোকান মালিক।

খবর পেয়ে বিশালগড় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং সন্দেহের ভিত্তিতে সুমন দেবনাথকে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে ঘটনার সঙ্গে তার কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে, প্রায় প্রতিদিনই বিশালগড় এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। বারবার চুরির ঘটনায় বিশালগড়ের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বনদপ্তরের বড়সড় অভিযান, বিপুল পরিমাণ অবৈধ কাঠ উদ্ধার

আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: অবৈধ কাঠ পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল বনদপ্তর। আজ শান্তিরবাজারের পথিছড়ি এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ কাঠ উদ্ধার করেছে বনদপ্তরের একটি বিশেষ দল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বনদপ্তরের আধিকারিকরা ওই এলাকায় অভিযান চালান। অভিযানের চেরাই কাঠ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে অভিযানের খবর পেয়ে পাচারকারীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

বনদপ্তর জানিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে পতিছড়া এলাকায় একটি গর্জন গাছ কাটা হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে আধিকারিকরা অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে উদ্ধার হওয়া কাঠগুলি অবৈধভাবে কাটা ও পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন আধিকারিকরা।

পুর নিগমের ১৫ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে শীতবস্ত্র বিতরণ, উপস্থিত মেয়র

আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: আগরতলা পুর নিগম-এ বিজেপি-র চার বছর পূর্তি উপলক্ষে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে আজ পুর নিগমের ১৫ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র বলেন, চার বছর আগে পুর নিগম এলাকার মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন বর্তমান পুর পরিষদ। সেই চার বছরের কাজের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পুর নিগমের বিভিন্ন এলাকায় জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার নতুনভাবে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে: মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৬ জানুয়ারি: বিজ্ঞান আমাদের পথ দেখায়। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার নতুনভাবে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। বর্তমানে ভাবার কোন কারণ নেই যে বিভিন্ন প্রকারের বিজ্ঞানসম্মত উপায় আবিষ্কার করার জন্য শুধুমাত্র বড় বড় ল্যাবরেটি দরকার। খুদে খুদে বিজ্ঞানীরা, ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছে, বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবনী বিষয়গুলোকে সামনে তুলে ধরছে , এটা নিশ্চিতভাবে বুক চওড়া করার জন্য যথেষ্ট।

কল্যাণপুরে খোয়াই জেলাভিত্তিক দুই দিনের বাল বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থেকে উপরে উল্লেখিত কথাগুলো বলছিলেন রাজ্যের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ব্যাপক সাড়ম্বরে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রী তথা খুদে বিজ্ঞানী, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ শুভচিন্তক মহলের উপস্থিতিতে কল্যানপুরে আজ উদ্বোধন হয়েছে দুই দিনের বাল বিজ্ঞান প্রদর্শনীর।

এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থেকে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা উপরে উল্লেখিত কথাগুলো বলার পাশাপাশি দাবি করলেন একটা সময়ে এই রাজ্যে বিজ্ঞান চর্চার পরিকাঠামো গত অভাব থাকলেও বর্তমানে কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্যের সরকারের যৌথ উদ্যোগে আমাদের রাজ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কিত ক্ষেত্র প্রসারের যথেষ্ট সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি তিনি বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আবেদন করেন নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা ভাবনাকে বিকশিত করার জন্য বিজ্ঞানকে পাথেয় করে এগিয়ে যেতে হবে, সরকার পাশে রয়েছে।

এদিন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী ছাড়াও ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারী পক্ষের মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী প্রমূখ নিজেদের আলোচনার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান নির্ভর সমাজ গঠনে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন।

মন্ত্রী , বিধায়ক সহ অন্যান্য অতিথিরা সম্মিলিতভাবে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর বিভিন্ন ক্ষেত্র ঘুরে দেখেন এবং খোলাখুলি ভাবে খুদে বিজ্ঞানীদের সাথে কথা বলতে দেখা গেছে মন্ত্রী সহ অন্যান্যদের। এই দুই দিনের বাল বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধনী মঞ্চে কল্যাণপুরের বিভিন্ন স্তরের শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন যা উপস্থিত সকলকে দারুন ভাবে আলোরিত করে।

কাঞ্চনপুরে তিপ্রা মথা ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান ১৪৯ পরিবারের ৩৯০ ভোটারের

আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: কাঞ্চনপুরের চন্ডিপুর ভিলেজের খসিরায়পাড়ায় বিপুল পরিমাণ ভোটার বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন। আজ ১৪৯ পরিবারের প্রায় ৩৯০ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টি-তে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের মধ্যে তিপ্রা মথা-র একাধিক নেতৃত্বও রয়েছেন।

নবাগতদের বিজেপিতে বরণ করে নেন দলের প্রদেশ সম্পাদক ভূমিকানন্দ রিয়াং। এসময় তিনি বলেন, মানুষের উন্নয়ন ও স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে বিজেপি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে এবং এই যোগদান সেই আস্থারই প্রতিফলন।

এদিকে, তিপ্রা মথা ছেড়ে আসা নেতৃত্বদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তারা দলটির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এডিসি এলাকায় প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি। নির্বাচনের আগে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার কোনওটাই বাস্তবায়িত হয়নি বলে দাবি তাঁদের। সেই কারণেই তারা শাসক দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে এই যোগদানকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও স্মরণ সভায় সাংসদ রাজীব সহ অন্যান্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ জানুয়ারি:ত্রিপুরা বিধানসভার প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শোক ও শ্রদ্ধায় নত হয়ে রাজনৈতিক, সামাজিক নেতৃত্ববৃন্দ এবং সাধারণ মানুষ এই বর্ষীয়ান জননেতার অবদান স্মরণ করেন।

আজ শ্রদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, বাগবাসা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্না নাথসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, বিশ্ববন্ধু সেন-এর প্রয়াণ রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। তাঁর মৃত্যুতে রাজ্য এক নিবেদিতপ্রাণ জননেতাকে হারাল, যার অবদান দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ধর্মনগর শহর ছিল বিশ্ববন্ধু সেনের অত্যন্ত প্রিয়। শহরের সার্বিক উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে তিনি আজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গেছেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই ধর্মনগর আজ নতুন রূপে গড়ে উঠেছে বলে দাবি করেন সাংসদ। প্রয়াত নেতার আদর্শ, কর্মনিষ্ঠা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে বলেও তিনি জানান। তাঁর অকাল প্রয়াণে গোটা ধর্মনগর শহর শোকাহত ও শোকস্তব্ধ।

এদিন উত্তর ত্রিপুরা জেলা কার্যালয়ে প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেনের স্মরণে এক স্মরণ সভারও আয়োজন করা হয়। সভায় তাঁর জীবন, আদর্শ ও কর্মজীবনের নানা দিক তুলে ধরে আলোচনা করা হয়। বক্তারা বলেন, শালীন রাজনীতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জনসেবার ক্ষেত্রে বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয়ের অবদান রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একজন দক্ষ প্রশাসক ও জনদরদি নেতারূপে তিনি মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছেন।

স্মরণ সভা শেষে প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করা হয়। পাশাপাশি উপস্থিত সকলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, স্বর্গীয় বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয়ের আদর্শ, কর্ম ও মূল্যবোধ আগামী প্রজন্মের পথচলায় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জনগণের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ জারি

ধর্মনগর, ৬ জানুয়ারি: ৫ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৫ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার ৫০০ মিটারের মধ্যে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন গতকাল এক আদেশমূলে ১৬৩ ধারা জারি করেছেন।

এই আদেশ অনুসারে উল্লেখিত সময়ে ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০০ মিটার এলাকার মধ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন ভোর ৬টা পর্যন্ত জনসাধারণের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তবে আইন শৃঙ্খলায় নিয়োজিত সামরিক, আধা সামরিক, রাজ্য পুলিশ বাহিনী, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার এবং মহকুমা শাসক কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরী সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মচারি, জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজনে যাতায়াতকারী রোগীদের ক্ষেত্রে এই আদেশ কার্যকর হবেনা। এই আদেশ অমান্যকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২২৩ ধারা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আদেশে জানানো হয়েছে।

চতুর্থ দিনে বিক্রি ৯,৫৫, ৫৭৮ টাকা পঞ্চম দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত ৪৪তম আগরতলা বইমেলার আজ ছিল পঞ্চম দিন। এবছর বইমেলার মূল থিম হলো "বন্দেমাতরম"। গতকাল বইমেলায় মোট ৯,৫৫, ৫৭৮ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। আজ বইমেলার কবি সম্মেলন ও বই প্রকাশ মঞ্চে নরসিংগড়স্থিত ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের শিক্ষার্থীদের দ্বারা নিবেদিত "বর্ণময় আলাপন" শীর্ষক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এতে এই বিদ্যামন্দিরের ৯ জন ছাত্রছাত্রী এই বিদ্যামন্দিরের "চিন্তন" বইয়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া শিক্ষার্থীগণ বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় ভারতীয় সংস্কৃতি, রাজদরবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ২টি কবিতার আবৃত্তি ও যুব দিবসের বিষয়ে আলোকপাত করেন যা দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়। অনুষ্ঠানে এই বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক রূপম রায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন বিশিষ্ট কবি নকুল রায়। সঞ্চালনা করেন এই বিদ্যামন্দিরের শিক্ষিকা জয়শ্রী দাস।

এরপর এই মঞ্চে শতরূপা প্রকাশনীর ৮টি বাংলা বই প্রকাশ করা হয়। প্রকাশক সন্তোষ সরকার। এই ৮টি বই প্রকাশ করেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, অবসরপ্রাপ্ত আইজি.পি. বি.কে. রায়, বিশিষ্ট কবি নকুল রায় এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী তাপস রায়। সঞ্চালনা করেন শিক্ষক সুবীর ভট্টাচার্য। এরপর এই মঞ্চে বক্তৃতামালা আয়োজিত হয়। এতে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী সম্পর্কে আলোচনা করে ছাত্র নবরূপ ভট্টাচার্য। প্রয়াত দেশপ্রেমী মদন মোহন মালব্য বিষয়ে আলোচনা করে ছাত্রী অনন্যা সেন। সঞ্চালনা করেন ড. সেবিকা ধর।

এছাড়া এই মঞ্চে বাল্যবিবাহ এর প্রতিরোধ, সচেতনতা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন ত্রিপুরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের সদস্যা চামেলি সাহা এবং কবি ও প্রাবন্ধিক মিঠুন রায়। সঞ্চালনা করেন শিক্ষিকা স্বপ্না দাসগুপ্ত। এছাড়া এই মঞ্চে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিজিৎ সমাজপতি, পার্থপ্রতিম আচার্য ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য। এদিকে, চন্দ্রশেখর আজাদ স্মৃতি মঞ্চে দক্ষিণ জেলার শিল্পীগণ সমবেত সংগীত, সমবেত লোকনৃত্য, যন্ত্রানুসংগীত ও একক সংগীত পরিবেশন করেন। জনজাতি শিল্পীগণ সমবেত নৃত্যে অংশ নেন। বাঁশীবাদনে অংশ নেন যাদব মুড়াসিং। এছাড়া কুচিপুড়ি নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পী ববি চক্রবর্তী। রংপীঠ নাট্য সংস্থা নাটক পরিবেশন করে। সঞ্চালনা করেন শিল্পী সুমনা মিশ্র।

আন্তঃ অফিস ক্রিকেটে রানার্স-আপ উচ্চশিক্ষা দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত 'আন্তঃ অফিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৫-২৬'- এ নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করল রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর। জেলার মোট ১৬টি দপ্তরের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো অংশ নিয়েই রানার্স-আপ শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। এই দলে রয়েছেন সৌরভ ভট্টাচার্য (অধিনায়ক), দ্বীপায়ন বর্মন (সহ-অধিনায়ক), রাকেশ আচার্য, চরণ দাস, সুরজ রুদ্র পাল, কামিনী দেববর্মা, অভিষেক গোস্বামী, বয়ার দেববর্মা, বিনয় দাস, প্রীতম সরকার, বিভাস রায়, রাকেশ দেববর্মা, রাজেন্দ্র দেববর্মা, রিপন সরকার, জয়দ্বীপ দাস, বিমল ভৌমিক, কল্লোল চক্রবর্তী ও শ্যামল চক্রবর্তী।

দপ্তরের এই সাফল্যকে উদযাপন করতে আজ উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কনফারেন্স হলে এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের অভিনন্দন ও উৎসাহ প্রদান করেন দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, অতিরিক্ত অধিকর্তা রাজেশ ভট্টাচার্য, যুগ্ম অধিকর্তা পার্থ ভট্টাচার্য, রিমি দেববর্মা, ও সিনিয়র রিসার্চ অফিসার ড: ঝিল্লী চৌধুরী। সকল আধিকারিকগণ খেলোয়াড়দের এই অসামান্য কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে ক্রীড়াক্ষেত্রে এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে সব ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। উল্লেখ্য টুর্নামেন্ট চলাকালীন মাঠে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের মনোবল বাড়িয়ে ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অসিত কুমার দাস, কৃষি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা রাজীব দেববর্মা, দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা রাজেশ ভট্টাচার্য, ও.এস.ডি বিশ্বজিৎ মজুমদার, ও. এস. ডি সোমদীপ চক্রবর্তী, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার ড: ঝিল্লী চৌধুরী, ও.এস.ডি তমোজয় দেব সহ দপ্তরের অন্যান্য কর্মচারিগণ। প্রত্যেকে মাঠে থেকে খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করায় দলের সংহতি আরও দৃঢ় হয়। আজকের এই আনন্দঘন মুহূর্তে দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের হাত থেকে সংবর্ধনা পেয়ে খেলোয়াড়রা অত্যন্ত আপ্লুত ও উৎসাহিত।

১১ই জানুয়ারি তেলিয়ামুড়ায় ঐতিহাসিক হিন্দু মহা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জানুয়ারি: আগামী ১১ই জানুয়ারি তেলিয়ামুড়া টাউনহল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ঐতিহাসিক হিন্দু মহা সম্মেলন। ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে সামনে রেখে এই মহাসম্মেলনকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে মঙ্গলবার মন্ডল কার্য্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা ও বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়।

উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া মন্ডল সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, মন্ডল নেতৃত্ব সুমন ঘোষ, নন্দন রায়, গোপাল বর্মন সহ অন্যান্য জনজাতি ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।বৈঠকে মহাসম্মেলনের সাংগঠনিক প্রস্তুতি, নিরাপত্তা, প্রচার এবং জনসম্পৃক্ততা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় বলেন এই সম্মেলন শুধু ধর্মীয় নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক ঐক্যের প্রতীক। সকলের সহযোগিতায় আমরা একে সফল করব। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, মহাসম্মেলনের প্রচারে বিভিন্ন ওয়ার্ড ও অঞ্চলভিত্তিক টিম গঠন করা হবে এবং স্থানীয় জনজাতি সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এই হিন্দু মহাসম্মেলন"কে ঘিরে তেলিয়ামুড়া জুড়ে তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ। আয়োজকরা আশাবাদী, এই অনুষ্ঠান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের এক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠবে। আগামী দিনে আরও প্রস্তুতি সভা ও প্রচারমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সম্মেলনকে ঘিরে জনমত গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

রাজ্য সরকার খেলাধুলার প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে: সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: রাজ্য সরকার নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের জন্য খেলাধুলার প্রসারের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। রাজ্যে ব্লক, মহকুমা ও গ্রামীণ এলাকায় এখন বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় একই সঙ্গে খেলাধুলার পরিকাঠামোগত উন্নয়নে নতুন নতুন খেলার মাঠ ও স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানের খেলা উপভোগ করার জন্য আগরতলার নরসিংগড়ে তৈরি করা হচ্ছে আধুনিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম।

আজ বিলোনীয়ার বি.কে.আই. মাঠে ভগবান বীরসা মুন্ডা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক এস.টি. হোস্টেল ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে একথা বলেন সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। অনুষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। বক্তব্য রাখেন বিধায়ক মাইলায়ু মগ, স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক মহ: সাজ্জাদ পি.।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সমাজসেবী জ্যোৎস্না মুন্ডাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন দল মহিলা বিভাগে বিলোনীয়া গার্লস এস.টি. হোস্টেল এবং ফার্স রানার্স আপ সাতচাঁদ এস.টি. হোস্টেল, সেকেন্ড রানার্স আপ বকাফা ইংলিশ মিডিয়াম গার্লস এস.টি. হোস্টেল, পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন শান্তিরবাজার একলব্য ইংলিশ মিডিয়াম এস.টি. হোস্টেল, ফার্স রানার্স আপ সাব্রুম ইবেনজার এস.টি. হোস্টেল, সেকেন্ড রানার্স আপ বি.কে.আই. এস.টি. হোস্টেলের খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, আদর্শ প্রশাসক ও বলিষ্ঠ সমাজনেতা, প্রাক্তন জেলা শিক্ষা উপ-অধিকর্তা বরুণ দাসের প্রয়াণে শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ জানুয়ারি: মাহিষ্য সমাজের আকাশে নেমে এলো গভীর অন্ধকার। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, আদর্শ প্রশাসক ও বলিষ্ঠ সমাজনেতা, প্রাক্তন জেলা শিক্ষা উপ-অধিকর্তা বরুণ দাস গত পরশু ধর্মনগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন। তাঁর প্রয়াণে শিক্ষা পরিবার তথা মাহিষ্য সমাজ হারালো এক অভিভাবকস্বরূপ নেতৃত্বকে।

বরুণ দাসের কর্মজীবন ছিল নিষ্ঠা, সততা ও আদর্শের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্নাতকোত্তর শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। শ্রেণিকক্ষ থেকে প্রশাসনিক দপ্তরপ্রতিটি স্তরেই তিনি রেখে গেছেন দক্ষতা ও মানবিকতার স্বাক্ষর। প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর পদোন্নতি পেয়ে তিনি অভিভুক্ত উত্তর জেলার শিক্ষা উপ-অধিকর্তা এবং পরবর্তীতে উত্তর জেলার উপ-অধিকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৯ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেও সমাজ ও মানুষের জন্য তাঁর কাজ কখনও থেমে থাকেনি।

একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন ছাত্রদের কাছে অনুপ্রেরণা, সহকর্মীদের কাছে অভিভাবক এবং প্রশাসনে ছিলেন এক নির্ভীক ও ন্যায়পরায়ণ কর্মকর্তা। মাহিষ্য সমাজের উন্নয়ন, সমাজ সচেতনতা ও ঐক্য গঠনে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সমাজ সংস্কারে তিনি ছিলেন এক অবিচল পথপ্রদর্শক, যাঁর নেতৃত্বে বহু মানুষ আলোর পথ খুঁজে পেয়েছেন।

উনকোটি জেলাভিত্তিক আন্তঃ হোস্টেল ফুটবল প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

কৈলাসহর, ৬ জানুয়ারি: কৈলাসহর মহকুমার অন্তর্গত দেওরাছড়া এডিসি ভিলেজের সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠে আজ ঊনকোটি জেলাভিত্তিক বিরসা মুন্ডা মেমোরিয়্যাল আন্তঃ হোস্টেল ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খেলাধুলার পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এই সিন্থেটিক টার্ফ মাঠকে কেন্দ্র করে কোচিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে এবং খেলো ইন্ডিয়া যোগা সেন্টারও গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে জেলার খেলোয়াড়রা নিয়মিত প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে।

সভাধিপতি অমলেন্দু দাস বলেন, আগে এই জেলায় বড় ধরণের রাজ্য স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। কিন্তু বর্তমানে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট ইয়ুথ হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলছে। কাজ শেষ হলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার, কৈলাসহর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক এস কার্জন হালাম, জেলা জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক দীপঙ্কর দাস, মহকুমা জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক মতি রঞ্জন দেববর্মা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা অমিত যাদব, সমাজসেবী জোসেফ ডার্লং, সমাজসেবী কার্তিক দেববর্মা প্রমুখ। এই প্রতিযোগিতায় ঊনকোটি জেলার চারটি এসটি হোস্টেলের বালক-বালিকারা

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas